কালেয়া

শ্রীনিরুপমা দেবী

[আষাঢ় ৩৪]

প্রকাশক—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,

"গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স"

২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

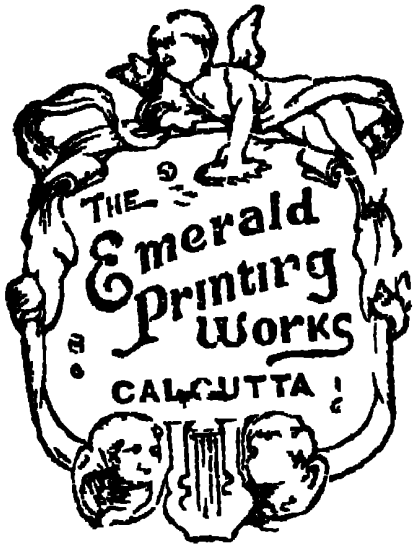

প্রিণ্টার—শ্রীবিহারী [illegible]

"এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস"

৯ নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন, ক[illegible]

আলেয়া

১

সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। নব নি[illegible] একটি অসমতল মাঠের মধ্যস্থ একখানি 'কুটীরের" ছাতে ত্রিকূট [illegible] আমরা জন কয়েকে মাদুর পাড়িয়া গড়াইতেছিলাম। [illegible]কার এই মাত্রাধিক্য বিনয়ের ফ্যাসানে দেওঘরকে কেহ [illegible] পারিবে না। আবাস—'ভিলা' বা লজ'—দুই একখানা দেখা গেলেও অনেক প্রাসাদতুল্য অট্টালিকাও এখানে কুটীর' নামে অভিহিত। [illegible]বৈদ্যনাথ ধামে গৃহবাসী হইতে বোধ হয়, কাহারও কাহারও লজ্জা বোধ হয়, তাই অনেকে এখানে ঐরূপ এক এক খানি কুটীরই বাঁধিয়াছেন এবং সেই কুটীরের অভ্যাগতবর্গও [illegible] সাঙ্গনীগণ সমভিব্যাহারে মশানে মশানে বিচরণ করিয়া কুটীর বাসের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। বঙ্গের গৃহকোণা [illegible]বাও বাঙ্গালা হইতে দুই পা মাত্র অগ্রসর হইয়া, এখানের [illegible] মাঠে এমন ভাবে বিচরণ করেন যে, তাহা দেখিয়া তাঁহারা [illegible] কালেও যে অন্তঃপুরচারিণী ছিলেন এমন যেন বোধই হয় না।

সেকথা যাউক। পূর্ব্বে ত্রিকূট পশ্চিমে দিগ্‌ড়ীয়া এবং দক্ষিণে [illegible] একটা পাহাড় দেওঘরকে বেষ্টন করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। (নন্দন পাহাড় বা তপোবন শিখর ইহাদের নিকটে গণ্যের মধ্যেই নহে।) আকাশ নক্ষত্র বিরল, ঈষৎ

মেঘচ্ছন্ন। গৃহবিরল বমপাস টাউনের কয়েকটি গৃহ হইতে আলোকশিখা সেই অন্ধকারময় প্রান্তরের জমাট অন্ধকারে স্থানে স্থানে যেন দ্বিগুণ ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে। ভ্রমণকারীরা দ। তখন নিজ নিজ আবাসে ফিরিয়াছেন। কোথাও কোনও গৃহ হইতে গ্রামোফোনের নানারসসমন্বিত সঙ্গীত উদ্দাম বায়ুপথে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

দুইদিন হইতে পশ্চিমের দিগ্‌ডীয়া পাহাড়ে আগুন ধরিয়াছিল সেরাত্রে অগ্নি পাহাড়ের শিখর দেশ হইতে নামিয়া তাহার বিস্তৃত কণ্ঠদেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া একগাছি উজ্জ্বল মালার ন্যায় জ্বলিতেছিল। আমরা সকলে পর্ব্বতের এই অপূর্ব্ব দীপালি দেখিতে দেখিতে, সেই অগ্নি মনুষ্যহস্ত দত্ত অথবা দাবানল হইতে পারে কিনা তাহারই বিচার করিতেছিলাম এমন সময় সহসা কাষ্টেয়াস এর বমপাস টাউনের অধিবাসী বাবু বোধা সন্ধার্ণা শুষ্কশরীরা পানা জোড় নদীর তীরে একটা আলোক অস্বাভাবিক জ্বালার সহিত দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠায় সকলের দৃষ্টি সেইদিকে আকৃষ্ট হইল আলোকটি কয়েক মুহূর্ত একভাবে জ্বলিয়া সহসা দক্ষিণে চলিতে আরম্ভ করিল এবং খানিক অগ্রসর হইয়াই দপ নিবিয়া গেল। ক্ষণপরেই আবার দেখা গেল, সেই আলো বামদিকে চলিয়া আসিয়াছে। এবং জ্বলিতে জ্বলিতে বিদ্যুৎ একস্থান হইতে অন্যস্থানে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে।

সকলে একযোগে বলিয়া উঠিল, আলেয়া — আলেয়া

[illegible] সঞ্চরণ লক্ষ্য করিতে [illegible]

বলিতে যমনা জোড়ের তীরে তীরে পূর্ব্বাভিমুখে [illegible]

[illegible] দূর গিয়া আবার নিভিয়া গেল, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত

[illegible] টাউনের দক্ষিণস্থ কানহাইয়া জোড়' নামে যমনা

জোড়' অপেক্ষাও সঙ্কীর্ণা একটি পর্ব্বতপথবাহিনী নদীর তীরে

তেমনই একটি আলোক জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং সেইরূপ ছুটাছুটি

করিয়া বেড়াইতেছে। উত্তরের যমনা জোড় তীরের আলোক

[illegible] নির্ব্বাপিত। সকলেই মৃদুমন্দ বিস্ময় গুঞ্জন আরম্ভ করিতেই

পল্লীবাসী একজন বলিলেন ওতো ভুলোর আলো। ও তো

মাঠে মাঠে অমনি একদিক থেকে আর একদিকে ছুটোছুটি ক'রেই

বেড়ায়। রাত বিরেতে বা রাস্তা ঘাটে ওদের নাম করলেও

বিপদ ঘটে। যেমন অপদেবতার নাম করলেই তাঁরা সেখানে

অধিষ্ঠান হন তেমনি রাস্তায় ভুলোর নাম করলে বা ঐ আলো

[illegible] চলে মরা [illegible] নিশ্চিত। তা'ছাড়া আবার ঘরে বসে

[illegible] নাম করলে কোননা কোন পথিক, সে রাতে ওর খপ্পরে

[illegible]। —তাহার কথায় তাঁর আর আমাদের কাণ দিবার

[illegible] ছিলনা। এমন শিক্ষিত বন্ধু কয়টির মধ্যে বিষম তর্ক

বাধিয়া গিয়াছে। হাত পা গুটাইয়া বয়োজ্যেষ্ঠ অভিজ্ঞ বন্ধুর

[illegible] ঘেঁসিয়া শুইয়া, থিয়জফিষ্ট চাই' তাঁহাকে ধমকের উপর

[illegible] দিয়া নির্ব্বাক করিয়া দিতেছেন। একই সময়ে দুই ধারের

দুইটি নদীর তীরে উক্ত আলোক জ্বলিয়া উঠার অপরাধে তিনি

মার তোহাকে কিছুতেই 'আলেয়া' বলিতে দিবেন না,—এই
হার পণ। অভিজ্ঞের তাহাতে আপত্তি দেখিয়া, তাঁহার
খ আরও চড়িয়া উঠিতেছিল। অভিজ্ঞ বলিতেছিলেন
গর মধ্যে এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার অনেক সময়ই ঘটে, আপাত
তে যার কারণ খুজে পাওয়া যায় না। কে বলতে পারে এই
দুটা নদীর মুখে যোগ নেই। সাঁকোর পাঠটা ত খুব বেশী বড়
নয়। তাহার কথা তখনই কে শোনে। ঐ আলোকটি যে ভৌতিক
তাহারই প্রমাণের জন্য সকলেই প্রায় একযোগে এবিষয়ে যাহার যত
অভিজ্ঞতা আছে তাহার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। চাই" সে
পরম বৈজ্ঞানিক ব্রুকস ও মহামান্য ওয়ালাস হইতে আরম্ভ করিয়া
ক্ষীরোদ বাবু মণিলাল বাবুর অলৌকিক রহস্য' এর ভূতের
কাণ্ডের গল্প পর্য্যন্ত সে সভায় উপস্থিত করিলেন। আমাদের
অভিজ্ঞ এইবার শোতাদের জন্য একটু উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন
এ গল্পগুলা কালকের জন্য রাখলে হত না। শ্রোতৃবর্গের
একস্থানে তাল পাকানোর গতিক দেখিয়া তিনি সকলে
রাত্রে অনিদ্রা এবং দুঃস্বপ্নের আশঙ্কা করিতেছিলেন। চা
নিকটে আলোক আনাইয়াছিলেন এক্ষণে বাহিত বন্ধুবর্গের মধ্যে
আপনাকে সুরক্ষিত দেখিয়া, অভিজ্ঞের বাহুতে হাতটিও ছুঁইয়া
দিয়া বলিলেন—'কিসের ভয়।' তাঁহাকে আটকাতে না পারিয়া
অভিজ্ঞ বিনীত ভাবে বলিলেন 'না ভয় আর কিসের? তবে
এই গল্প বলার উত্তেজনা ফুরিয়ে গেলে হয়ত সিঁড়িতে পা বাড়াতে
কষ্ট হবে, তার চেয়ে চল নীচে যাওয়া যাক্।' তখন একথার

সারবত্তা বুঝিয়া সকলে উঠিতে চাহিতেছিল, এ [illegible]
হইতে একব্যক্তি সংবাদ লইয়া আসিল, আমাদের [illegible] দ
সঙ্গী কাষ্টেয়াস টাউনস্থিত বন্ধুবর্গ সম্প্রতি [illegible]
[illegible] বর্ষিত হইয়া হারাইয়া গিয়াছেন। [illegible]
রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া এক্ষণে তাঁহাদের খুঁজিতে
বাহির হইয়াছে এবং তাহাদের ভীতি সমাচ্ছন্ন মুখে এতদ্ব
প্রকাশ পাইল যে তাহারাও সন্ধ্যার সময় বাজার করিতে গিয়া
পথ হারাইয়াছিল এবং অতিকষ্টে রাত্রি নয়টার সময় বাসা খুঁজিয়া
পাইয়াছে বটে কিন্তু [illegible] দের এখনও ফিরিতে না দেখিয়া তাঁহাদের
সঙ্গীরও সেই আশঙ্কা করিতেছে। [illegible] বাসী বন্ধু সগর্ব্বে বলিলেন
"রাত্রে ভুলার নাম করার ফল হাতে হাতে দেখিলে ত? তোমরা
মানিলে কি না মানিলে আমরা এখনি কতশত এরূপ ফল হাতে দেখিয়াছি।"
[illegible] হইল [illegible] তারা বাসায় ফিরিয়াছেন। কাল সকালে অতি
[illegible] তাঁহাদের [illegible] আমাদের দিয়ে যেও। —* তাঁহাদের
[illegible]

* [illegible] সম্বন্ধে [illegible] ভুলিয়াছিলাম। [illegible]
[illegible] কিন্তু তাঁহার [illegible] অভিভাবকের
[illegible] ছিলেন। [illegible] ও আত্মীয়ানুরোধে [illegible] একদিকে [illegible]
[illegible] একজন [illegible] স্থান
[illegible] বিষয় [illegible] প্রকাশ [illegible]
[illegible] বিহিত সংবাদ [illegible] করিয়া [illegible]। —কিন্তু তাঁহারা কেহই আলয়ার
[illegible] দেখিতে পাই এতদূর [illegible] বলা [illegible]।

[illegible]র এই কথা বলিয়া বিদায় করিয়া দেওয়া হইল এবং [illegible]চক্রে পল্লীবাসী বন্ধুর কথিত 'ভূতের আলো'র নাম মাহাত্ম্য [illegible] সত্যপ্রমাণিত হওয়ায় অগত্যা বিরুদ্ধবাদীদের মস্তক নত [illegible] করিতে হইল। তাহার আর গর্ব্বের সীমা রহিল না।

আমাদের কবিবন্ধুটি এতক্ষণ ঝিমাইতেছিলেন। ডাক [illegible]কিতে তিনি চক্ষু চাহিয়া হস্তের ইঙ্গিতে সকলকে নিকটে বসিতে বলিলেন। তাঁহার রকমসকমে আবার কি ব্যাপার না জানি ভাবিয়া সকলেই তাঁহার নিকটে নিঃশব্দে বসিয়া পড়িলাম। তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, ও আলোর তথ্য আবিষ্কার হয়েছে যদি কেউ এখন সাহস ক'রে ঐ আলোটার সন্ধানে যেতে পার তা'হলে দেখতে পাও যমনা জোড়ের ধারে একজন সন্ন্যাসী একটা বনী জ্বেলে বসে আছে, এবং মাঝে মাঝে সেই জলন্ত বনীর কাটটা দপ্ দপ্ করে জ্বালিয়ে নদীর ধারে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্চে।

বিস্ময় আতঙ্কে শ্রোতৃবর্গ আমরা অত্যন্ত ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া পড়িলাম। অভিজ্ঞ ঈষৎ মাত্র হাসিলেন—তাঁহার সেই হাসি টুকুতেই আমরা তাঁহার উপর চটিয়া উঠিলাম। মনের [illegible] হাসি।—বলিলেন, 'তাতো এখন আমরা কেউ যেতে পারছি [illegible] অতএব'—

থিয়জফিষ্ট ইহারই মধ্যে আবার তাঁহার ক্রোড়ের নিকটস্থ স্থানটি দখল করিয়া লইয়াছিলেন! মত ও বিশ্বাস লইয়া সুবক্তা অভিজ্ঞের সহিত থিয়জফিষ্টের বিবাদ চলিলেও ভয় পাইলেও চাই—অভিজ্ঞতা, বয়স ও সাহসে শ্রেষ্ঠ বন্ধুটির ক্রোড় দেশ।

[illegible] অধিকার করিতেন। এক্ষণে তাঁহার মুখ হইতে [illegible] [illegible]ডয়া লইয়া বলিলেন—

"তাতে কাজ নেই তুমিই কি বলতে চাও বল বা।"

[illegible]তে এর [illegible]ল্প শুনিতে, উভয়েই তিনি অগ্রগণ্য।

সকলের আতঙ্কে এবং আগ্রহে অচল অবস্থা লক্ষ্য করিয়া অগস্ত্যা অভিজ্ঞ বলিলেন "যতক্ষণ নীচের লোকেরা এসে আমাদের টেনে নীচে নিয়ে না যায় ততক্ষণ তবে তোমার বনীর গল্পই চলুক।

কবি চক্ষু মুদিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সে বহুদিনের কথা। দেশের অধিকাংশ স্থানই তখন শাল পলাশ মহুয়া প্রভৃতি বৃক্ষ এবং ঘনবদ্ধ কণ্টকময় গুল্মে একেবারে গভীরবনের পর্য্যায়ভুক্ত। এই অসমতল কঙ্কর ময় কঠিন ভূমির স্থানে স্থানের উচ্চতা রেখা তখন ঐ নন্দন পাহাড়ের [illegible] স্পর্শ করিত। সেই গভীর বনমধ্যে এবং বৃক্ষবিরল অনুচ্চ বৃক্ষ প্রান্তরে যথায় যথায় উদ্ভিত স্বরূপবর্ণ পর্ব্বতের স্তূপ [illegible] অথবা তাহাদের বহুদূরবিস্তৃত শিকড়গুলা—বন্য [illegible] বা বনচর কোন বিকট পশুর ন্যায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া, দেবদর্শনাকাঙ্ক্ষী যাত্রিগণের ভীতি উৎপাদন করিত। [illegible]চীন পুরন্দহ'ই তখন কেবল মাত্র দেওয়ারের জনপদ। উইলিয়াম [illegible] সাহেব তখনও বন কাটাইয়া উইলিয়ামস টাউনের পত্তন করেন [illegible] কাইয়ার্স বা বাপাস টাউনের কল্পনাও তখন দেওয়ার [illegible]বাসীরা স্বপ্নে দেখে নাই।

গভীর বন মধ্যবাহিনী 'যমনা জোড়' 'কানহাইয়া জোড়'ও
ন এইরূপ বালুকাবশিষ্ট শরীরা ছিল না। তাহারা 'দি ডীয়া
পাহাড় হইতে নামিয়া অ সেই শ্যামল শালবনের নিম্নে অতি
খর বেগেই বহিয়া যাইত। তাত এইরূপ সঙ্কীর্ণ ছিল বটে কিন্তু
জল অগভীর ছিল না। বিশেষ বর্ষায় যখন পাহাড়ের ঢল নামিয়া
নদীতে বন্যা আসিত সে দিন সেই সঙ্কীর্ণা আত্মগর্বিতা পার্ব্বত্য
দ্বয়ের স্রোতোবেগে ভাসিয়া বোধ হয় মহাসমুদ্রে ভাসিয়া যাইত।

এই দেবদারুর পাদদেশ পূর্ব্বে গভীর বনের মধ্যে ঐ নির্জ্জন
পর্ব্বতের গুহায় একজন সন্ন্যাসী বাস করিতেন। সাধুরা
বাস করিয়াও যেমন লোকচক্ষুর অগোচরই থাকিতে ভালবাসেন
সন্ন্যাসীও সেই উদ্দেশ্যে সেই নির্জ্জন পর্ব্বত গুহায় থাকিতেন
তখন দেওঘরে বাঙ্গালী বাবুদের এত হুড়াহুড়ি পড়ে নাই। যাঁরা
ছিলেন তাঁহাদের এত দুরন্ত সখ ছিল না যে সেই বন পথে
ব্যাঘ্র ভল্লুকের মধ্যে পড়িবার জন্য পাহাড়ে উঠিতে আসিবে।
দূর গ্রামস্থ অধিবাসীরা সেই পাহাড়ে দেহ ছাড়া অন্য কেহ
বাস করিতে পারে, এ বিশ্বাস করিত না। সেই অশোচ্য
অশোচর সন্ন্যাসী কতদিন হইতে যে সেখানে বাসস্থান করিয়া
তাহাও কেহ জানিত না। কেবল কয়েকবৎসর হইতে শিবচতুর্দ্দশী
কি বা ঐরূপ কোন কোন দিবসে একজন সন্ন্যাসীকে বৈদ্যনাথ
নাথের পূজাকেরা বনফুল হস্তে শিবমন্দিরে পূজার উপস্থিত দেখিতে
পাইত।

সেদিনও সন্ন্যাসী বৈদ্যনাথের পূজান্তে সেই বনপথ ধরিয়া

[illegible]

[illegible] কি পঞ্চাশ [illegible] একজন [illegible]

[illegible]বুনিমালা ও প্রসাদ স্বরূপ [illegible] বাবা র হস্তে শিবসাগর উদ্ভূত একটি ক্ষুদ্র শতদল ও কিছু মিষ্টান্ন প্রসাদ তুলিয়া দিয়াছে। সন্ন্যাসী মন্দিরের বাহিরে আসিয়া অন্যান্য দিনের ন্যায় সেই প্রসাদের কণামাত্র গ্রহণ করিয়া বাকিটুকু কোন ব্যাধিগ্রস্ত ভিক্ষুকের হস্তে দিয়াছেন। [illegible] দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি ভিন্ন বৈদ্যনাথে এখনকার মত ভিক্ষুকের পাল ছিল না। কিন্তু কি জানি কেন তিনি [illegible] সেদিন হস্তে লইয়াই চলিয়া আসিয়াছেন। গিরিশিলস্থ বনভূমি সেদিন বসন্তের পূজা বিহ্বল। সতেজ সরল শ্যামবর্ণ শালশামলা পলাশ [illegible] প্রভৃতি বৃক্ষ ডাল আপ্রান্ত নবপল্লবপুষ্প ভূষিত, চারুমুকুল [illegible] বনপুষ্পের গন্ধে পবন সুরভিত। পাখীর গানে যেন [illegible] দরহ [illegible] সঙ্গীত বলিয়া কাণের ভ্রম জন্মিতেছে। তাহাদের মধুর রব এবং অঞ্চল শব্দ মাঝে মাঝে বন যেন [illegible] উঠিতেছে। কোথাও কাচক রন্ধ্র প্রবিষ্ট বায়ু কিন্নরের [illegible] বংশীর স্বর অনুকরণ করিতেছে। বহু সাহস চমরী গাভী কোথাও বা হরিণদল অদূরে যেন অধিকতর নির্ভয়ে—অধিকতর নির্ব্বিরোধ ভাবে—[illegible] চরিয়া বেড়াইতেছে পরস্পর পরস্পরকে নানারূপে স্নেহ জানাইতেছে। সন্ন্যাসী দেখিতে দেখিতে যাইতেছেন। সেই তরুণ যৌবনের পঠিত কুমার সম্ভবের শ্লোকগুলা

হসা অন্ত তাঁহার মনের মধ্যে আপনা হইতেই যেন বাজিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল। বনস্থলীর এই বসন্ত সমাগমকে যেন অন্ত তাঁহার সেই কাল বসন্তোদয়ের দিনের মতই বোধ হইল। ঠিক যেন সেই দৃশ্য

কাষ্ঠাগতস্নেহরসানুবিদ্ধ দ্বন্দ্বানি ভাব ক্রিয়য়া বিবব্র ॥
মধুদ্বিরেফ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়া স্বামনুবর্ত্তমান।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষী মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসার।
দদৌ রসাৎ পঙ্কজরেণুগন্ধি গজায় গণ্ডূষজলং করেণু।
অর্দ্ধোপভুক্তেন বিসেন জায়া সম্ভাবয়ামাস রথাঙ্গনাম্ ॥"

সন্ন্যাসী ক্রমশই অধিকতর বিমনা হইতেছিলেন। সহসা ত্রিকূটের উন্নত শৃঙ্গে দৃষ্টি পড়িবামাত্র তিনি মনের এই দুর্ব্বলতায় লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া ভাবিলেন এ কি! এখনো কি তাঁহার অন্তরে কাব্যের প্রতি এতখানি মোহ আছে? প্রকৃতির এই ঋতু-বিপর্য্যয়ে সেই কাব্য কথাই কেন তাঁহার মনে পড়িতেছে। তাঁহার অন্তর কি এখনও যে কোন ভোগসুখের উপরেই সম্পূর্ণ বৈরাগ্যযুক্ত হয় নাই। তরুণ যৌবনের সুখলালসার লেশ এখনও কি তাঁহার অন্তরের কোন কোণে লুকাইয়া আছে। অথবা এ কাহারও ছলনা। সেই 'অকালিকী মদপ্রবৃত্তির দিনে যাহাদের বর তপোবনবাসী তপস্বীদের মনও বুঝি অকারণ এইরূপই সক্ষুব্ধ হইয়াছিল। এইবার গর্ব্বের হাসি হাসিয়া সন্ন্যাসী মনে মনে উচ্চারণ করিলেন—"কাহার ধ্যান ভাঙ্গিতে তোমার এ আয়োজন বসন্ত? এ আশ্রমের রক্ষী ত্রিকূটের উন্নত শিখর ঐ যে নন্দীর মতই মাথে দক্ষিণ অঙ্গুলী

[illegible] চাঞ্চল্য স্ববরণ করি[illegible]

[illegible] হইয়া [illegible] এ মায়ার [illegible]

[illegible]

বড় জোরে নড়িয়া উঠায় কোনও হিংস্র জন্তু ভাবিয়া সন্ন্যাসী চকিত দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিলেন এবং পরমুহূর্তেই বিস্মিত ও স্তব্ধ হইয়া পড়িলেন। এই দৃশ্যটি সম্পূর্ণ অচিন্ত্যপূর্ব্ব। দুই হস্তে সেই কণ্টকময় বনের শাখাপ্রশাখা ঠেলিয়া একটি কিশোর বালক সন্ন্যাসীর নিকটস্থ হইবার চেষ্টা করিতেছে। কণ্টকগুল্ম ও বনলতার ন্যায় বাহুতে বালকের সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টিত, অর্দ্ধমলিন হরিদ্রাভ উত্তরীয় খানি এবং বাহু ও পৃষ্ঠদেশ লম্বিত উচ্চ গুচ্ছ কুঞ্চিত কেশগুলি পর্য্যন্ত তাহারা সস্নেহভাবে অধিকার করিবার চেষ্টায় জড়াইয়া ধরিয়াছে। প্রভাত প্রস্ফুটিত তরুণ পদ্মের ন্যায় অনবদ্য সুন্দর মুখের উপর হরিণের ন্যায় তরল চক্ষু দুইটি ভয়চকিত ঈষৎ আর্ত্ত ভাবযুক্ত। নবনীত অপেক্ষা সুকুমার বাহুলতা দুইখানির দ্বারা বন ঠেলিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টায় বালক সরল নাগের মত বনলতায় অধিকতর জড়িত হইয়া পড়িতেছিল।

সন্ন্যাসী তখনও স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছেন। সেই বনের মধ্যে সহসা এই কিশোর বালককে দেখিয়া তাঁহার কেমন মোহ আসিয়াছিল। ভাবিতেছিলেন এই মূর্ত্তিমান বসন্তের ন্যায় কে এ বালক? এ যে কোন দেবতা তাহাতে সন্দেহই নাই, নতুবা দেখিতে দেখিতে বিস্ময়ের সঙ্গে এমন অহেতুকী আনন্দ—অননুভূতপূর্ব্ব

সুখ—অন্তরে কেন জাগিতেছে ? দেবতা, কিন্তু কোন্ দেশ তুমি ? হে কিশোর। যার আগমনে বনস্থলীর এই উতরোল ভাব, এই চাঞ্চল্য সেই কি তুমি। তোমায় কোন মন্ত্রে আবাহন করিয়া পাদ্যঅর্ঘ্য দিতে হইবে ? কি কথা বলিতে হইবে ?—কোন মন্ত্র সে ?"

সহসা একটা স্বর কর্ণে প্রবেশ করায় সন্ন্যাসী আবার চকিত ভাবে চাহিলেন। স্বরটিও অপূর্ব্ব প্রতিশ্রুতিকর। বীণা বেণুর মত নহে তথাপি অধিকতর মোহময়। সেই স্বরের উৎপত্তি স্থান নির্দ্দেশ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যেন বায়ুবেগে সেই প্রভাত পদ্মের আরক্তিম পর্ণ দুইখানি কাঁপিতেছে এবং সেই তরল চক্ষু প্রভা চকিত দৃষ্টি। সেই দৃষ্টি সন্ন্যাসীর উপরই নিবদ্ধ।— হয়ে পাহাড়মে ক্যা মহারাজ কে ডেরা হায় ?

বালককে তাঁহার নিকটস্থ হইবার চেষ্টায় অধিকতর বিপন্ন দেখিয়া এইবার সন্ন্যাসীর বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল, বাধা দিয়া বলিলেন— আর অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিও না কষ্ট পাইবে। স্থির হইয়া দাঁড়াও। তোমার কেহ সাহায্য না করিলে এ কণ্টক লতা বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবে না।" সন্ন্যাসীর দিকে স্থিরদৃষ্টি করিয়া বালক নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইল। সন্ন্যাসী বালকের নিকটস্থ হইয়া অপর দিক হইতে সুকৌশলে বালককে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু সেই লতা পাশ বেষ্টিত উত্তরীয় জড়িত কিশোর কমনীয় দেহখানি, এবং কণ্টকাঘাতে আরক্ত মৃণালনিন্দিত বাহু দুইটি স্পর্শ করিতে তখনও যেন সন্ন্যাসীর বিভ্রম উপস্থিত হইতেছিল। তাহার সেই ঘনকৃষ্ণবিলম্বিত কেশগুলি, যাহার মধ্যে সেই সুন্দর

দ্বর মতই ফুটিয়া আছে, বনলতার অত্যাচারে সেই
শেশগুলির আকুঞ্চনের মধ্যে লতাচ্যুত যে ফুল কয়টি,
। বালকের প্রতি বনের প্রীতি ও পূজার সাক্ষ্য দিতেছে
তি দেখিতে সন্ন্যাসীর এখনও তাহাকে বিপন্ন বনদেব
ম হইতেছিল।

কিছুক্ষণ চেষ্টার পর বালক মুক্ত হইল। অগ্রসর হইয়া শির
নত করিয়া মুক্তকণ্ঠে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিল। 'ঠাকুরজি।
পাঁ লগে। আপ ইয়ে পাহাড় পর ডেরা রাখিন হে?'—কি
সুধাময় মধুর স্বর। সন্ন্যাসীর মনে হইতেছিল কর্ণ যেন এমন সুখ
আর কখনও পায় নাই। মনের সে ভাব দমন করিয়া সন্ন্যাসী
বালককে প্রতি প্রশ্ন করিলেন— এই পাহাড়ে যে কাহারও আবাস
থাকিতে পারে তাহা বালক কিরূপে জানিল। সেই বা কে?
এ জঙ্গলে কোথা হইতে সে আসিল? বালক তাহার চক্ষু দুইটি
সন্ন্যাসীর দিকে স্থির করিয়া ধীরে ধীরে বিশুদ্ধ হিন্দীতে বলিতে
লাগিল কিছু দূর হইতে তাহারা পর্ব্বতের গাত্রে একটা ধূম রেখা
লক্ষ্য করিয়া সেখানে কোন সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রয়ের আশা করিয়া
অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সঙ্গে তাহার রুগ্ন দুর্ব্বল পিতা।
তাহারা 'হুরদোয়ার' (হরিদ্বার) হইতে পুরুষোত্তম দর্শনে যাইবার
জন্য প্রস্তুত হইয়া অন্ত কয়েক মাস হইতে পথ চলিতেছিল।
পথে পিতা রুগ্ন হইয়া পড়িলেন, তিনি এখন ৺বৈদ্যনাথ জীর ধামে
পৌঁছিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন,—কিন্তু আর তাঁহার পথ
চলিবার ক্ষমতা নাই তিনি প্রায় মুমূর্ষু। আশ্রয়প্রাপ্তির জন্য

উভয়ে এই ধূম লক্ষ্য করিয়া পর্ব্বতের নিকটে অগ্রসর হইতেছিল। এক্ষণে পিতার আর চলিবার শক্তি না থাকায় তাঁহাকে একস্থানে শোয়াইয়া বালকই আশ্রয়ানুসন্ধানে চলিয়াছে, পথমধ্যে ঠাকুরজীর সহিত সাক্ষাৎ।

সন্ন্যাসী একটু হাসি হাসিয়া বলিলেন "অবোধ বালক। লোকালয়ের অনুসন্ধান না করিয়া এই ধূম লক্ষ্য করিয়া গভীর বনের মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছ। ও ধূম তো পর্ব্বতের দাবানলও হইতে পারিত? বালক বলিল — তাহাদের মনে এক একবার সে আশঙ্কা হইলেও ইহা ভিন্ন তাহাদের আর অন্য গতি ছিল না, কেননা কয়েক দণ্ড বেলা থাকিতেই তাহারা এই বনে পথ হারাইয়াছে, এক্ষণে দিবা অবসান প্রায়। লোকালয় প্রাপ্তির কোন পথ না পাইয়া অগত্যা তাহারা অনিশ্চিত আশায় এই দিকে অগ্রসর হওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় দেখিতে পায় নাই। তাহার পিতাও বলিয়াছিল যে, পাহাড়ে সাধুমহাত্মারা বাস করিয়া থাকেন হৃষীকেশ পাহাড়ে এরূপ অনেক সাধু আছেন। যাহা হউক এক্ষণে পাহাড়ে কেহ না থাকিলেও আর দুঃখ নাই কেননা তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে সেই ধূম লক্ষ্য করিয়াই সে ঠাকুরজীর নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ঠাকুরজী নিশ্চয়ই তাহার রুগ্ন মৃতপ্রায় পিতাকে রাত্রির মত একটু আশ্রয় দিবেন। সন্ন্যাসী সস্নেহে বালকের দিকে চাহিয়া বলিলেন "তোমার পিতা কোথায়?" বালকের সুমধুর কথাগুলি এবং নিঃসঙ্কোচ সাহায্য প্রার্থনার সারল্য বিপন্ন আর্ত্তভাবের মধ্যেও তাহার এই সরলতায়, সন্ন্যাসী বালকের

[illegible] কেমন একটা স্নেহ অনুভব করিলেন। তাহার অনন্যসাধারণ [illegible] কান্তি তো পূর্ব্বেই তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল, এক্ষণে [illegible] কর্ষণে যেন অধিকতর শক্তি সংযোগ হইল, বালকের [illegible] করিতে আগ্রহ ও ইচ্ছা হইতে লাগিল।

[illegible]কের সঙ্গে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া সন্ন্যাসী এক [illegible]কে বনমধ্যে শায়িত দেখিলেন। [illegible] মাঝে মাঝে যন্ত্রণাসূচক শব্দ করিতেছিল, [illegible] নিকটে মনুষ্য পদশব্দ বুঝিয়া ডাকিল, '[illegible]।' বালক ছুটিয়া গিয়া পিতার মস্তক হস্তে তুলিয়া ধরিল এবং বলিতে লাগিল বাবা। আব্ কুছ ডর নেহি হ্যায়। ঠাকুরজী সে মাঁকো হুয়া উন্ন আভি তুমকো দেখনে আতে হ। তুম আচ্ছা হো যাওগে পুরুষোত্তম কো দরশন করোগে, আব্ কুছ ডর নেই ঠাকুরজী আগিহিন।'

বালকের অকৃত্রিম সারল্যে এবং নির্ভরযুক্ত বাক্যে সন্ন্যাসীর [illegible] দ্বিগুণ স্নেহে সজল হইয়া উঠিল। তিনি কুঞ্জের সম্মুখে দাঁড়াইবামাত্র রুগ্ন বিস্ফারিত নয়নে তাহার দিকে চাহিল। চাহিয়া চাহিয়া অতি কষ্টে হস্ত দুইটি বদ্ধাঞ্জলি করিল, [illegible] হস্তে ললাট স্পর্শ করিয়া [illegible] বলিতে লাগিল 'বেটা বাবা মেরে জনম সফল হো [illegible] বাবা। পাববতা তুমকো বহুত [illegible]কারা। অব হামারে আর [illegible]ইয়া [illegible] হামারা পাববতীকো তেরি চরণ পর উঠা লেও। হামারে লিয়ে মেরা কুছ হবজ নেই। মেরি জনম মোগারং হো গয়া বাবা —লেকিন পাববতা কো লিয়ে—"

সন্ন্যাসী সজল চক্ষে বালকের দিকে ফিরিয়া বলিলেন আর

বিলম্ব করা উচিত নয় ; সন্ধ্যা আগতপ্রায়। অন্ধকারে বনে পথ পাওয়া এবং পর্ব্বতারোহণ উভয়ই দুরূহ। তাঁহার ঐ পর্ব্বতেই ডেরা বটে কিন্তু পথ দুর্গম বা আশ্রম অত্যন্ত দূরে নয়। এই বেলা তিনি তাঁহার পিতাকে আশ্রমে লইয়া যাইতে চান।' বালক জানাইল তাহার পিতা পর্ব্বতে উঠিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ প্রকাশ করায় সন্ন্যাসী বলিলেন 'সে উপায় আমি করিতেছি, তুমি তোমাদের তল্পী যা কিছু আছে, লইয়া আমার সঙ্গে চল।' দীর্ঘোন্নত দেহ, বলশালী অনতিক্রান্ত যৌবন সন্ন্যাসী সেই রুগ্নকে অল্প আয়াসেই স্কন্ধের উপর তুলিয়া লইলেন। রুগ্ন নিতান্তমনে মৃদু মৃদু আপত্তি ও কুণ্ঠা প্রকাশ করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া ডাকিলেন 'এস পার্ব্বতীপ্রসাদ।'—বালক স্কন্ধে তল্পী তুলিয়া লইয়া সহসা দাতাকার পানে চাহিয়া বলিল 'আপনার পদ্ম ফুলটি।' রুগ্নকে স্কন্ধে লইবার সময় সন্ন্যাসী সেই শতদল ভূমিতে ফেলিয়া দিয়াছিলেন এবং বালককে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া বলিলেন 'উহার কোন প্রয়োজন নাই নিষ্প্রয়োজনীয় ভার পড়িয়া থাকুক।' 'না। বৈদ্যনাথজীর নির্ম্মাল্য নয় কি এটি?' সন্ন্যাসী সম্মতি সূচক মস্তক হেলাইবা মাত্র বালক তল্পী রাখিয়া ফুলটি উঠাইয়া লইয়া মস্তকে ঠেকাইল তৎপরে ত্রস্ত একবার তাহার পুষ্প আঘ্রাণের সঙ্গে 'আ' শব্দ করিয়া ফুলটি কাণের উপরে চুলের গুচ্ছের মধ্যে গুঁজিয়া দিল এবং তল্পী উঠাইয়া সন্ন্যাসীর পশ্চাদনুসরণ করিল। বালকের ফুলের উপর লোভ ও এই শিশুর মত ব্যবহার দেখিয়া, সন্ন্যাসী প্রথমে হাসিলেন, কিন্তু যখন সেই ঈষৎ মুদিতদল

[illegible] কেশের উপর স্থান পাইল, তখন আর [illegible] হাসিলেন না। স্নেহপূর্ণ নয়নে ফুলটির এই নূতন শোভা [illegible]বার দেখিয়া লইয়া, ভারস্কন্ধে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন।

২

কয়েক মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। বগ্ন লছ্‌মীপ্রসাদ সন্ন্যাসীর চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় আরোগ্য হইয়াছেন এব পার্ব্বত্য নির্ঝরের জল ও স্বাস্থ্যকর বায়ু সেবনে ক্রমে সবল হইয়া উঠিতেছেন। সন্ন্যাসীকে ইহাদিগকে লইয়া অনেকটা ব্যস্ত থাকিতে হইতেছে। নিকটে লোকালয় নাই, রুগ্নের বলকর পথ্যের জন্য তাঁহাকে প্রায়ই গ্রামাভিমুখে যাইতে হয়। লছ্‌মীপ্রসাদের অর্থের অভাব নাই। সন্ন্যাসীকে তাহাদের জন্য ভিক্ষা করিতে হয় না, তথাপি অতদূর হইতে প্রাত্যহিক খাদ্যসংগ্রহই এক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সন্ন্যাসী কিন্তু অবিরক্ত ভাবে নিজ কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতেছেন। ইহারা যে চিরদিন এখানে থাকিবে না, তাহা তিনি জানেন এব তাহাদের জন্য এই শ্রম স্বীকার তাঁহার কর্ত্তব্যেরই অঙ্গ বলিয়া তিনি মনে করেন। কিছুকাল হইল, তাঁহার একা গ্রাম হইতে খাদ্য বহিয়া আনার কষ্টের লাঘব হইয়াছে। পিতা একটু সুস্থ হওয়ার পর পার্ব্বতীও তাঁহার সঙ্গে যায়, উভয়ে একেবারে কিছুদিনের মত আহার্য্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া আসে। সে জন্য সর্ব্বদা আর তাঁহাকে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতে হয় না।

একদিন বৈদ্যনাথ দর্শন করিয়া আসার পর [illegible] পুরুষোত্তম দর্শনের সাধ আবার প্রবল হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসী বুঝাইলেন যে, এই সঙ্কল্প তাঁহাকে পুনরায় মৃত্যুমুখে ফেলিবে কিন্তু বৃদ্ধ তাহাতে দমিল না। বলিল মরিতে যে একদিন অবশ্যই হইবে সে জন্য পুরুষোত্তম দর্শনের ইচ্ছা ত্যাগ করা উচিত নয়। যে প্রকার অবস্থা হইয়াছিল কে জানিত যে তাহার কপালে তাঁহার ন্যায় সাধুর আশ্রয় লাভ এবং ৺বৈদ্যনাথ দর্শন ঘটিবে। বাবা ৺বৈদ্যনাথ যখন মনুষ্য দেহ ধরিয়া তাহাকে রোগমুক্ত করিয়া স্বাস্থ্য ফিরাইয়া দিয়াছেন তখন কে জানে হয়ত পুরুষোত্তম দর্শনও তাহার ললাটে লেখা আছে। তাহাদের তো একদিকে যাইতে হইবে, ঠাকুরজীর তাহাদের জন্য বহু তকলিফ হইয়াছে যদিও বাবার ইহা নিত্যকার্য্য তথাপি তাঁহার সাধনার বিঘ্ন করিয়া আর তাহাদের থাকা উচিত নয়। সন্ন্যাসী সে বিষয়ে আর কিছু না বলিয়া অন্য কথা তুলিলেন, "সম্মুখে ঘোর বর্ষা। যদি তাঁহার পুরুষোত্তম যাইতে একান্তই ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে এই দুইমাস কাটাইয়া শরতের প্রারম্ভে যাত্রা করাই উচিত, নহিলে তিনি সে দুরন্ত পথের কতটুকু যাইতে পারিবেন বলা কঠিন। বৃদ্ধ, সন্ন্যাসীর কথার সারবত্তা বুঝিয়া অগত্যা আরও দুইমাস সেই পর্ব্বতেই অতিবাহিত করিতে স্বীকৃত হইলেন।

সন্ন্যাসীর বালকের প্রতি সেই প্রথম দর্শনের অকারণউদ্ভূত স্নেহ এই কয় মাসের অবিরত সাহচর্য্যে সুদৃঢ় বন্ধনেই পরিণত হইয়াছিল। বালকেরও তাঁহার উপর অগাধ নির্ভরত এবং

স্নেহ দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া সেই স্নেহপাশে সন্ন্যাসীকে যেন অধিকতর জড়িত করিয়া তুলিতেছিল। বালকের পিতা তাঁহার পার্ব্বতীর প্রতি এই স্নেহভাব লক্ষ্য করিয়া একদিন বলিল—"ঠাকুরজীর নিকটে যদি পার্ব্বতীকে রাখিয়া যাইতে পাইতাম তাহা হইলে বুঝি নিশ্চিন্ত হইয়া পুরুষোত্তমের চরণে গিয়া পড়িতে পারিতাম। আমিও বুঝিতেছি, সেখান হইতে আমি আর ফিরিতে পারিব না। ঠাকুরজী পার্ব্বতীকে 'চেলা' করিয়া চিরদিন কাছে কাছে রাখিলে তাহার জন্য আর ভাবিতে হইত না। কিন্তু তাহা আমাদের ভাগ্যে ঘটিবার উপায় নাই। ঠাকুরজী বিরাগী সন্ন্যাসী—তাহাকে লইয়া কি করিবেন।' বৃদ্ধের নিশ্বাসটি যেন অন্তস্থল হইতেই পড়িল। সন্ন্যাসী একটু হাসিলেন,—তাঁহার আবার চেলা? তাহাও আবার এই ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশবর্ষীয় বাল-কার্ত্তিকেয় তুল্য কিশোর কুমার। তাঁহার এই বনবাসী নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গী হওয়া কি ঐ বালকের সাধ্য? কি সুখে কি জন্য সে চিরকালের নিমিত্ত এই পর্ব্বতগুহায় কাটাইতে চাহিবে? তিনিই বা কোন্ প্রাণে তাহাকে রাখিতে চাহিবেন? বৃদ্ধ ও বালক যদি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় এই সঙ্কল্প করিত, তাহা হইলেও ইহাতে তাঁহার বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য। সেই নবজাত সুকোমল কাণ্ডচ্যুত বৃক্ষটি এই ত্রিকূটের নীরস কঠিন প্রস্তরের মধ্যে আনিয়া বসাইয়া দিলে তাহাতে বৃক্ষ বা এই প্রস্তর কাহার কোন্ সার্থকতা লাভ হইবে? তিনি জনসঙ্গত্যাগী সন্ন্যাসী, এ বালকের সঙ্গে তাঁহারই বা কি প্রয়োজন?

তাঁহার আবাস গুহাটি বালক ও বন্ধ কর্ত্তৃক অধিকৃত, তাই মুনি পর্ব্বতের আরও একটু উচ্চতর স্থানে অন্য একটি গুহায় রাত্রি যাপন করিতেন বা ধ্যানাদি কার্য্যে নিসঙ্গ হইবার জন্য দিবসেও মাঝে মাঝে সেই স্থানে উঠিয়া আসিতেন। সেদিনও সন্ন্যাসী উপরে উঠিয়া আসিয়া সেই গুহাসম্মুখস্থ শিলাখণ্ডে বসিয়া এই কথাই ভাবিতেছিলেন। এই বালককে নিকটে রাখিতে কেন এমন ইচ্ছা আসিতেছে? কেন মনে হইতেছে—সে চলিয়া গেলে আর তাঁহার কিছুই থাকিবে না। সন্ন্যাসী শিহরিয়া উঠিলেন। স্নেহের মোহ এখনও তাঁহার অন্তরে এত অদম্য? ভগবান্ শঙ্কর এই মমতাকে এই জন্যই পাশ বলিয়াছেন। সেই মমতা এখনও তাঁহার অন্তরে এত প্রবল? আর না—এ পাশ শীঘ্র ছিন্ন হওয়াই তাঁহার পক্ষে মঙ্গলের।

সেই প্রস্তরখণ্ড ঘেরিয়া ত্রিকটের কঠিন নীরস হৃদয়োত্থিতা স্নিগ্ধ স্নেহধারা, প্রস্তর হইতে প্রস্তরে কল কল ঝর ঝর শব্দে বহিয়া যাইতেছিল। উপল ব্যথিত গতি নির্ঝরিণী সন্ন্যাসীর পায়ের গোড়ায় ঝুরুঝুর রবে, করুণ সুরে যেন কাঁদিয়া নামিতেছিল। সন্ন্যাসী আকাশ পানে চাহিয়া দেখিলেন স্তরে স্তরে মেঘ সেখানে পুঞ্জীকৃত হইয়া পর্ব্বতের অঙ্গে তাহার ছায়া ফেলিতেছে। আলোকস্নাত লতা পাদপ সহসা কজ্জলাভা ধারণ করিয়াছে, উজ্জ্বল লৌহফলকের মত নির্ঝরিণীর স্বচ্ছ অঙ্গও দলিতাঞ্জন আভা হইয়া উঠিয়াছে। বুঝিলেন, এখনি শ্রাবণ গগন ভাসাইয়া বৃষ্টি নামিবে। নিশ্বাস ফেলিয়া গুহা মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইতেই

[illegible]লেন, সেই বৃহৎ শিলাখণ্ডের নিম্নে নির্ঝরের জলে পা ডুবাইয়া পার্ব্বতী ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া বসিয়া আছে। তাহার সেই নির্ঝরনীর ধারার ন্যায় স্বচ্ছ তরল বিশাল চক্ষেও মেঘের কৃষ্ণছায়া যেন কাজল পরাইয়া দিয়াছে। সন্ন্যাসীর দৃষ্টি মিলিবামাত্র পার্ব্বতী একটুখানি হাসিল, সে হাসিতেও পূর্ব্বের ন্যায় উজ্জ্বল্য বা কলতান নাই, সে হাসিতেও যেন আজ সেই মেঘের ছায়া পড়িয়াছে। পার্ব্বতী আজ অন্য দিনের ন্যায় হরিণের মত চপল গতিতে তাঁহার নিকটে ছুটিয়াও আসিল না দেখিয়া সন্ন্যাসী তাহাকে নিকটে ডাকিলেন। ধীরমন্থর গতিতে বালক উঠিয়া আসিয়া শিলার এক পার্শ্বে পা ঝুলাইয়া বসিল। সন্ন্যাসী বলিলেন 'ওখানে এতক্ষণ একা বসিয়াছিলে কেন? আমার নিকটে কেন এস নাই?' বালক নতনেত্রে বলিল "আপনি তো ডাকেন নাই।

'প্রত্যহ কি আমি ডাকিয়া থাকি?'

"না কিন্তু আজ আসিতে কেমন ভয় করিতেছিল।'

'কেন পার্ব্বতী?'

বালক একটু ইতস্তত করিয়া আবার নতদৃষ্টি হইয়া বলিল, 'আপনি আজ সারাদিনই আমার সঙ্গে কথা কহেন নাই, আর—"

"আর কি পার্ব্বতী?'

'আর কয়দিন হইতেই আপনি যেন আমার উপর 'গোস্সা' হইয়াছেন আর কাছে ডাকেন না ভাল করিয়া কথা'—বলিতে বলিতে অভিমানে বালকের স্বর বদ্ধ হইয়া আসিল। সন্ন্যাসী বেদনা পাইলেন—বালকের নিকট সরিয়া গিয়া, তাহার মস্তকে হস্তস্পর্শ

করিয়া বলিলেন, "না পার্ব্বতী। তোমার উপর তো রাগ করি নাই। মন ভাল ছিল না, একটু অন্যমনা ছিলাম, তাই তোমার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিতে পারি নাই।' পার্ব্বতীর অভিমান পড়িল না—দ্বিগুণ গম্ভীর মুখে বলিল—"কিন্তু আমরা আর বেশীদিন এখানে থাকিব না—তাহা তো জানেন। এখন আপনার আর কাহারও সহিত কথা কহিতে হইবে না একা একা বেশ অন্যমনেই তো থাকিতে পারিবেন।' অত্যন্ত বেদনার স্থান স্পর্শ করিলে যেমন লোকের মুখ মুহূর্ত্তে বিবর্ণ হইয়া যায়, সন্ন্যাসীর মুখ সহসা তেমনি ম্লান হইয়া গেল, বালক ক্রীড়াচ্ছলে তাঁহার কোন বেদনার স্থান যে স্পর্শ করিয়াছে তাহা সে বালক, সে কি বুঝিবে। সন্ন্যাসী মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন 'হ্যাঁ—তাহা জানি পার্ব্বতী।' সন্ন্যাসীর হস্ত ধীরে ধীরে বালকের মস্তক হইতে কখন যে স্খলিত হইয়া পড়িল, তাহা তিনি জানিতেও পারিলেন না। তিনি অন্যমনে সেই অন্ধকারময় বনের দিকে চাহিয়াছিলেন। পার্ব্বতী তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সহসা ঈষৎ হাসিয়া ফেলিল। অন্ধকার গগন বক্ষে সহসা বিদ্যুৎ-স্ফুরণ সন্ন্যাসী দৃষ্টি ফিরাইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। দুষ্ট বালক তাহার সন্ধান যে অব্যর্থলক্ষ্য হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। এইবারে সে তাহার স্বাভাবিক মধুর কণ্ঠে বলিল—'ঠাকুরজী। এখান হইতে পুরুষোত্তম যাইতে কত দিন লাগে?"

সন্ন্যাসী একটু ভাবিয়া উত্তর দিলেন—"তাহাতো ঠিক্ বলা যায় না। তবে তোমার পিতার যেরূপ শরীর তাহাতে অল্প

যাওয়া অপেক্ষা তাঁহার পক্ষে কিছু বেশী সময় লাগিবারই সম্ভাবনা।'

'ছয় মাস ?—ইহা অপেক্ষাও কি বেশী দিন লাগিবে ?"

না, উনি যদি [illegible] থাকেন—শীতের প্রথমেও সেখানে পৌঁছিতে পার।

ধরুন ঐ দুই মাস, তাহার পরে ফিরিতেও না হয় ছয় মাস। বাবা হয় ত দিনকতক সেখানে থাকিতেও চাহিবেন। এই আগামী শীতের পর বৎসরের শীতের মধ্যেই আমরা নিশ্চয় এখানে পৌঁছিতে পারি, নয় কি ঠাকুরজী ?"

সন্ন্যাসী এইবার একটু ক্ষোভের হাসি হাসিলেন। সরল বালক কাল ও ঘটনা স্রোতকে এখন হইতেই ইচ্ছার বন্ধনে বাঁধিতে চায়। জানেনা যে মানুষ তাহার দাস মাত্র। তথাপি বালকের এই অযৌক্তিক অসম্ভাবিত ইচ্ছাতেও তাঁহার অন্তর কেমন যেন ঈষৎ সুখানুভব করিল। সেও তাহা হইলে এখানে অসুখে অনিচ্ছায় অবস্থার গতিতে মাত্র পড়িয়া নাই এখানে থাকিতে তাহার ভাল লাগিতেছে, নইলে কেন ফিরিতে চাহিবে ? কিন্তু বালক সে, বোঝে না যে তাহা হইবার নয়। চিন্তাকে আর অগ্রসর হইতে না দিয়া সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "এখানে আসিয়া কি হইবে পার্ব্বতী ?'

"কেন, আমি আপনার চেলা' হইব।"

সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া এইবার গম্ভীর মুখে বলিলেন তোমার পিতা বলিয়াছেন তাহা সম্ভব নয়। তোমার এই তরুণ

জীবন। অধ্যয়ন আদি এখনও কিছু হয় নাই, তোমার পিতা কোন উপযুক্ত গুরুর হস্তে হয়ত তোমায় সমর্পণ করিবেন। বিদ্যাশিক্ষার পর তোমায় হয়ত বিবাহ করিয়া গৃহী হইতে হইবে। এ পর্ব্বতবাসে তোমার তো কোন উপকার— পার্ব্বতী? এখানে আর কিছু দিন থাকিতে হইলেই হয়ত তোমার আর এস্থান ভাল লাগিত না। তোমাদের ন্যায় নবউন্মেষিত জীবনের বাসের উপযুক্ত স্থান এ তো নয়।" পার্ব্বতী সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল —"কেন নয়? আমি এইখানেই থাকিব। পুরুষোত্তম হইতে আমি নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিব। আপনি আমার গুরু হইবেন, আপনার কাছেই আমি অধ্যয়ন করিব।' সন্ন্যাসী হাসিলেন। "হাসিলেন যে। চেলা'কে গুরুই ত পাঠ দিয়া থাকেন। আমি হরদোয়ারে কত গুরু ও চেলা দেখিয়াছি।'

"তুমি আমার চেলা হইবে পার্ব্বতী?'

'তাহাই ত বলিতেছি।'

"তুমি যাঁহাদের কথা বলিতেছ, তাঁহারা মহান্ত বা পরমহংস। আমি নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসী। নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসীর চেলা' থাকিতে নাই।

বালক যেন সেকথা কানেই লইল না। বলিল, 'বৃষ্টি আসিতেছে, নীচে চলুন।" সন্ন্যাসী বলিলেন আমি এইখানেই থাকিব। অন্ধকার বাড়িতেছে তুমি এই বেলা শীঘ্র যাও। তখন হু হু শব্দে বায়ু আসিয়া বন্য পাদপদিগকে পর্ব্বতের অঙ্গে আছড়াইয়া ফেলিয়া নির্ঝরিণীর জলকে ইতস্তত উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছে, মেঘ ত্রিকূটের সর্ব্বোন্নত শিখরে যেন লগ্ন হইয়া

দাঁড়াইয়াছে, ঝম্ ঝম শব্দে বৃষ্টিও আসিয়া পড়িল। বালক সগর্ব্বে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "মনে করিবেন না যে বৃষ্টি বা ঝড়ের ভয়ে আপনার গুহার মধ্যে আশ্রয় চাহিব। আমি ইহার মধ্যে ফিরিয়া যাইতে পারি।' সেই বৃষ্টিধারা প্লাবিত শিলাময় পথে বায়ুবেগে ইতস্তত সঞ্চালিত পাদপ ও লতার শাখা ধরিয়া বালক বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে পর্ব্বত অঙ্গে অবতরণ করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী ডাকিলেন 'পার্ব্বতি—পার্ব্বতি! ফিরিয়া এসো।" বালক ফিরিল না কি বা বায়ুর শব্দে সে কথা তাহার কর্ণেই প্রবেশ করিল না। সন্ন্যাসী দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া তাহাকে ধৃত করিলেন "অবাধ্য বালক! বিপদের ভয় নাই?" প্রকৃতির সেই তুমুল বিপ্লবের মধ্যে তড়িৎপ্রভার মত হাসি দুরন্ত বালকের ওষ্ঠে খেলিয়া গেল—"আমরা যে আর বেশি দিন এখানে থাকিব না, তাহা কেন আপনার মনে থাকে না?"—বালক ফিরিল না, পর্ব্বত বাহিয়া নামিতে লাগিল, অগত্যা সন্ন্যাসী তাহার সঙ্গেই চলিলেন। মুহুর্মুহু তিনি তাহার পতন শঙ্কায় হস্তপ্রসারিত করিয়া বালককে ধরিতে যাইতেছিলেন কিন্তু সে গর্ব্ব ও জয়ের হাসি হাসিয়া তাঁহার সে সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিতেছিল।

নিম্নস্তরে গুহার নিকটে পৌঁছিয়া বালক ভিতরে প্রবিষ্ট হইলে সন্ন্যাসী একটা শিলার নিম্নে আশ্রয় লইয়া দাঁড়াইলেন। পর্ব্বতের সর্ব্ব অঙ্গ বাহিয়া তখন নির্ঝরিণীর আকারে মেঘ গলিত জলস্রোত কল্ কল্ ঝর্ ঝর শব্দে নিম্নাভিমুখে ছুটিতেছিল। প্রবল বৃষ্টিপাতে বায়ুর প্রকোপ তখন কমিয়া গিয়াছে, বৃক্ষ লতা সব স্থির হইয়া

দাঁড়াইয়াছে। ঘন মেঘ পাহাড়ের উপরে ধূমের আকারে নামিয়া তাহার শিখরদেশে অনবরত জল ঢালিতেছে। সন্ন্যাসী সম্মুখস্থিত গুহা দ্বারে চাহিয়া দেখিলেন—বালক বোধ হয় তাহার পিতার তিরস্কারে দ্বিগুণ অভিমানে মুখ অন্ধকার করিয়া সেইখানে বসিয়া সিক্ত কেশগুলা লইয়া অঙ্গুলীতে জড়াইতে জড়াইতে এক একবার অভিমানভরা দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিতেছে। অন্ধকার আকাশে বিদ্যুৎ স্ফুরণের মত তাহার কৃষ্ণ কেশের মধ্যে চলন্ত অঙ্গুলীপ্রভা এবং সেই দৃষ্টি অন্ধকার গুহার মধ্যে খেলিয়া বেড়াইতেছে, দেখিতে দেখিতে বালকের সেই অভিমানও যেন সেই বৃষ্টিধারার সঙ্গে গলিয়া মিশিয়া জল হইয়া গেল। হাসি মুখে তখন সে গুহার ভিতরে পিতার নিকটে সরিয়া গেল। ধারা কমিয়া আসিয়াছে দেখিয়া সন্ন্যাসীও আবার নিজ নির্দ্দিষ্ট গুহায় উঠিয়া গেলেন।

শরতের প্রারম্ভেই লছমীপ্রসাদ পুরুষোত্তম যাত্রা করিলেন। অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির বিমল অশ্রু ফেলিতে ফেলিতে বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর নিকটে বিদায় লইলেন কিন্তু পার্ব্বতীর একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব। উত্তেজনার কয়েকটা অস্বাভাবিক দীপ্তি তাহার মুখে চোখে যেন জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। যাত্রার জন্য সে পিতাকে পুন পুন সত্বর হইতে বলিতেছিল। বিদায়কালোচিত কৃতজ্ঞতা সূচক অভিভাষণের বয়স যদিও তাহার হয় নাই, কিন্তু এজন্য একটু বিষণ্ণ ভাব কি বা একফোটা অশ্রুও তাহার চক্ষে দেখিতে না পাইয়া, তাহার পিতা যেন সন্ন্যাসীর কাছে লজ্জিত হইয়া পড়িল। সন্ন্যাসী যে বালককে অনেক খানিই ভালবাসিয়াছেন তা বৃদ্ধ

বেশ জানিত, এক্ষণে পুত্রের এই নিষ্ঠুর ব্যবহারে, ক্ষুণ্ণ ও ঈষৎ অসহিষ্ণু ভাবে বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে সহসা কি যেমন বলি বলি করিয়া বলিল—'উহাদের জাতই এইরূপ, উহারা বড় চঞ্চল, স্নেহের প্রকৃত সম্মান জানে না।'—সন্ন্যাসী বৃদ্ধকে বাধা দিয়া সহাস্যমুখে বলিলেন, বালক ও পাহাড়িয়া হরিণে কোন্ প্রভেদ নাই। উভয়কেই ভাল না বাসিয়া উপায় নাই, উভয়েই স্নেহের পাত্র কিন্তু উভয়েই বন্ধন মানে না সেজন্য দুঃখের কোন কারণ নাই উহাই উহাদের প্রকৃতি।" বালক এইবারে পিতাকে যেন ঠেলিয়া লইয়া চলিল। সন্ন্যাসী নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সন্ন্যাসীর সঙ্গে বহুবার নিম্নে গমনাগমন করিয়া পার্ব্বতী বনপথ বেশ ভাল রূপেই চিনিত। পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর মত চপল গতিতে পার্ব্বতী বৃদ্ধের অগ্রে অগ্রে পোটলা স্কন্ধে ছুটিয়া চলিল। তাহার চঞ্চল কেশগুচ্ছযুক্ত ক্ষুদ্র মস্তক এবং বৃহৎ 'মুরাঠা" বাঁধা বৃদ্ধের শির শীঘ্রই সন্ন্যাসীর দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া গেল, বৃদ্ধ পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া চাহিতে গিয়া শিলাখণ্ডে 'ঠোক্কর খাইয়াছিলেন, কিন্তু বালক একবারও পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিল না।

তাহারা দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে সন্ন্যাসী তাঁহার নবনির্দ্দিষ্ট গুহায় উঠিয়া যাইবেন মনে করিতেছেন এমন সময়ে পুনর্ব্বার পদশব্দ হইল। পদশব্দ অদ্য ছয়মাস যে তাঁহার অত্যন্ত পরিচিত। সন্ন্যাসীর দ্রুতবাহিত বক্ষস্পন্দনের সমতালেই সেই পদশব্দের তাল ও লয় হইতেছে। ঊর্দ্ধগতি হরিণীর মত সেই ছুটিয়া আসিতেছে।

সন্ন্যাসী চেষ্টার সহিত একটু হাসিয়া বলিলেন 'ফিরিলে যে?' 'একটি জিনিষ ভুলিয়া ছিলাম।' পার্ব্বতী তেমনি দ্রুতপদে গুহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তখনি আবার বাহিরে আসিল। হস্তে শুষ্কপত্রের মত কি একটা দ্রব্য মুঠায় ধরা। সন্ন্যাসী বলিলেন, 'কি জিনিষ?' সে কথার উত্তর না দিয়া পার্ব্বতী গুহার সম্মুখে যেন থমকিয়া দাঁড়াইল। একপার্শ্বে একটি অগ্নিযুক্ত কাষ্ঠ ধীরে ধীরে ধূমাইতেছিল পার্ব্বতী নিকটস্থ একখানা বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড টানিয়া সেই অগ্নিতে সংযোগ করিয়া দিতে দিতে অবিকৃত হাসি মুখে বলিল এই ধূম লক্ষ্য করিয়াই ত আমরা এইদিকে আশ্রমের খোঁজে আসিয়াছিলাম। আপনার এই ধূনীতে তো সর্ব্বদাই আগুন থাকে দেখিবেন যেন ইহার অগ্নি না নিবে। এক বৎসর কি দেড় বৎসর পরে যখন আসিব, তখন 'ডেরা' খুঁজিতে তাহা হইলে আর কষ্ট পাইতে হইবে না। এই ধূম দেখিতে পাইলেই পাহাড়ের পথ খুঁজিয়া পাইব। কেমন? এ কথাটি মনে রাখিবেন ত?—ইহার অসম্ভাব্যতার বিষয়ে শত উত্তর সন্ন্যাসীর মনে উদয় হইলেও তিনি নীরবে শুধু ঘাড় নাড়িলেন, পার্ব্বতী আর বাক্যব্যয় না করিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল, মুহূর্ত্ত সময়ও যেন তাহার নষ্ট করিলে চলিবে না।

ধীরে ধীরে কাঁপিতে কাঁপিতে সন্ন্যাসী সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন। পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া তাহাদের গতিপথ লক্ষ্য করিবার যে ইচ্ছা কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে মনে জাগিয়াছিল, সে ইচ্ছা মুহূর্ত্তে যেন স্পন্দনশক্তিহীন হইয়া তাঁহাকে বিকলাঙ্গ করিয়া দিল।

সমস্ত শরীরে একটা কম্প, ভয়ানক শীত করিতেছে, অথচ কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া যে গুহামধ্যে প্রবেশ করিবেন, এমন ক্ষমতা নাই।

প্রদোষে যখন সন্ন্যাসী তাঁহার উপরের গুহায় যাইতেছিলেন তখন একবার নিম্নে চাহিয়া দেখিলেন, ছয়মাস পূর্ব্বে এই পার্ব্বত্য-ভূমি যেমন নিস্তব্ধ গম্ভীর মুখে অটল মহিমায় দণ্ডায়মান থাকিত, আজ আর তেমন নাই। আজ তাহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন কাহার কলহাস্য বাজিতেছে নির্ঝরিণীর কলস্বরে কাহার অবাধপ্রবাহিত কলকণ্ঠধ্বনি। বনের শাখাপ্রশাখার অন্তরালে ঐ যেন কাহার কুঞ্চিত কেশযুক্ত ক্ষুদ্র মস্তক, শুভ্রসুকুমার করলতা চকিতে খেলিয়া আবার তখনই বনান্তরালে অদৃশ্য হইতেছে। সমস্ত পর্ব্বত অঙ্গেই সে যেন মিশিয়া রহিয়াছে। অথচ ঐ যে পর্ব্বত বক্ষে তাহার আবাসস্থলটি, কয়েক খণ্ড শিলায় আবদ্ধা ঐ যে নির্ঝারণী ধারা ও তাহার শিলাময় ঘাট, গুহাদ্বারের ঐ যে সোপান সমন্বিত বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড, ঐ যে বালঅশ্বত্থটি যাহার সঙ্গে তাহার হস্তের শতচিহ্ন রহিয়াছে, উহারই অঙ্গে তাহার হরিদ্রাভ বস্ত্রখানি শুকাইত—শূন্য—সব শূন্য। নাই—সেখানে সে নাই তবু কেন এমন ভ্রম হইতেছে? কেন মনে হইতেছে সে যায় নাই। বনের মধ্যে কোথায় লুকাইয়া আছে, এখনি তাঁহার বক্ষস্পন্দনের সমতালে পা ফেলিতে ফেলিতে ছুটিয়া আসিবে। একি এ—ভ্রান্তি?

গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী পর্ব্বতনিম্নস্থ বনতলের প্রতি চাহিলেন। বনাচ্ছাদনে পথ দৃষ্ট হইবার উপায় নাই, তথাপি

বহুদিনের গতরাত্রের অনুভব সন্ন্যাসী বনতল দিয়া, সেই পথ যেখানে দূর প্রান্তরে মিশিয়াছে, সেই দিকে বহুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। কেহ নাই, কিছু নাই —প্রান্তর মনুষ্য চিহ্ন বর্জ্জিত।

প্রভাতে তাহারা যাত্রা করিয়াছে, এখন প্রদোষ। যাত্রার প্রথম উত্তেজনা ও উৎসাহে তাহারা এখন কতদূরই চলিয়া গিয়াছে। সন্ন্যাসী অস্তগামী সূর্য্যের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, পর্ব্বতের অন্তরালে ধীরে ধীরে তিনি মুখ লুকাইতেছেন। তাঁহার আরক্তিম বর্ণেও অদ্য এ কি বিবর্ণতা।

তারাচন্দ্রসজ্জিতা রজনী সেই শিলাতলে উপবিষ্ট সন্ন্যাসীর মস্তকের উপর দিয়া নি শব্দে চলিয়া গেল, আবার প্রভাত অরুণ ত্রিকূটের অঙ্গে আলোক ধারা মাখাইয়া উদিত হইলেন। নির্ঝর-স্নাত সন্ন্যাসী উঠিয়া সূর্য্যের আবাহন করিলেন মনে হইল বনের মধ্যেও কে যেন লুকাইয়া লুকাইয়া অন্য দিনের মত সূর্য্যের বন্দনা গায়িতেছে। দুখানি কোমল বাহু উৎক্ষিপ্ত করিয়া আরক্তিম করতল পাতিয়া 'এহি সূর্য্য' বলিয়া সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিতেছে। সে কোথায়? নিম্নস্থ গুহাদ্বার হইতে তাহারই করস যুক্ত বহ্নির অস্পষ্ট ধূম এখনও একটু একটু উঠিতেছে। সন্ন্যাসী ধ্যান করিতে গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

যখন নামিয়া আসিলেন, তখন বেলা দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত। শূন্য হতশ্রী গুহার দ্বারে বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ডের ধ্বংসাবশিষ্ট ভস্মস্তূপ মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে, ধূম রেখা নাই। সন্ন্যাসীর অন্তরটি সহসা ধক করিয়া একটা গুরুস্পন্দন জানাইল।—তবে কি অগ্নি 'নবিয়া

গিয়াছে ? সে যে বলিয়া গিয়াছে—সেই বালকোচিত প্রার্থনা মন আর উচ্চারণ করিতে অগ্রসর হইল না, কিন্তু অন্যমনে সন্ন্যাসী সেই ভস্মরাশি নাড়িয়া দেখিলেন, সামান্য একটু কাষ্ঠ খণ্ডে ভস্মাচ্ছাদিত অবস্থায় অগ্নি তখনও জাগিয়া রহিয়াছে। অন্যমনেই সন্ন্যাসী আর একখানা শুষ্ক গুড়ি কাষ্ঠ টানিয়া লইয়া সেই অগ্নিতে সংযোগ করিয়া দিলেন।

তাহার পরে শরৎ—হেমন্ত—শীত—অতীত হইয়া আবার সেই বসন্ত পার্ব্বত্য বনভূমিতে উপস্থিত হইল, কিন্তু কোথায় এবার তাহার সেই রূপ। তাহার পত্রপুষ্পে কোথায় সে রা।। কোথায় সে সুগন্ধ।

নিদাঘ কাটিয়া বর্ষা আসিয়া আবার পর্ব্বত শিখরে দাঁড়াইল।

সন্ন্যাসী সেই সদ্য প্রজ্বলিত ধুনীটি গুহার ঈষৎ অভ্যন্তরে টানিয়া লইলেন জলধারায় তাহার অগ্নি না নিবিয়া যায়।

বর্ষচক্র ঘুরাইয়া শরৎ—হেমন্ত ক্রমে শীত আসিল, উদ্বেগে এবং মানসিক উত্তেজনার চাঞ্চল্যে সন্ন্যাসী ক্রমেই যেন শীর্ণ হইতেছিলেন। প্রভাতে প্রদোষে দ্বিপ্রহরে প্রায় সর্ব্বক্ষণই তিনি নিজ গুহা সম্মুখস্থ শিলাখণ্ডের উপরে বসিয়া প্রান্তর পানে চাহিয়া থাকিতেন আর নিম্নস্থ গুহা হইতে সেই দেড় বৎসরের অনির্ব্বাণ-অগ্নি ধূমরাশি দ্বিগুণতর করিয়া শূন্যপথে প্রেরণ করিতে থাকিত। হায়, এ কি বাসনার ইন্ধন সে তাহাতে সংযোগ করিয়া দিয়া গিয়াছে, যাহার প্রভাব সংক্রামক রোগের মত সন্ন্যাসীর অন্তরের একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন জোর করিয়া নিত্য তাঁহাকে সেই অগ্নির পোষণ-

বস্তু যোগাইতে সাধ্য করিয়াছে। সে আসিবে মনে করিতেও সন্ন্যাসী অন্তরে যেন একটা কম্পন অনুভব করিতেন কিন্তু সে কম্পন আনন্দ কি বা ভয়ের তাহা যেন তিনি সব সময়ে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। তাঁহার নিঃসঙ্গ অনাসক্ত জীবনের উপরে সেই বালকের এই প্রচণ্ড প্রভাব লক্ষ্য করিয়া এক্ষণে তিনি যেন তাহাকে একটু ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এক একবার যেন মনে হয়, সে আর না আসিলেই মঙ্গল। শীত যতই বাড়িতে লাগিল সন্ন্যাসীর ততই মনে হইতে লাগিল, এইবার সে নিশ্চয়ই আসিতেছে আজ কালই সে আসিবে, ততই তাঁহার মনে এই ভয় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বাতাস একটু জোরে বহিলে কি বা কোন শব্দ হইলেই মনে হইত, ঐ বুঝি সে আসিল, ঐ তাহার পায়ের শব্দ, ঐ তাহার নিশ্বাস। উত্তেজনার অশান্তিতে সন্ন্যাসী দিন দিন শীর্ণ ও অসুস্থ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এক একটি শান্ত প্রভাতে ধ্যানভঙ্গের পর তিনি আন্তরিক ভাবে প্রার্থনা করিতেন —আর যেন সে না আসে, বালক যেন তাহার সে ইচ্ছা ভুলিয়া যায়, কিন্তু সেই অনির্ব্বাণ অগ্নিকুণ্ডের পানে চাহিলেই তিনি বুঝিতে পারিতেন, আসিবে—সে নিশ্চয় আসিবে। তাহার সেই অদম্য ইচ্ছার ধূনীতে কাষ্ঠ নিক্ষেপ না করিয়া তাঁহার গত্যন্তর নাই।

শীত অতীত হইয়া আবার বসন্ত আসিল সে আসিল না। বুঝি সন্ন্যাসীর প্রার্থনা সফল হইয়াছে, বালক তাহার সে ইচ্ছাকে ভুলিয়া গিয়াছে। এতদিন সে আর একটু বড়ও হইয়াছে, বুঝিয়াছে যে, সে সংকল্পটা নিতান্তই বালকোচিত। তাহাতে

[illegible] ই সম্পূর্ণ [illegible]। হয়ত ত্রিকূটের কথা তাহার তরুণ তরল মনে এখন আর উদয়ই হয় না। সন্ন্যাসী স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেটা যেন বুকে আটকাইয়া রহিল,—নাসা[illegible] অগ্রসর হইল না।

বসন্তের পরে গ্রীষ্ম আসিল। সন্ন্যাসী দেখিলেন, বসন্তের নবীন সাজকে শুষ্ক, দগ্ধ এব ভস্মসাৎ করিয়া নিদাঘ রুদ্রপ্রতাপে নেত্রানল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রকৃতির শ্যামল আবরণ ও সেই পাষাণহৃদয়োত্থিত স্নেহধারা শুষ্ক বিশীর্ণ, লুপ্তকায় হইয়া পড়িতেছে।

আবার বর্ষা। দগ্ধ দেহের কালিমাও ভস্ম নি[illegible] মুছিয়া দিয়া আবার বনতল শ্যামশোভায় ভরিয়া গে[illegible] নির্ঝরিণী নবজীবন লাভ করিল। দগ্ধ তাম্রবর্ণ দিগ[illegible] তাহার স্নেহধারা সঞ্চিত স্নিগ্ধ শ্যাম সজল আভায় নি[illegible] বক্ষ হৃদয় নয়নকে শীতল করিয়া দিল। দেবতার কর[illegible] ধারায় ধারায় আশীর্ব্বাদ বারি জগতের মস্তক ও বুকের উপর পড়িতে লাগিল। সন্ন্যাসী স[illegible] শয়াপন্ন হইলেন। ক্ষণে ক্ষণে প্রকৃতির এ কি বিরোধী ভাব। এই যেন সে অনুতাপে ক্ষোভে হৃদয়স্থ সমস্ত কোমল প্রবৃত্তিকে দগ্ধভস্ম করিয়াই ফেলিয়াছিল—আবার তাহার ঐ কি রূপান্তর। যাহাকে পুড়াইয়া ফেলিয়াছে তাহাকেই আবার বাঁচাইতে এ কি অজস্র স্নেহাশ্রু নিষেক। কই—এত অগ্নিতেও তাহার বক্ষ উপ্ত সেই মায়ার বীজকে সে তো ধ্বংস করিতে পারে নাই [illegible] সে তো আবার নবজীবন পাইয়া তেমনি ফলেফুলে

সুশোভিত হইয়া উঠিতেছে,—উঠিবে। তবে এ সবই তাহার ক্রীড়া মাত্র। হায় প্রকৃতি! তোমার যাহা ক্রীড়া দুর্ব্বল মানবের পক্ষে তাহা যে একেবারেই প্রাণান্তকর। তাহারও অন্তরের ফুল ফুল স্নেহ, আশা—সব একদিন নিঃশেষ হইয়া যায়—অমনি করিয়া পোড়ে—কিন্তু কই, তোমার মত তো আর তাহারা বাচিয়া উঠে না। তাহার শেষ যে একেবারেই নিঃশেষ হওয়া।

বহুদিনের নির্মেঘ আকাশে সহসা সে দিন প্রবল মেঘ করিয়া আসিয়া সন্ন্যাসীর শুষ্ক চক্ষু ও শীর্ণ দেহ ভাসাইয়া দিয়া তাঁহাকেও যেন প্রকৃতির মত শীতল করিল। শীর্ণতা ও অসুস্থতা গিয়া ক্রমে তিনি সবল হইতে লাগিলেন।

কালরাত্রি খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। সন্ন্যাসী নিজ গুহা হইতে নামিয়া নিম্নস্থ গুহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে তাঁহার বোধ হইল রাত্রির প্রবল বৃষ্টিপাতে পূর্ব্বদিন দত্ত কাষ্ঠখণ্ডগুলি পুড়িয়া নিঃশেষ ভস্মরাশি হইয়া বহিয়া গিয়াছে। ধূনীর অগ্নি অদ্য একেবারে নির্ব্বাপিত।

নিবিয়াছে?—অদ্য দুই বৎসর যাহার প্রবল ইচ্ছাশক্তিতে সন্ন্যাসী নিজের অনিচ্ছায়ও সাগ্নিকের ন্যায় সেই অগ্নি রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন,—তাহার সমিধ যোগাইয়া আসিয়াছেন, অদ্য দুই বৎসরের সেই বাসনার সন্ধুক্ষিত অগ্নিহোত্র আজ নিবিয়াছে? তাঁহাকে স্বেচ্ছায় নিষ্কৃতি দিয়াছে। কেহ জোর করিয়া নিবায়

নাই। আর এ মিথ্যা স্তোকের প্রয়োজন নাই বুঝিয়া প্রকৃতিই অদ্য তাঁহার প্রতি এই দয়া প্রকাশ করিয়াছেন। মুক্তির গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া সন্ন্যাসী অবশিষ্ট ভস্মগুলি একদিকে নিক্ষেপ করিলেন ও নির্ঝর হইতে কলসে করিয়া জল আনিয়া গুহাতল সম্পূর্ণরূপে ধৌত করিলেন। যেন তাহার স্মৃতি পর্য্যন্ত পর্ব্বত গাত্র হইতে অদ্য তিনি ধুইয়া মুছিয়া দিলেন। তাঁহার মনে হইল পর্ব্বত অদ্য ভরত রাজার মত মৃগস্নেহান্ধতার ফলভোগ স্বরূপ কালব্যাপী জড়ত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিল। তাহার পাপই যদি হইয়া থাকে তো অদ্য তাহার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইয়াছে ঐ ধ্বনীর আপনা হইতে নির্ব্বাণই তাহার প্রমাণ। সন্ন্যাসী আজ বহু দিন পরে পূর্ব্বের মত নিজের আশা তৃষ্ণা, স্মৃতি চিন্তাহীন, মায়াবন্ধহীন নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসিত্বকেও যেন অনুভব করিলেন।—এতদিন ভয়ে তিনি সে গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই।—মনে হইত, এখনি সে কোন্ নিভৃত স্থান হইতে 'ঠাকুরজী" বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া জানু জড়াইয়া ধরিবে। অদ্য আর সে কথা মনে হইল না। সন্ন্যাসী নিজের আসন ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সেই গুহায় বহিয়া আনিয়া পূর্ব্বের মত স্থাপিত করিলেন এবং স্নানান্তে ধ্যানে বসিলেন।

ধ্যানভঙ্গের পর যখন উঠিলেন, তখন সূর্য্য পশ্চিম আকাশে গিরি অন্তরালে অস্তমিত। গুহামধ্যে প্রায় অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছে—বাহিরে প্রদোষের স্তিমিত আলোক। বহুদিন তিনি এমন গভীর ভাবে ধ্যানমগ্ন হইতে পারেন নাই। শান্তিতৃপ্ত

অন্তরে সন্ন্যাসী গুহার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেই কোমল মৃদু আলোকে শিলাপট্টে পা ঝুলাইয়া বসিয়া ও কে। রুক্ষ কেশের রাশি তাহার অঙ্গস্থ গৈরিক বসনের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সায়াহ্নে আকাশতলে [illegible] যেন মূর্ত্তিমতী জ্যোতির্ম্ময়ী প্রাবৃট সন্ধ্যা। সন্ন্যাসীর পদশব্দে সে মুখ ফিরাইতেই সন্ন্যাসীর বোধ হইল সেই সন্ধ্যার ললাটে দুইটি অতি উজ্জ্বল বিশাল জ্যোতিষ্ক ফুটিয়া উঠিয়া, তাহার মধুরোজ্জ্বল রশ্মি প্রভায় তাঁহার অন্তস্থল পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়া তুলিল। বিস্ময়ে একটা অজানিত পুলকে তাঁহার সমস্ত শরীর যেন স্তব্ধ ও কণ্টকিত হইয়া উঠিল। কি এ। কে এ। সান্ধ্য রবিকরোজ্জ্বল চলন্ত সুবর্ণ মেঘখণ্ডের ন্যায় সে সন্ন্যাসীর নিকটে আসিবামাত্র তাহার অধরাষ্ঠ হইতে একটা 'প্রভা তরল জ্যোতি।' ছটা ছুটিয়া আসিয়া সন্ন্যাসীর চক্ষে লাগিল এব সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী সমস্ত দেহমনে চমকিয়া উঠিলেন 'কে এ। কার এ হাসির বিদ্যুৎ বিভ্রম?'

ঠাকুরজী।"

'কে তুমি? কে? তুমি কে?'

উত্তর না দিয়া সে সন্ন্যাসীর চরণতলে নত হইল তাহার পরে সম্মুখে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইতেই সন্ন্যাসী চিনিলেন, হাঁ—সেই মুখই বটে। কিন্তু তবু এতো সে নয়। এই দুই বৎসরে তাহার একি বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন। সন্ন্যাসী স্খলিতকণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন, "পার্ব্বতি?—না,—তবে কে তুমি? পার্ব্বতীরই মত, অথচ সে

নও—কে তুমি—তবে?" সে কথারও কোন উত্তর না দিয়া—সেই গৈরিক বসনা সন্ন্যাসীর পানে পুনর্ব্বার দৃষ্টি স্থির করিয়া বলিল—"কই আপনি ত ধূনী জ্বালিয়ে রাখেন নাই? আজ সমস্ত দিন আমি এই পাহাড়তলীতে পথ খুঁজিয়া কত কষ্ট পাইয়াছি।'

হা সেইই বটে। ঐ যে পর্ব্বত-অঙ্গে তাহার আগমনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সমস্ত পার্ব্বত্য প্রকৃতি, স্থির ভাবে অদ্য দুই বৎসর পরে সেই স্বরসুধা পান করিতেছে। পূর্ব্বের তরলতা লুপ্ত হইয়া একটি মধুর স্নিগ্ধভাবে সে স্বর যেন এখন অধিকতর মোহময় হইয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যানিলসম্বলিত বনের [illegible] হারান ধনটিকে বক্ষে চাপিয়া লইবার জন্যই [illegible] উঠিল। পর্ব্বতের অঙ্গেও এক শ্যাম স্নিগ্ধ [illegible] হইয়া তাহার [illegible] নিধিকে যেন অঞ্চলে ঢাকিয়া [illegible] হায়,—কাহাকে ধরিতে তাহাদের এই স্নেহ ব্যা[illegible] এই বক্ষ বিস্তার।—'আসিয়াছে, সে আসিয়াছে। [illegible] মনে নির্ঝরিণীর এই আনন্দোচ্ছল কলধ্বনি। যাহার আগমন প্রত্যাশায় তাহারা অদ্য দুই বৎসর অন্তরে বাহিরে পথ চাহিয়া আছে, সে আজ আসিয়াছে বটে, কিন্তু তবু এ বুঝি সে নয়। সে যে বুকে ধরিবার বস্তু—স্পর্শক্ষম রত্ন, আর এ কি? এ যে প্রজ্বলিত অনল শিখা। তাহার স্বর তাহার মুখ তাহার হাসি তাহার নাম লইয়া আজ এ কে আসিল? কেন আসিল? এই ব্যগ্রবুকে তাহাকে একবার টানিয়া শিরোঘ্রাণ লইবারও যে উপায় নাই, এযে স্পর্শেরও অতীত। সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে সেই শিলাপট্টের

তড়িৎ স্পর্শ করিল।—কেন? আপনার কাছে না আসিয়া তবে কোথায় যাইব?"

সন্ন্যাসী মস্তক নত করিলেন, মৃদুস্বরে বলিলেন, "তোমার পিতা কি তোমার কোন ব্যবস্থা করিয়া যান নাই? সেখানে ত তোমরা প্রায় ছয়মাস ছিলে, সেখানে কাহারও সহিত কি তোমাদের পরিচয় হয় নাই? কাহারও আশ্রয়ে কি তোমাকে রাখিয়া যান নাই?"

'রাখিয়া গিয়াছিলেন।"

'তবে? তাহারা কি তোমায় যত্ন করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে নাই?"

"কেন করিবে না? আমি সেখানে থাকিব কেন? আমি না থাকিলে তাহারা কি আমায় জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারে?

'কেন এমন কাজ করিলে?"

কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক থাকিয়া পার্ব্বতী উত্তর দিল, বেশ করিয়াছি।" তাহার ব্যথিত ক্রোধপূর্ণ স্বর শুনিয়া সন্ন্যাসী পার্ব্বতীর পানে চাহিলেন, সন্ধ্যার অন্ধকার বৃক্ষতলে ঘনতর হইতেছিল, মুখ দেখা গেল না। সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, 'তোমাকে আমার নিকট রাখিবার যে উপায় নাই, তাহা ত তোমার পিতার মুখেই শুনিয়াছ।"

"আমি সে কথা মানি না। আমি আপনার 'চেলা' হইব, তাহাতো আপনাকে বলিয়া গিয়াছিলাম।"

"তুমি স্ত্রীলোক।"

"হইলাম বা। কত সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসিনী শিষ্যা থাকে।'

"কাজ বড়ই অন্যায় করিয়াছ। তোমাকে আবার হয় পুরুষোত্তমে, নয় পূর্ব্ব বাসস্থান হরিদ্বারে ফিরিয়া যাইতে হইবে।"

"এই সুদীর্ঘ পথ ভাঙ্গিয়া আবার আমি ততদূরে ফিরিয়া যাইব।"

"হাঁ।"

'যাইতে পারিব কেন?"

"তা তুমি পারিবে।"

"যদি না যাই?—তাড়াইয়া দিবেন,—কেমন?'

সন্ন্যাসী একটু হাসিয়া অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "হুঁ।

'আজই? এখনই কি? দেন তবে—"

বলিতে বলিতে পার্ব্বতী উঠিয়া দাঁড়াইল।

সন্ন্যাসীর বোধ হইল, যেন সেই কঠিন পর্ব্বতপ[illegible] কা[illegible] ও স্তব্ধ হইয়া পড়িতেছে, নির্ঝরিণীর কলধ্বনি এ[illegible] '—বায়ুস্পন্দহীন।—পূর্ব্ব আকাশে অর্দ্ধোদিত চন্দ্র এবং গগনের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তারকাপুঞ্জও স্থির চক্ষে যেন এই ব্যাপারের শেষ প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। সন্ন্যাসী কথা কহিলেন, যেন বহুদূর হইতে রোদনধ্বনি ভাসিয়া আসার মত সে শব্দ,—'তুমি বোধ হয় সমস্ত দিন কিছু খাও নাই?'

'তাহাতে কি। আমার এমন কতদিন যায়।"

'আজ তাহা উচিত নয়, কেন না এ আশ্রমে তুমি আজ অতিথি। পার্ব্বতি। তোমার ঝরণার জলে স্নান করিয়া এস।"

আপনি ব্যস্ত হইবেন না। আমার তেমন ক্ষুধা বোধ হয় নাই।"

আমার কিন্তু হইয়াছে, পার্ব্বতি। আমিও সমস্ত দিন কিছু খাই নাই। আজ ফলাহরণ করিতে পারি নাই কিন্তু আজ খাদ্য আছে। আমি আলোক জ্বালি তুমি স্নান সারিয়া লও।'

সন্ন্যাসী গুহার মধ্যে গিয়া কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণে বহু চেষ্টায় অগ্নি জ্বালিলেন। এ দুই বৎসর আর এ শ্রম স্বীকার করিতে হয় নাই। আজ দুই বৎসর যাহার হস্ত প্রজ্বলিত অগ্নি এই গুহার বুকে তাহার স্মৃতির সঙ্গে দিবারাত্র ধূমাইয়াছে, আজ তাহারই এখানে স্থান নাই বুঝি তাহাকে এখানে প্রবেশ করিতে দিলেও প্রত্যবায় আছে। হায় প্রভু শঙ্করাচার্য্য। যে নারীজাতির দোষের কথা বলিতে তুমি 'অচতুর্বদনো ব্রহ্মা' হইয়াছ, পার্ব্বতী সেই জাতি। প্রাণিগণের শৃঙ্খলস্বরূপা নরকের দ্বারকর্থিতা হেয় নারী সন্ন্যাসীর পক্ষে বুঝি দয়ারও অযোগ্যা সে।

সন্ন্যাসী বাহিরে আসিয়া দেখিলেন পার্ব্বতী সেই এক ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে—নড়ে নাই—সরে নাই। বুঝিলেন বালিকার পক্ষে আঘাতটা অত্যন্ত গুরুতর হইয়াছে। তাহার এই দারুণ অধ্যবসায় ও পথকষ্টের প্রথম সাফল্যলাভের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে এতটা আঘাত দেওয়া উচিত হয় নাই। আজই তাহাকে ফিরিবার কথা বলায় অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা প্রকাশ হইয়াছে। এ কার্য্যটি তাঁহার সন্ন্যাসধর্ম্মের উপযোগী হইলেও যে মহান ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া একদিন তিনি তাহাদের আশ্রয় দিয়াছিলেন, বহুদিন স্নেহযত্ন

দেখাইয়াছিলেন, সেই মানব ধর্ম্মের উপযুক্ত হয় নাই। সে ধর্ম্ম অদ্য নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হইতেছে। আর আজ যদি সেই বালক পার্ব্বতী এমনি করিয়া ছুটিয়া আসিত, তাহা হইলে কি তিনি তাহাকে এমন কঠিন কথা বলিতে পারিতেন বা দূরে ঠেলিয়া দিতে পারিতেন। হায় কেন তাহা হইল না? কেন তাঁহার সেই সুখস্পর্শ কিশোর চন্দ্রটি এমন জ্বলিত হুতাশন রূপ ধারণ করিল? যাক্ সে খেদ, সে স্নেহবন্ধনও যে এইরূপে কাটিয়া গেল, সে ভালই হইল। কিন্তু তথাপি এ ত সেই পার্ব্বতী [illegible] জন্য আজ দুই বৎসর—না, তাহাকে নিকটে রাখা হ[illegible] মিষ্ট কথায় অন্তত আগামী কল্য ইহা বুঝাইয়া দি[illegible]। আজ তাহার দূর[illegible] পথশ্রমাপনোদনের জন্য আতিথ্য [illegible] —সস্নেহ—ব্যবহার প্রদর্শনই—কর্ত্তব্য ছিল। সন্ন্যা[illegible] পার্ব্বতি! স্নানে যাও।—পার্ব্বতী নড়িল না—উ[illegible]। তখন কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় আদর [illegible] কণ্ঠে সন্ন্যাসী ডাকিলেন, পার্ব্বতিয়া! কথা শুনিবে না?"

মুহূর্ত্ত পতনশীলা পার্ব্বত্য প্রবাহিণীর ন্যায় তীব্র বেগে পার্ব্বতী তাঁহার নিকটে ছুটিয়া আসিল। দুই বৎসর পূর্ব্বের ন্যায় অসঙ্কোচ ক্ষিপ্রহস্তে সন্ন্যাসীর দুই হস্ত ধরিয়া ফেলিয়া আকর্ষণ করিতে করিতে এবং নিজেও পশ্চাতে হেলিয়া পড়িয়া পাছু হটিতে হটিতে বলিল বলুন—আমায় এই পাহাড়ে থাকিতে দিবেন? বলুন তাড়াইয়া দিবেন না? বলুন, নহিলে আমি কিছুই খাইব না। খাইব ত নাই, কিন্তু এইখানে ধরনা দিয়া পড়িয়া থাকিব, আপনার

কিছু খাইব না। দেখিব আপনি কিরূপে অতিথি সৎকার করেন। বলুন, শীঘ্র বলুন।"—হস্ত মুক্ত করিয়া লইয়া সন্ন্যাসী গুহাদ্বারে সরিয়া আসিলেন। বুঝিলেন, এ বালিকার বাক্যে ও কার্য্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। বলিলেন 'এই সত্যে বদ্ধ না হইলে তুমি সত্যই আহার করিবে না?'

"না।"

'আচ্ছা, তাহাই হউক। তুমি এই পর্ব্বতেই থাক।'

আবার মুখের হাস্য বিজলী খেলাইয়া পার্ব্বতী ঝরণার দিকে ছুটিয়া চলিয়া গেল,—স্নানান্তে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—সন্ন্যাসী তখনও একভাবে গুহাদ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন। হাসিয়া বলিল এই বুঝি আপনার অতিথি সৎকার? করুন আমি সব যোগাড় করিয়া লইতেছি।' সন্ন্যাসী ত্রস্তে পথ ছাড়িয়া দিলেন। গুহাস্থ আলোকও নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আসিয়াছিল, এইবার ইন্ধন পাইয়া সে সতেজে জ্বলিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে পার্ব্বতীর আহ্বানে সংজ্ঞালাভ করিয়া সন্ন্যাসী গুহা মধ্যে চাহিয়া দেখিলেন, আহার্য্য প্রস্তুত। অপ্রতিভ ভাবে তিনি গুহামধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, 'আমায় সাহায্যের জন্য ডাকিলে না কেন পার্ব্বতী? এই পথশ্রম ও অনাহারের উপর তোমায় বড় কষ্ট দিলাম।" পার্ব্বতী হাসিমুখে উত্তর দিল, 'সারাদিন পথ হাঁটার পর এরকম পরিশ্রম কি আমায় প্রায় প্রত্যহই করিতে হইত না। এখন আহারে বসুন, সমস্ত দিন খান নাই কেন? পাহাড়ে ত ফলজল ছিল।"—সে কথার উত্তর না

দিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, "পার্ব্বতিয়া। আমার বাকি আতিথ্যটুকুও অন্তত করিতে দাও,—তুমি অগ্রে খাও, বিশ্রাম কর, পরে আমি খাইব।" পার্ব্বতী এবার দুইবৎসর পূর্ব্বের মত উচ্চ হাস্যের কলধ্বনি তুলিয়া বলিল, আপনার অতিথি সৎকার প্রথম হইতেই তো খুব চমৎকার রকমের হইয়াছে, এখন এটুকুতে আর দোষ স্পর্শিবে না। এ'তো আমার গুহায় আমার গৃহস্থালীতেই আপনি আজ আসিয়াছেন। এটিতে তো আমার গৃহস্থালাই ছিল।"

না আজ একদণ্ডের মধ্যে তুমি যতখানি গৃহিণীপণা প্রকাশ করিতেছ দুই বৎসর পূর্ব্বের পার্ব্বতী এতখানি [illegible] কথাবার্ত্তায় ও অন্যান্য বিষয়ে তুমি এখনও সেই বা[illegible] আছ বটে কিন্তু কার্য্যত'—বলিতে বলিতে সন্ন্যা[illegible] পার্ব্বতীও একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া মুখ নীচু [illegible] নারীত্বের নবীন আভামণ্ডিত মুখের উপরে গুহার [illegible] পড়িয়া যে অপূর্ব্বশ্রী উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, তাহা দেখিয়া [illegible] পুনর্ব্বার স্তব্ধ হইয়া গেলেন। বুঝিলেন এই নারী যেখানে চরণ পাত করিবে, সেইখানেই গৃহ আপনি গড়িয়া উঠিবে। হায় রমা। নিজ শ্রী ভাণ্ডার শূন্য করিয়া এই অপূর্ব্ব সম্পদকে কোথায় পাঠাইলে? এই সন্ন্যাসীর গুহায়? এ কি বিদ্রূপ তোমার? সন্ন্যাসীকে নিশ্চেষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, পার্ব্বতী বলিল—'কই বসুন।' "তুমি?'—আবার সেইরূপ সলজ্জ সহাস্যে মুখ নত করিয়া পার্ব্বতী বলিল,—"এর পরে।" সন্ন্যাসী আর বাক্যব্যয় করিলেন না। নিঃশব্দে দেবতাকে আহার্য্য

নিবেদন করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার মানস চক্ষে তখন বাল্য যৌবনের স্মৃতিময় গৃহের চিত্র নি শব্দে ফুটিয়া উঠিতেছিল। সেই গৃহে স্বজনসেবারতা স্নেহশীলা মাতা ও ভগিনীর প্রীতি! তাঁহাদের সেই অক্লান্ত কর্ত্তব্য ও স্নেহসেবায় পূর্ণ কল্যাণ হস্তঘেরা গৃহস্থালী। বাল্যের সেই স্মৃতি, তাহার পরে যৌবনের সেই কাব্যসাহিত্য অধ্যয়ন হইতে ক্রমে বেদশাস্ত্রাদি পাঠ গৃহবাসে অনিচ্ছা, দ্বাদশ বৎসরব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান পরে এই সন্ন্যাস, সেও আজি চারি পাঁচ বৎসরের কথা। হায় এত দিনের এই গৃহত্যাগের পর সেই "গৃহ' অন্য কোথা হইতে তাঁহার চক্ষের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।—

পার্ব্বতী গুহার চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল—নিজ মনে বলিল 'আপনার আসন কমণ্ডলু আবার এই গুহাতেই আনিয়াছেন, দেখিতেছি। উপরের গুহায় লইয়া যান—নহিলে আমি কোথায় থাকিব?" সন্ন্যাসী কোন উত্তর দিলেন না। আহারান্তে তিনি গুহার বাহিরে আসিয়া শিলাতলে বসিলেন। বৃক্ষশাখার ব্যবচ্ছেদ পথে শুভ্র জ্যোৎস্না আসিয়া শিলার কৃষ্ণ কর্কশ গাত্রে মায়ার অপূর্ব্ব মোহজাল বিস্তার করিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে পার্ব্বতী ভোজনান্তে বাহিরে আসিয়া বলিল "তবে আমি এই গুহার মধ্যেই থাকি? আপনি উপরের গুহায় যান্।"

"যাইতেছি। তুমি শ্রান্ত আছ, শোও গিয়া। কোন ভয় নাই।"—"ভয়?"—অবজ্ঞার হাসির সহিত মস্তক নাড়িয়া পার্ব্বতী গুহার মধ্যে চলিয়া গেল। সন্ন্যাসী বুঝিলেন, তাহাকে ভয়ের

কথা বলাই নির্বুদ্ধিতা। যে বালিকা সেই সুদূর উড়িষ্যার শেষ প্রান্ত হইতে একা অসহায় অবস্থায় এতদূরে আসিতে পারিয়াছে সেই বালিকার অসাধারণ শক্তির কথা মনে করিতে গিয়াই সন্ন্যাসী যেন শিহরিয়া উঠিলেন। এই অসামান্যা নারীর অদম্য প্রভাব রোধ করা বুঝি সাধারণ শক্তির কার্য্য নয়। তাঁহার সেই বি শবর্ষ হইতে অনুষ্ঠেয় ব্রহ্মচর্য্য এই ষোড়শবর্ষে কি এত খানি শক্তি লাভ করিয়াছে, যাহাতে এই সৌন্দর্য্যাগ্নিতেজ মধ্যস্থা শক্তিময়ী ষোড়শীর প্রভাব খর্ব্ব করিতে পারে? সেই ছদ্মবেশী কিশোরের প্রতি তাঁহার অনন্যসাধারণ আকর্ষণেই তাহার তো পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। আজ যেন সেই অকারণ উদ্ভত অদ্ভুত স্নেহের তিনি প্রকৃত মর্ম্ম দেখিতে পাইলেন। তাহার এই দুর্দ্দম প্রতাপের কারণও বুঝিতে পারিলেন।

পলাইতেই হইবে। না পলাইয়া উপায় নাই। কিন্তু বালিকার কি গতি হইবে? সে হয়ত তাহার সম্ভাবিত সুখাশ্রয় ত্যাগ করিয়াই আসিয়াছে। চিন্তা আর অধিক দূর অগ্রসর হইল না। গুহামধ্য হইতে সেই পদশব্দ। তেমনি করিয়া পা ফেলিতে ফেলিতে পার্ব্বতী বাহিরে আসিল। "গুহার মধ্যে বড় গরম। খোলা আকাশের তলায় থাকিয়া স্বভাব মন্দ হইয়া গিয়াছে।"—বলিয়া পার্ব্বতী সেই গুহাদ্বারে শুইয়া পড়িল তাহার বক্ষ কেশ রাশি শৈবালের মত চারিদিক আঁধার করিয়া ছড়াইয়া পড়িয়া মধ্যস্থলে সুপ্ত পদ্মের মত মুখখানিকে ধরিয়া রহিল। সন্ন্যাসী চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন 'পার্ব্বতি। তোমার পিতা কি তোমার বিবাহের স্থির করেন নাই?"

পার্ব্বতী একটু নড়িয়া চড়িয়া চোখ বুজিয়াই উত্তর দিল, "আ. আপনি এখনো তাহাই ভাবিতেছেন ?—করিয়াছিলেন।"

"কাহার সহিত।"

'যাহাকে আমার ভার দিয়াছিলেন, তাহার সহিত।"

তুমি এইরূপে পলাইয়া আসায় ব্যথিত হইয়া, সে হয়ত তোমায় কত খুঁজিতেছে"। "তাহাতে আমার কি"। পার্ব্বতী পাশ ফিরিয়া শুইল, এব দেখিতে দেখিতে গভীর ভাবে ঘুমাইয়া পড়িল।

এত নিকটে, এত নিকটে সে। সেই অর্দ্ধস্ফুট চন্দ্রালোকে কঠিন শিলার বক্ষে হয়ত জগতের কত প্রার্থী হৃদয়ের অমূল্যরত্ন। সন্ন্যাসীর নিশ্বাস যেন বুকের মধ্যে বাধিয়া যাইতেছিল। আপনার সেই প্রথম যৌবনে পঠদ্দশায় সদা জাগ্রত কামনার স্মৃতি মনে পড়িতেছিল। যাহাদের বর্ণনায় কবি তাহার সমস্ত কল্পনা-ভাণ্ডার উজাড় করিয়া বিশ্বের সম্মুখে ঢালিয়া দিয়াছেন, কবি কল্পনার সেই জীবন্ত প্রতিমা মেঘদূতের যক্ষপত্নী, রঘুবংশের ইন্দুমতী, শকুন্তলা, কুমারসম্ভবের পার্ব্বতী, অন্য যেন এই প্রস্তর বক্ষে অনাদরে অপমানে লুণ্ঠিতা হইতেছে।

ঘুমের ঘোরে পার্ব্বতী আবার পাশ ফিরিল, চুলগুলি মুখ-খানিকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলায় হয়ত কষ্ট হইতেছে। বৃদ্ধের অতি আদরের—গর্ব্বের সেই ভ্রমরনিন্দিত কেশগুলি অযত্নে এখন জটা বাঁধিয়া গিয়াছে।—সন্ন্যাসী চমকিয়া উঠিলেন। চুলগুলি সযত্নে সরাইয়া দিতে, একটু গুছাইয়া রাখিতে মন যেন বিদ্রোহ করিয়াও অগ্রসর হইতে চায়।

সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইলেন।—বালিকার ভাগ্যে যাহা হয় হউক, তাঁহাকে যাইতেই হইবে। "জিত্ জগৎ কেন?—মনোহি যেন'। এ জগৎজয়ী "শূর' তাহাকে হইতেই হইবে।

৪

পাঁচ ক্রোশ পথ অতিবাহনান্তে বর্ষা বারিপূর্ণা খরস্রোতা যমনা জোড়্‌কে একটা কাষ্ঠের ভেলায় অতিক্রম করিয়া সন্ন্যাসী দেওঘরের পশ্চিম বনভূমে পৌছিলেন, এব নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পশ্চাতে চাহিলেন। পূর্ব্বে ত্রিকূটের তিনটি চূড়া মাত্র জাগিয়া আছে, বাকী সমস্ত দেহটা দূরত্ব হেতু লুপ্তদর্শন। নদীতীরস্থ বনের গভীরতা এব নদীস্রোতের দুরন্ততায় সন্ন্যাসী কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া রৌদ্রতপ্ত শ্রান্ত দেহকে সেই বনমধ্যে লুক্কায়িত করিলেন। একটু অনুসন্ধানের পর কয়েকটা প্রস্তরখণ্ড মিলিত এমন একটু স্থান পাইলেন, যেখানে রৌদ্রবৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবেন এব বনের ব্যবচ্ছেদপথে নদীতীর ও ত্রিকূটশিখর বেশ দেখা যাইবে। সন্ন্যাসী দিন কতক ঐ স্থানেই আশ্রয় লইতে ইচ্ছুক হইয়া বনের ফল ও নদীর জল পানান্তে নিরাপদে রাত্রি যাপনের জন্য শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিলেন। এরূপ স্থানে যে হিংস্র জন্তুর আশঙ্কা আছে তাহা তিনি বেশ জানিতেন।

রাত্রি আসিল, কিন্তু অগ্নি জ্বালিতে যে ভয় হইতেছে। যদি এই আলোকচ্ছটা দেখিয়া কোথা হইতে সে এখানেও আসিয়া পড়ে। তাহা হইলে বুঝি আর তাঁহার রক্ষা নাই।—কিন্তু এই

কি তাঁহার মনোজয়? তাহাকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন বটে কিন্তু ঐ ত্রিকুট-শিখর কয়টি দেখিবার বাসনা ত কই তিনি ত্যাগ করিতে পারিলেন না। হায়! সে কি দুরন্ত অনির্ব্বাণ ধূনীই জ্বালিয়া দিয়াছে।

হিংস্র শ্বাপদের আশঙ্কায় অগত্যা কতক রাত্রে অগ্নি জ্বালিয়া সন্ন্যাসী বসিয়া রহিলেন। প্রত্যেক শব্দে, প্রত্যেক পত্র কম্পনে "ঐ সে আসিতেছে' ভাবিতে ভাবিতেই রাত্রি কাটিয়া গেল, সে আসিল না। সন্ন্যাসীর ভয় একটু কমিল। এত নিকটে তিনি আছেন, তাহা সে আন্দাজ না করিতেও পারে। সন্ন্যাসী এইরূপে নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন দেখিয়া অভিমানিনী সে—ত্রিকুট ছাড়িয়া পুরী অথবা নিজদেশ অভিমুখে চলিয়া যাইতেও পারে। কিন্তু তাহা যদি সে না যায়? তাহার দুরন্তপণ ও দুর্দ্দম প্রকৃতিবশে যদি সে ঐ পর্ব্বতই পড়িয়া থাকে? তাহা হইলে কি হইবে? ত্রিকুট শিখর দিকে চাহিয়া এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই সন্ন্যাসীর প্রভাত অতিবাহিত হইয়া গেল। সহসা পশ্চিমে চাহিয়া দেখিলেন দিগন্ত অন্ধকার করিয়া দিগড়ীয়া পাহাড়ের উপর যেন একদল কৃষ্ণহস্তী যূথবদ্ধ হইতেছে। তাহাদের বপ্রক্রীড়ায় পর্ব্বতের শ্যামঅঙ্গে মুহুর্মুহু উদ্ভাসিত। ক্রমে সেই গগনহস্তিদল বায়ুবেগে দিকে দিকে চালিত হইয়া ত্রিকূট, দিগড়ীয়া প্রভৃতি পর্ব্বতগুলির মধ্যস্থিত প্রকাণ্ড আকাশের তলায় যেন এক খানি কৃষ্ণবস্ত্র মেলিয়া ধরিল। তাহাদের গম্ভীর বৃংহিতের সঙ্গে "হু হু" "বোঁ বোঁ' রবে বায়ুও যোগ দিয়া শিলাকোটর-মধ্যগত

সন্ন্যাসীর কর্ণে যেন একটা ঘোর উন্মত্ত হাহাকারের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। মেঘ দেখিয়া এতক্ষণ তিনি একদৃষ্টে ত্রিকূট পানে চাহিয়া ভাবিতেছিলেন, যদি সে ওখানে থাকে, তাহার কি ভয় হইতেছে। কিসের ভয়।—এই ত একটা বস্ত্রখণ্ডের নিম্নেই উভয়ে রহিয়াছেন। মেঘের এই অপরূপ চন্দ্রাতপ রচনায় তাঁহার মনেও যেন একটু সুখের বিদ্যুৎ খেলিতেছিল। মেঘের মন্দ্রে বক্ষ দুর দুর কাঁপিয়া বলিতেছিল "ভয় নাই, আমি এই নিকটেই রহিয়াছি।" কিন্তু এখন বায়ুর সেই শব্দে তাঁহার মন অশান্ত হইয়া উঠিল। যেন মনে হইতেছিল নদীতীরে কে কাঁদিয়া বেড়াইতেছে। ইহা যে তাঁহার মনের ভ্রম মাত্র, তাহা বুঝিয়াও মন শান্ত হইতে চাহিল না।

বায়ু ব্যর্থরোষে বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়াও মেঘকে স্থানভ্রষ্ট করিতে পারিল না। বিরাট্ সমারোহে বৃষ্টি নামিয়া আসিল। অন্ধকারকে মুহুমুহু শব্দময় করিয়া তড়িন্ময় ধারা বর্ষণে বনভূমিকে শোণিতরক্ত গৈরিকবারিতে প্লাবিত করিয়া তুলিল। ভূমির সেই শোণিতময় স্রোত, উচ্চভূমি হইতে শিলাবক্ষে প্রতিহত কলকল্লোল শব্দের সঙ্গে ফেনপুঞ্জ অঙ্গে মাখিয়া নিম্ন খাদে' পতিত হইতে লাগিল এবং খাদ উপ্‌চাইয়া আবার নদীবক্ষে গিয়া পড়িতে লাগিল। জল—জল—জল। আকাশ হইতে ধারার পর ধারা অশ্রান্ত ভাবে নামিয়া, ধরণীকে ডুবাইয়া ভাসাইয়া, শুধু অনিবার জলস্রোত নিম্নভূমিতে গিয়া আছড়াইয়া পড়িতেছে।

সন্ধ্যা, বৃষ্টি তখন থামিয়া গিয়া মাঝে মাঝে এক আধ ফোটা

পড়িতেছে মাত্র। জলস্থলশূন্য—সর্ব্বত্র সমান অন্ধকার কেবল এক একবার বিদ্যুৎ বিকাশ ও মেঘের স্বননে পৃথিবীর অস্তিত্ব জানা যাইতেছে। বায়ু স্তব্ধ—নদী শোণিতজলপূর্ণা, বৈতরণী ক্ষিপ্রবেগশালিনী। সন্ন্যাসী শিলাকোটরসঞ্চিত শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করিলেন। আলোক জ্বালিয়া কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকার পরে সহসা একটা বিদ্যুৎ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দৃষ্টি নদীর অপর তীরে পতিত হইল। চকিতে তিনি দেখিলেন, নদীতীরে কে যেন ছুটিয়া আসিতেছে। ভ্রম কি? কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই অন্য একটা বিদ্যুতের আলোকে বুঝিলেন—এবারে এ ভ্রম নয়। সত্যই কেহ নদীতীরে আসিয়াছে। এমন সময়ে এমন স্থানে সে ভিন্ন আর কে হইতে পারে? সেই নিশ্চয়। এই আলোকাকৃষ্টা হইয়া হয়ত এখনি এখানে আসিবে। সন্ন্যাসী সভয়ে ত্রস্তে প্রজ্বলিত অগ্নিকে নিবাইয়া ফেলিলেন। পরক্ষণেই মনে হইল এ ভয় তাঁহার নিরর্থক। সম্মুখে এই তরণীহীনা খরধারা নদী—কাহার সাধ্য এ সময়ে ইহার জল স্পর্শ করে। অতি সুরক্ষিত দুর্গেই তিনি বসিয়া আছেন। এই দুরন্ত নদীই তাঁহার অসিহস্তা প্রহরিণী।

নদীর অপরতীরে সহসা ও কি শব্দ? হাঁ সেই ত'। তাহারই এ কণ্ঠস্বর। এত সেইই—উচ্চ আর্ত্তকণ্ঠে কি বলিতেছে। ভাষা ভাল বোঝা গেল না কিন্তু 'আলোক' এইরূপ একটা শব্দ পুন পুন সন্ন্যাসীর কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। সন্ন্যাসীর মনে হইল, সে যেন বলিতেছে—"আলোক জ্বাল, ওগো, জ্বাল আলোক আবার।

'কেন নিবাইলে? কোথায় কোন্ দিকে তুমি—আমায় আর একবার বুঝিতে দাও। আবার একবার আলোক জ্বাল।"

আবার বিদ্যুৎ বিকাশ। ঐ ত' নদীতীরে সেই ই দাঁড়াইয়া। আবার সেই আর্ত্তকণ্ঠস্বর, কিন্তু সেই 'আলোক' শব্দটি ব্যতীত অন্যভাষা কিছুই স্পষ্ট হইতেছে না। আবার সন্ন্যাসীর মনে হইল, যেন সে চীৎকার করিয়া সেই কথাই বলিতেছে,—

'আলোক দেখাও, বুঝিতে দাও তুমি ঐখানেই আছ। আবার যদি পলাও, আমি এখনি গিয়া তোমায় ধরিব। আলোক দেখাও একবার—।"

সন্ন্যাসী নিশ্চেষ্ট ক্রমে যেন অঙ্গস্পন্দনশক্তি রহিত হইয়া পড়িতেছিলেন, চক্ষুও যেন বুজিয়া আসিতেছে। মন, কেবল এক একবার গর্ব্বাগ্নির শেষ স্ফুলিঙ্গ উদ্রিক্ত করিয়া মাথা নাড়িতেছিল, —'না—আলো জ্বালা হইবে না। জয়ী হইতেই হইবে।' কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই অন্তরের অন্ত স্থল হইতে আর একজন কে বলিতেছিল, 'এখনও তোমার জয়ী হইবার সাধ? তোমার এই সুপ্ত বাসনা যুক্ত স্নেহপ্রেমের প্রতিঘাত স্পন্দনময় হৃদয় লইয়া যৌবনের উত্তেজক খেয়ালে নানাশাস্ত্র আলোচনার ফলে ঝোকের বশে তুমি যে এই কৃত্রিম সন্ন্যাসপত্তা লইয়াছিলে—ইহাতে সেই মহাসন্ন্যাসী মহাযোগীও প্রতারিত হন নাই। তিনি তোমার হৃদয় বুঝিয়াই সেই আড়াই বৎসর পূর্ব্বে একদিন এই লোকদুর্লভ নিস্মাল্যটি যেন স্বেচ্ছায় আশীর্ব্বাদ স্বরূপেই তোমায় দিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, ভোগ নহিলে তোমার দুর্ব্বল মনে এই সাধনার উপযোগী বল

সাঞ্চত হইবে না। যাহা দিলাম, মস্তকে ধারণ করিয়া তোমার অত্যন্ত ক্ষুধিত তৃষিত আত্মাকে অগ্রে স্নেহ প্রেম ভোগে তৃপ্ত করিয়া লও। দম্ভ ত্যাগ কর, দম্ভ লইয়া আমার নিকটে কেহ আসিতে পারে না। আত্মসমর্পণশীল বিনতশির না হইলে আমার নিকটে আসিবার উপায় নাই।'

দর্পোন্নত মস্তক তাঁহার সে করুণা মস্তক পাতিয়া লয় নাই, বাসনার দ্বারা প্রতিনিয়ত নির্জ্জিত হইয়াও পরাজয়ের অপমান স্বীকার করে নাই। সন্ন্যাসী বুঝিতে পারিতেছিলেন সেই বাসনাই এখন প্রবল অগ্নি স্রোতের ন্যায় তাঁহার চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আর পলাইবার উপায় নাই, এ অগ্নিতে তাঁহাকে ভস্ম হইতেই হইবে। ঐ যে জলস্থল, বনপর্ব্বত একযোগে চীৎকার করিয়া বলিতেছে —"অনল জ্বাল, তোমায় এ আগুনে পুড়িতেই হইবে।" তীর হইতে পুনর্ব্বার যেন শব্দ আসিল, 'আলোক জ্বালিলে না?—পলাইতেছ? কোথায় পলাইবে?—আমি এখনি গিয়া তোমায় ধরিব।'

বিমূঢ়ের ন্যায় সন্ন্যাসী নির্ব্বাপিত অগ্নিকে পুন প্রজ্বালিত করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। কম্পিত হস্তের কার্য্য শীঘ্র সমাধা হয় না। সহসা একটা অন্যপ্রকারের শব্দ তাঁহার কর্ণে গেল,—যেন জলের প্রবল আস্ফালন শব্দ। সে কি এই নদীগর্ভে —এই অলঙ্ঘ্য নদীস্রোতে ঝাপাইয়া পড়িল?—সন্ন্যাসীর হস্ত এবারে একেবারে যেন অবশ হইয়া আসিল। নদীগর্ভ হইতে আবার সেইরূপ অস্পষ্ট চীৎকার—"এখনো একবার আলোক

দেখাইয়া বুঝিতে দাও, কোন খানে তুমি আছ—জ্বাল একবার আলোক।" বনতুল সমস্বরে চীৎকার করিল 'আলোক, আলোক, আলোক।"

পশ্চিমে ওকি ভৈরব গর্জ্জন। জলে ওকি উন্মত্ত কল্লোলশব্দ? পর্ব্বত হইতে 'বুহা' নামিয়া, যমনা জোড' বক্ষে 'বানের' ন্যায় প্রমত্ত স্রোতে ছুটিয়া আসিতেছে। সন্ন্যাসী ক্ষিপ্রহস্তে দাহ্য কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ করিয়া প্রজ্বলিত কাষ্ঠহস্তে উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া বাহির হইলেন।

প্রমত্ত নদী বুহা জল বেগে স্ফীত হইয়া, উভয় তীরের উন্নত ভূমি পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়া ঘোর রোলে ছুটিয়া চলিয়াছে। সেই কাষ্ঠদণ্ডস্থ আলোক রেখা সম্পাতে সেই স্ফুটন্ত রক্তধারার মত জল যেন ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া ঘোর অন্ধকারের দিকে নিঃশব্দে ছুটিতেছে। কে কোথায়। কে আলোক দেখিবে? কে আলোক চাহিতেছিল,—কোথায় সে? সন্ন্যাসী আলোক দণ্ড হস্তে সেই রক্ত স্রোতের মধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন।

এই ত উত্তাল নদী তরঙ্গ। এইত তাহার অনুত্তরণীয় বেগ। ইহার মধ্যেও আলোক হস্তে তোমায় খুজিতেছি এই আলোকে একবার তোমায় দেখিতে চাই। যে আলোক তুমি জ্বালাইয়াছ, তাহারই কিরণে একবার উভয়ে উভয়কে খুজিয়া লইতে দাও, খুজিয়া পাইতে দাও। কোথায় তুমি লুকাইবে, কোথায় পলাইবে? এই চির প্রজ্বলিত অনির্ব্বাণ আলোকের সম্মুখে একদিন আবার

তোমায় পড়িতেই হইবে। এ আলোকে উভয়ের উভয়কে এক দিন খুঁজিয়া পাইতেই হইবে যে।।

হুহু ধূ। লুপ্ত জল ধারা, শুষ্ক নদীবক্ষ অবারিত বালুকার রাশি। শুষ্ক রুক্ষ ভূমির প্রকটপঞ্জরাস্থি কেবল চাহিয়া আছে। শূন্যে অলক্ষ্যে কাল স্রোত মাত্র নিঃশব্দে বহিয়া চলিয়াছে।

পূর্ব্বে ত্রিকূট ও পশ্চিম দিগ্‌ড়ীয়ার অস্পষ্ট ছবি, মাঝখানের অবাধ আকাশে অন্ধকারে অসংখ্য তারকা ফুটিয়া উঠিয়াছে। জ্বলিতেছে। সেই শুষ্ক নদীতীরেও সেই অনির্ব্বাণ ধূনী জ্বলিতেছে এবং সেই জ্বলন্ত আলোক চলন্ত ভাবে ইতস্তত খুঁজিয়া বেড়াইতেছে—'কোথায়, ওগো কোথায় তুমি।'

গল্প থামিয়া গেলেও কিছুক্ষণ আমরা স্তব্ধভাবে সেইখানেই বসিয়া রহিলাম। একজন কেবল একবার নদীতীর পানে চাহিয়া দেখিয়া, অস্ফুট স্বরে বলিল, 'হা এখনও সমান ভাবেই জ্বলছে।

প্রত্যাখ্যান

১

ত্রিতলস্থ গ্যাসালোকিত কক্ষে বসিয়া স্বামীস্ত্রীতে কথোপকথন করিতেছিল। চারিদিকে ঐশ্বর্য্যের অজস্র সমাবেশ। উজ্জ্বল কক্ষ বিচিত্র উজ্জ্বল গৃহ সজ্জা, দর্পণে দর্পণে আলোকের উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব চক্ষু ঝলসিত করিয়া ফেলে। সর্ব্বোপরি দম্পতীর উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য, উজ্জ্বল যৌবনে অতুলনীয় শোভা। কিন্তু তাহাদের ললাটে ঘনান্ধকার ছায়া।

সহসা স্ত্রীর ভাবান্তর হইল। সে ললাটের ছায়া যেন সজোরে অপসারিত করিয়া বিশাল নয়নে হাসির ছটা আনিয়া সাদরে স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল 'আমার দিব্য আর অমত ক'রো না কখনও তোমায় কোনও অনুরোধ করিনি, এই প্রথম, এই শেষ, এইটি রাখ। স্বামী মুখ তুলিলেন। সনিশ্বাসে বলিলেন 'এই অনুরোধ কি উচিত প্রফুল্ল?" 'কেন উচিত নয়? গুরুজনের মনস্তাপ, এত বড় বংশ লোপ, এতেও কি এ অনুরোধ করা যায় না? আমিই কি এত বড় যে আমার জন্য এমন কাজ হবে? বাপ মা চখের জল ফেলছেন দেখ্‌ছ, এতেও কি তুমি এ কাজ উচিত মনে কর না?"

'শুধু কি তোমারি জন্য প্রফুল্ল, আমার নিজের অশান্তি কি এতে নেই?" "হ'লই বা, এত কর্ত্তব্যের অনুরোধেও যদি তুমি নিজে এটুকু সহ্য না কর, তো তুমি পুরুষ কিসের?" 'কিন্তু আর একটা যুক্তি তো আছে, পোষ্য পুত্র নিতে আপত্তি কেন

কর ?' 'আবার সেই কথা। আমি একটি নিজের ছেলে চাই, পরের ছেলে কি তেমন হয় ?'

"তবে আর কোনও উপায় নেই প্রফুল্ল ?" 'উপায় কিসের ? বেশ একটি ছোট বোন আসবে, আমার দোসর হবে, এতে আবার চিন্তা কি ?" স্বামী তারাচরণ ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, 'তার পরে ? সতীনকে স্বামীর ভাগ দিতে পারবে তো ? তাতে হিংসা হবে না ?" 'হিংসা হবে। আমার ধনে সে বড় মানুষ হবে আমি তার হিংসা করব, আমি কি এমন দরিদ্র ?" তারাচরণ স্ত্রীকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিলেন। "ওতে আর আমি ভুলছি না বল, বিয়ে করবে বল ? কালই আমি মাকে বলব।" আর দুদিন যাক্ প্রফুল্ল।" 'আর একদিনও যেতে দেওয়া নয়।"

২

গৃহিণী কর্ত্তাকে সুসংবাদ দিলেন পুত্রের বিবাহে মত হইয়াছে আরও বলিলেন, "বোমা বললেন তাঁর বাপের বাড়ীর কাছে একটি গরিবের মেয়ে আছে, বাপ নেই, মেয়েটি নাকি বেশ সুশ্রী শান্ত শিষ্ট সেই মেয়েটি ঠিক্ কর।'

প্রফুল্লমুখী হাসিতে হাসিতে স্বামীকে গিয়া সংবাদ দিল। তারাচরণ নীরবে রহিলেন। প্রফুল্ল দুই হাতে স্বামীর মুখ তুলিয়া বলিল, "অত মুখ ভারী কেন ? আমাকে সুখী দেখেও কি আনন্দ হচ্চে না ?" 'এখনো বোঝ প্রফুল্ল, বড় ভুল করছ।" 'কিসের ভুল, মিছে ব'কো না।'

'দেখ যাকে বিয়ে করব তার ওপরেও তো একটা কর্ত্তব্য আছে, তার ওপরেও একটু মায়া করা উচিত, সে যে নির্দ্দোষী বালিকা।"

কেন তুমি তাকে আমারি মত ভাল বাস্‌বে।"

'তুমি পাগল। মানুষ কি কখনো দুদিক সমান রাখতে পারে?'

না রাখ্‌তে পার তুমি সেই দিকেই ভার দিও। আমি তাতে রাগ করব না।'

বিবাহের উদ্যোগ হইতে লাগিল। আমোদের বিবাহ নয়, ধুম ধাম হইবে না। এ বিবাহে কর্ত্তা গৃহিণী হইতে মায় চাকর দাসী পাড়া প্রতিবেশী পর্য্যন্ত দুঃখিত। ক্রমে বিবাহের দিন নিকট হইল। মাথায় চৌপর দিয়া গম্ভীর মুখে ঘোটিতে চড়িয়া তারাচরণ বিবাহ করিয়া আসিল।

বর কনে ছানলা তলায় আসিয়া দাঁড়াইল। গৃহিণী চক্ষু মুছিতে মুছিতে বরণ করিতে আসিলেন। অগ্রে অগ্রে বারাণসী পরা আপাদমস্তকমণ্ডিতা হাস্যাবরা প্রফুল্লমুখী। সমাগতা আত্মীয়াগণও দেখা দেখি চোখ মুছিতেছিল। প্রফুল্ল অগ্রসর হইয়া প্রথমে নব বধূর মুখ দেখিল, তার পরে নিজ গাত্র হইতে বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি উন্মোচন করিয়া সপত্নীকে সাজাইয়া দিতে লাগিল। চারি দিকে তুমুল ধ্বনি উঠিল "ওমা একি। এ যে সত্যি কাল। মেয়ে মানুষে কি সতীনকে এমন করতে পারে?—" বাধা দিয়া হাস্যমুখে প্রফুল্ল বলিল, 'কেন তোমরা বারে বারে সতীন সতীন বল্‌ছ, কল্যাণী আমার ছোট বোন।" গৃহিণী

বলিলেন, 'ও বাবা তারা, যাস্‌নে, বরণটা করে নিই অলক্ষণ হবে ও বাবা।"—তারাচরণ বাহিরে চলিয়া গেলেন।

তার পরে বধূ দেখা হইল। সকলে নীরবে রহিল। বধূ যদিও বেশ সুশ্রী কিন্তু, প্রফুল্লের মত নয়। কেবল গৃহিণী বলিলেন, 'বেশ শ্রী, চোখ দুটি বড় শান্ত। পাকা চুলে সিঁদুর পর মা। আর যার জন্য তোমায় আনা, সেই আশা আমার পূর্ণ কর মা। আর কিছু চাই না।' সকলেই গৃহিণীর কথায় সহানুভূতি প্রকাশ করিল, 'তা বইকি মা, তোমার অমন সতী লক্ষ্মী দুগার মত বউ থাকতে কি সাধ করে এ কাজ করলে? তা যা হবার হয়েছে এখন প্রাত বাক্যে বলি, একটি খোকা হোক, তাহলেই সৃষ্টি রক্ষা পায়, নইলে বৌয়ে দরকার কি মা? ছেলের জন্যেই তো —ইত্যাদি।

পাকস্পর্শাদি হইয়া গেল। তারাচরণ নিজ কক্ষে বসিয়া কি পড়িতেছিলেন। প্রফুল্ল গিয়া বলিল "মুখটা একবার তোল", তারাচরণ ব্যাপার কি বুঝিতে পারিয়া পুস্তকে দ্বিগুণ মনসংযোগ করিলেন। "এত ভয়? চেয়েই দেখ না, আমি তোমায় মন্দ জিনিস দিইনি।" তারাচরণ নীরবে রহিলেন। "চাইবে না?" তারাচরণ চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িলেন, 'কাজ আছে, আমি নীচে চল্লাম।'—হাত ধরিয়া ফেলিয়া সহাস্য মুখে প্রফুল্ল বলিল, "আর পালিয়ে কাজ নেই, যাকে এত ভয় সেই যাচ্ছে, যাও ত কল্যাণ। অন্ন ঠাকুরঝির কাছে যাও।" বলিতে বলিতে কল্যাণী চলিয়া গেল। "নাও এখন, ব'স, সব কাজেই কি বাড়াবাড়ি?"

'আমার না তোমার ?"

'বটে, বিয়ে করেছ। কথা কবে না ?"

'সে তো তোমার সঙ্গে বন্দোবস্ত আছে, তার দায়ী তুমি।" মৃদু হাসিয়া স্বামীর কণ্ঠাবেষ্টন করিয়া প্রফুল্ল বলিল, 'কেন আর কাউকে পছন্দ হয় না নাকি ?" 'না"—বলিয়া তারাচরণ পত্নীর মুখ চুম্বন করিলেন।

৩

অন্ন ঠাকুরঝি একজন কুটুম্ব কন্যা, বিধবা, চিরকাল সে সেই খানেই পালিত, নব বধূ কল্যাণী দ্বিতলের একটি নির্জ্জন কক্ষে তাহার নিকটে শয়ন করিত। অন্নও তাহাকে সকলের অপেক্ষা একটু বেশী মমতা করে, অন্তত কল্যাণীর তাহাই বিশ্বাস।

সুখও নাই দুঃখও নাই, এমনি ভাবে কল্যাণীর দিন গুলা কাটিয়া যায়। গরীবের মেয়ে, কাজ কর্ম্ম করিতে না জানে এমন নয় প্রভাতে অন্ন ঠাকুরঝির সঙ্গে কুটানো কুটিতে গেলে প্রফুল্ল আসিয়া হাত ধরিয়া তুলিয়া লইয়া গেল। 'ছি বোন। তুমি কেন কাজ করবে।" কল্যাণী মৃদু স্বরে বলিল "তবে কি করবো ?' 'কি আর করবে ? তোমার ঝিকে ডেকে দিই, বসে গল্প কর, তাস টাস খেল।"

ঝি ঘর ধুইতেছে, কল্যাণী ঝাঁটা লইতে যাওয়ায় সে হাসিয়া গলিয়া পড়িল। গৃহিণী শুনিয়া বলিলেন, 'তোমায় ওসব করতে নেই মা, তুমি উপরে থাক গে।" কল্যাণী নীরবে দাঁড়াইয়া

রহিল। রন্ধনাগৃহে বামনদিদি রাঁধিতেছেন, কল্যাণী গিয়া নিকটে বসিল। বামনদিদি আস্তে আস্তে তাহার হাত ধরিয়া তুলিল, সে কি ছোট বউ। ধোঁয়া লেগে অসুখ করবে যে।" অন্ন ঠাকুরঝি সস্নেহ কণ্ঠে বলিল "এখানে ওসব করে না, তুমি তোমার দিদির কাছে রেশমী জরীবোনা শেখগে।" কল্যাণী প্রফুল্লর কাছে আবেদন করিলে সে হাসিতে হাসিতে বলিল 'তোমার এসব কষ্ট করে কিছু শিখিতে হবে না বোন। আমি যা জানি তাতেই তোমার হবে, তুমি এখন শুধু একটি খোকা দিতে পারলেই আমাদের সব কষ্ট দূরে যায়। তোমার আর কিছু করবার বা শিখবার দরকার নেই বোন।" কথাগুলা অবশ্য খুব ভালবাসারই, কিন্তু নির্ব্বোধ কল্যাণী হয়ত তাহা বুঝিতে পারে না তাই নীরবে ম্লান মুখে নির্জ্জন কক্ষের কোণটিতে গিয়া বসে।

কাজও নাই, কর্ম্মও নাই, একটু ভুলিয়া থাকিবার কোন উপায় নাই, তাই কেবল মায়ের সেই স্নেহভরা মুখ মনে জাগিয়া উঠে। স্নেহপ্রার্থী তৃষিত বালিকা হৃদয় তাই কেবলই হাহাকার করিতে থাকে।

বৈকালে চুল বাঁধিয়া দিতে দিতে প্রফুল্ল বলিল, "মুখ অত শুকনো কেন, কল্যাণী।" কল্যাণী কি উত্তর দিবে? তাই চুপ করিয়া রহিল। তাহার যে মুখ শুকনো সে ত তা বুঝিতে পারে না। চুল বাঁধা হইলে প্রফুল্ল বলিল, 'একটু ব'সতো, আমি আস্‌ছি।" প্রফুল্লর প্রস্থানের পর দাসী জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ ছোট বউদি। দাদাবাবুর সঙ্গে তোমার ভাব হয়েছে?" কল্যাণী

সলজ্জ ভাবে মস্তক অবনত করিল। "বল না, লজ্জা কি? কি কথা হয়েছে?" কল্যাণী মৃদু স্বরে বলিল, "আমি ঠাকুরঝির কাছে থাকি।" 'তা দাদাবাবু তোমায় একদিনও ডেকে কথা কন'নি?" 'না।" দাসী প্রীতভাবে বলিল, 'আহা, তিনি কি সাধে বিয়ে করেছেন? ছেলে না হওয়াতেই তো এমনটা ঘটল, অমন স্ত্রী থাকতে কি আর কাউকে স্ত্রীর মত কেউ ভাবতে পারে, না, তাই ভদ্দরের কাজ।' তা ত সত্যই। কল্যাণী নির্ব্বোধ হইলেও তাহা বুঝিতে পারে। সে নীরব নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া রহিল।

৪

রাত্রি দশটার পরে তারাচরণ শয়ন কক্ষে গিয়া দেখিলেন প্রফুল্ল তখনো আসে নাই। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল, বিরক্ত হৃদয়ে তিনি শয্যার দিকে ফিরিয়া সহসা দেখিলেন দ্বারের নিকটে অবগুণ্ঠনবতী বেপমানা বালিকা। তারাচরণের বুকের মধ্যে অনেকখানি রক্ত চট্ করিয়া যেন জমাট বাঁধিয়া উঠিল। বুকের মধ্যে কি রকম শব্দ হইতে লাগিল। কি করিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া তিনি নীরবে দাড়াইয়া রহিলেন। কল্যাণীও রহিল।

কিছুক্ষণ পরে তারাচরণ বলিলেন, প্রফুল্ল কোথায়?' কল্যাণী উত্তর দিল না। প্রফুল্ল কোথায়?' অস্ফুট শব্দ হইল, "নীচে।' তারাচরণ কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "তোমায় সেই বুঝি পাঠিয়েছে?' 'হ্যাঁ"। "তুমি নীচে যাও গিয়ে তাকে ডেকে দাও

গে।" কল্যাণী চলিয়া গেল। বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ে তখন কি হইতেছিল কে জানে? তারাচরণও একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বিমনা ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পার্শ্বের কক্ষ হইতে অল্প হাসি মুখে অথচ গম্ভীর ভাবে প্রফুল্ল আসিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল, ছি ছি! একি অন্যায়, জান ও তোমার স্ত্রী। ওকে আমরা সুখ দেব বলে এনেছি, কষ্ট দিতে নয়, তোমার এমন তাচ্ছিল্য করা উচিত নয়। ছেলে খেলার জন্যে তো আমি এমন কাজ করি নি, তুমিও জান কি কর্ত্তব্যের জন্য তুমি বিয়ে করেছ, সেই জন্য আমি আমার সর্ব্বস্ব—তোমার অংশও তাকে ছেড়ে দিয়েছি, আর তুমিও সেই কর্ত্তব্য মনে করে তাকে ভালবাসবে না? আদর করবে না?" তারাচরণ নির্ব্বাক্ রহিলেন। তখন স্বামীর গলা ধরিয়া আদরের স্বরে প্রফুল্ল বলিল, 'রাগ করেছ?'

"না প্রফুল্ল সত্যই তুমি আজ আমায় উপদেশ দিলে, আমি তোমার আদর্শে চল্‌ব।" স্নিগ্ধ কণ্ঠে প্রফুল্ল বলিল, 'আমার আদর্শ? অমন কথা বলো না। তোমায় সত্য কথা বলি, আমি যতটা দেখাই সত্যই আমি কল্যাণীকে তত ভালবাসি না। সত্যই আমি তাকে যে আমার পঞ্জরভেদী দীর্ঘশ্বাসের মত ভাবি না সে শুধু কর্ত্তব্যের জন্য, আমার নিজের জন্য, তোমার জন্য। তোমার ভালবাসার অচল শিখরে দাঁড়িয়ে আছি বলে তার দিকে আমি একটু দয়া দেখাতে চাই। আমার একটু স্নেহ কণায় যদি একটা জীবন উঁচু হয়ে ওঠে তো সে টুকু দেয়াতে কষ্ট কি? বরং তাতে আনন্দ নয় কি? তুমি তাকে আর তাচ্ছিল্য করিও না।"

তারাচরণ পত্নীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 'যার এমন মন্ত্রী পাশে, তার বুদ্ধির ভাবনা কি? তাই হবে।"

কক্ষান্তর হইতে কল্যাণী তখনো পলাইতে পারে নাই। নীচে যাইতে লজ্জা করিতেছিল। এইবার সে ধীরে ধীরে নামিয়া গেল।

পরদিন রাত্রে তারাচরণ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন শয্যায় কল্যাণী ঘুমাইতেছে। তারাচরণ দ্বার রুদ্ধ করিলেন, সন্তর্পণে শয্যার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। বালিকা অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। মসৃণ ক্ষুদ্র ললাটে দিবালোকে বিষাদের কুঞ্চন রেখা ফুটিয়া উঠে, এখন তাহা নির্ম্মল সমতল। তারাচরণের মনে পড়িল সেই অতি শান্ত অব্যক্ত বিষাদ মাখা বৃহৎ চক্ষু দুইটা, অস্ফুট স্বরে ডাকিলেন, 'কল্যাণী।' নিজের কর্ণে নিজের স্বর প্রবেশ করায় তারাচরণ লজ্জিত ক্ষুব্ধ হইয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। 'ছি ছি। প্রফুল্লের কাছে বিশ্বাসঘাতকতা।" গৃহের গ্যাসালোকে চাবি টিপিয়া দিলেন, গৃহ অন্ধকার হইল। শয্যার উপরে বসিতে পালঙ্ক নড়িয়া উঠিল, নিমেষে কল্যাণীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল, ডাকিল ঠাকুরঝি। কোন উত্তর আসিল না। ঠাকুরঝি এসেছ। বড় অন্ধকার, আলো কি নিবে গ্যাল?" স্বর বড় করুণ, ভীতিজনক, বালিকা অস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল, নিকটে একজন লোক, অথচ উত্তর দেয় না। 'দিদি কি?' উত্তর নাই। সভয়ে বালিকা বলিল, ওমা—" তারাচরণ ভীতা বালিকার হস্ত স্পর্শ করিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, 'ভয় কি? আমি।" কল্যাণী শিহরিয়া উঠিল। মনে পড়িল প্রফুল্ল তাহাকে এই ঘরে

আনিয়া গল্প করিতে আরম্ভ করে। কল্যাণী শয্যা হইতে নামিতে চেষ্টা করিল ; 'অন্ধকার পড়ে যাবে, শুয়ে থাক।" কল্যাণী দ্বার খুলিতে চেষ্টা করিল; পারিল না, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল তারাচরণ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলেন 'অনেক রাত্রি হয়েছে উঠে এসে ঘুমোও।" বহুক্ষণ পরে অগত্যা কল্যাণী গিয়া শয্যা প্রান্ত গ্রহণ করিল।

তার পরে ধীরে ধীরে বৎসর ঘুরিয়া গেল। এক রকমে সকলেরি দিন কাটিতে লাগিল। প্রফুল্লের প্ররোচনায় কল্যাণী মধ্যে মধ্যে স্বামীর শয্যাভাগিনী হইত। তারাচরণেরও তাহাকে ক্রমে সহিয়া গেল।

৫

মহা ধূমধাম। সুবৃহৎ গেটের দুই পার্শ্বে মঙ্গল কলস ও কদলীবৃক্ষ। মধুর রাগিণীতে নহবৎ বাজিতেছে। দলে দলে কাঙ্গালীরা নববস্ত্রে মণ্ডিত হইয়া কোলাহল করিতেছে। দুর্গাচরণ বাবুর অদ্য সফল জীবন, তারাচরণের পূর্ণমনস্কাম, সকলের প্রাণে আনন্দের তুফান তুলিয়া অদ্য তাঁহাদের একটী বংশধর জন্মিয়াছে। কল্যাণী একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে।

প্রসূতির কিন্তু বড় সঙ্কটাপন্ন অবস্থা। সন্তানপ্রসবের পরেই দুর্ব্বলতায় সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। জ্ঞানোন্মেষের পরেও তাহার অবস্থা দেখিয়া সকলে শঙ্কিত হইল। প্রফুল্ল আঁতুড় ঘরে গিয়া নবপ্রসূত সন্তানকে কোলে লইয়া বসিল। নিভৃতে

তারাচরণকে ডাকাইয়া পুত্র দেখাইয়া প্রফুল্ল হাসিমুখে বলিল, "কেমন হয়েছে ?' তারাচরণও তেমনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'বেশ, বড় সুন্দর মানাচ্চে।'

'কিসে ?'

'তুমি কোলে নিয়ে আছ বলে। মনে হচ্ছে যেন তোমারি হয়েছে—

নয় কিসে ?" ঈষৎ গম্ভীরমুখে তারাচরণ বলিলেন, তা হলে আর দুঃখ কিসের ছিল ?" শায়িতা কিন্তু কল্যাণী অবগুণ্ঠনের অন্তরালে একবার স্বামীর পানে চাহিতে চেষ্টা করিল প্রফুল্ল হাসিতে হাসিতে বলিল, 'তোমার বড় ছোট মন।'

ধূমধামে ষষ্ঠীপূজা হইয়া গেল। কল্যাণী অনেক যত্নে কিছু সুস্থ হইল বটে, কিন্তু বড় দুর্ব্বল বলিয়া ডাক্তারে ধাত্রী দ্বারা সন্তান পালনের ব্যবস্থা দিল। শাশুড়ী বলিলেন, 'কেন আমার বড় বোমা মানুষ করবে। সে কোল ওরই।' প্রফুল্লের ক্রোড়ে নবকুমার কমল কলিকার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

বেকালে কল্যাণী নিজ কক্ষে শুইয়াছিল। নিকটে বসিয়া অন্ন ঠাকুরঝি ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইতেছিল। মস্তিষ্ক তাহার সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল—দাঁড়াইতে গেলে মাথা ঘোরে। খোকাকে ক্রোড়ে লইয়া প্রফুল্ল সে কক্ষে প্রবেশ করিল। পশ্চাতে ব্যঞ্জনী হস্তে দাসী। 'ছাখ্ কল্যাণী খোকা কত হাস্‌ছে। ওমা এর মধ্যে এত হাস্‌তেও শিখেছে, ছাখ্ ছাখ্।' কল্যাণী চাহিয়া বলিল, 'হুঁ।" "আচ্ছা অন্ন ঠাকুরঝি, খোকার

ঠিক ওঁর মতো মুখ হয় নি ?' "অনেকটা হয়েছে বটে।' 'এই নিয়ে আমার সঙ্গে রাজ তর্ক হয়—খোকা ঠিক ওর মতই হবে। দাসী বুলিল, 'হ্যা যেমনি মুখ তেমনি ভাগ্যিমানের মত মস্ত কপাল।" প্রভুর শিশুকে চুমু করিল। অন্ন বলিল, 'হ্যা তবে এখন মা টি ভাল হলেই হয়,'-হয়ে অবধি মার অসুখ, একদিন ভাই খেতে পেলে না।' প্রভু। হাসিতে হাসিতে বলিল, তাতে কি ওর কিছু কষ্ট হয়েছে ঠাকুরঝি ? ওকি এখন কে মা কে নয় তা' বুঝেছে ?" অন্ন অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "না না তাকি বলছি ছোট বউর কি তোমার মত যত্ন কত্তে সাধ্যি হ'ত তা নয়—" বাধা দিয়া দাসী বলিল, পেটে হলে কি হয়, বড় বৌদিই তো হ'ল আদত মা ছেলের জন্যেই তো ছোট বউ দিদিকে আনা- ওতো ষোলস বই নয়। ভগবান না করুন ছোট বোদির ভাল মন্দতে কি ওর ভাগ্যি ছোট হবে ?' প্রভুর ঈষৎ রুষ্টভাবে বলিল, কি বলিস তার ঠিক নেই, বালাই।" তার পরে কল্যাণীর মস্তকে হস্ত দিয়া বলিল, আজ কেমন আছ কল্যাণী ?' ভাল আছি।' ক্রমশ ই ভাল হবে। খোকাকে একটু নেবে কল্যাণী ? না, আপনার কোলেই থাক।"

৬

তখন সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। বারান্দাটি নির্জ্জন বড় শান্তিপূর্ণ। রেলি ধরিয়া কল্যাণী নীরবে কত কি ভাবিতেছিল। চারি মাস খোকা হইয়াছে, ইহার মধ্যে সে একবারও স্বামীর মুখ দেখিতে পায় নাই। এতটা যে অসুখ গিয়াছে তিনি একদিনও দেখিতে আসেন

নাই। অসুখের জন্য যদিও এমন কেহ চিন্তিত হয় নাই, তথাপি দেখিতে তো সকলে আসিত। কল্যাণীর মনে হইল, সামান্য একটা দাস দাসীরও ব্যারাম হইলে স্বামী তাহার তত্ত্বাবধান করেন। ধীরে ধীরে তাহার নাসাপথ হইতে একটা মৃদু অথচ দীর্ঘকালবাহী নিশ্বাস বহিয়া গেল। অন্য মনে কল্যাণী রেলিং ধরিয়া অগ্রসর হইতেছিল। সহসা কাহার কণ্ঠস্বর কর্ণে প্রবেশ করিল। থমকিয়া দাঁড়াইয়া কল্যাণী গবাক্ষপথে গৃহমধ্যে চাহিয়া দেখিল, একখানা কৌচের উপর বসিয়া তারাচরণ তাহার বক্ষে মস্তক রাখিয়া প্রফুল্ল অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় বসিয়া স্বামীর মুখপানে চাহিয়া হাসিতেছিল। তারাচরণ প্রেমভরে তাহার মুখখানা দুই হাতে ধরিয়া মুখের কাছে রাখিয়াছেন। দুই জনে কত কথা হইতেছিল তাহার ছত্রে ছত্রে বর্ণে বর্ণে ভালবাসা যেন উছলিয়া উঠিতেছে। মুগ্ধ তৃষিতনয়নে কল্যাণী চাহিয়া রহিল। তাহার ক্ষুদ্র বক্ষের মধ্যে রক্তটা তোলপাড় করিয়া তুলিতে লাগিল। নিম্নে উদ্যান হইতে বাহিত মৃদুল সুবাস তখন চারিদিকে দুরাশার স্বপ্ন সৃষ্টি করিতেছিল।

দাসী কক্ষমধ্যে আসিয়া খোকাকে দিয়া গেল। পতি পত্নীতে শিশুকে আদর করিতে লাগিল। প্রফুল্ল বলিল, 'কল্যাণী আজ ভাল আছে জ্বরটা হয়নি।" তারাচরণ কিছু বলিলেন না। আচ্ছা খোকার কি নাম হবে? ভাতের তো আর বেশী দেরি নেই।"

'তুমিই পছন্দ কর না।"

"অমূল্যকুমার বেশ নাম নয়কি। বেশ অমু অমু বলে ডাকব।'

"বেশ নাম, তাই রেখো। বড্ডতো হাস্‌তে শিখেছে, ছাখ ছাখ।" উভয় যুগপৎ শিশুকে চুম্বন করিলেন। তার পরে তারাচরণ ফিরিয়া প্রফুল্লকে চুম্বন করিলেন। প্রফুল্ল হাসিয়া উঠিল। কল্যাণী সরিতে চেষ্টা করিল, পারিল না।

প্রফুল্ল বলিল, 'এইবার বোধ হয় কল্যাণী সারবে। মধ্যে মধ্যে যে ভাবনাটা হ'ত।' তারাচরণ একটু থামিয়া বলিলেন 'এমন বেশী ভাবনার কথা কি? আমাদের যার প্রয়োজন ছিল তাতো পাওয়া গেছে।'

'ছি ছি, এমন কথা কি বলতে আছে?"

কল্যাণী ধীরে ধীরে রেলি ধরিয়া ধরিয়া নিজ কক্ষে ফিরিয়া গেল। কক্ষ মধ্যে তখন অন্ধকার। উপুর হইয়া সে শয্যার উপরে শুইয়া পড়িল হায় মানবের অভাব। তুমি যে যথার্থ কি, তাহা বুঝিলাম না। প্রফুল্ল যখন ক্রোড়স্থ শিশুকে দোলাইতে দোলাইতে স্বামীর বক্ষে মাথা রাখিয়া ভাবিতেছিল 'কল্যাণী কি ভাগ্যবতী।" তখন অন্ধকার কক্ষে শয্যার উপরে লুটাইয়া কল্যাণী অপরের সৌভাগ্যের কথা ভাবিতেছিল।

পরদিন প্রফুল্লকে অন্ন বলিল, 'রাত্রে ছোট বৌর বড় জ্বর হয়েছিল—এখনো ওঠেনি।"

৭

উপযুক্ত সমারোহের সহিত খোকার অন্নপ্রাশন হইয়া গেল। নাম হইল অমূল্যকুমার।

কল্যাণী ক্রমশঃ শয্যার সঙ্গে মিশিয়া যাইতে লাগিল। ডাক্তার দেখে, ঔষধ যথা সুনিয়মে চিকিৎসা হয় তথাপি অসুখ সারে না। সকলে ভাবে অতি সুখ বুঝি মানুষের সয় না। নইলে যারা ভাগ্যবান তারাই ব্যারামে বেশী ভোগে কেন?

অন্য নীচে কার্য্যান্তরে নিযুক্তা। কল্যাণী নিজ কক্ষে একেলা শুইয়াছিল। জানালা দিয়া বাতাস আসিয়া বেগে পাতুর মুখের উপর ছড়ানো রুক্ষ চুলগুলা লইয়া খেলা করিতেছিল। মুদিত চক্ষে কল্যাণী শুইয়াছিল। সহসা ললাটে কাহার শীতল হস্ত স্পষ্ট হইল,—চাহিয়া দেখিল স্বামী।

নিকটে বসিয়া তারাচরণ বহুক্ষণ নীরবে রহিলেন, তার পরে মৃদুস্বরে বলিলেন, 'কেমন আছ, কল্যাণী?' কল্যাণীর অভ্যস্ত 'ভাল আছি'—উত্তর আজ মুখে আসিল না। কল্যাণীর বোধ হইল স্বরটা বড় স্নেহসিক্ত। একবার বিস্ফারিত চক্ষে স্বামীর মুখের পানে চাহিল, চক্ষু নত হইয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে দর দর ধারে জল গড়াইয়া পড়িল। ব্যথিত প্রশ্ন হইল, 'কাঁদ কেন, কল্যাণী? ডাক্তার বলেছে শীগিরই ভাল হবে। নিশ্বাস ফেলিয়া কল্যাণী বলিল, 'আর ভাল হ'য়ে কি হবে?'

'কেন কল্যাণী—ভাল হবে বই কি।'

'না না আর নয় আমার কাজতো ফুরিয়েছে, আর বেঁচে কি একটুই জোর তারাচরণ চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কল্যাণীর শীর্ণ হস্ত নিজ হস্তে ধরিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন, ওকি কথা কল্যাণী। ওকথা কেন বলছ?' কল্যাণী পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শুইল,

চোখে বড় জল আসিয়াছিল। সাদরে তাহার মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে তারাচরণ বলিলেন, 'কল্যাণী, অমন ক'রে রয়েছ কেন? বড় কি কষ্ট হচ্ছে?" হ্যাঁ", "কি কষ্ট হচ্ছে? অতি ক্ষীণ কল্যাণী বলিল, 'মাথাটা বড় কেমন কচ্চে।' এই গন্ধটা শোঁক দেখি, মুখ ফিরিয়ে নাও গন্ধটা নাকে যাক্। মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকর মধুর সুবাসে কল্যাণী অনেকটা প্রকৃতিস্থা হইল। মৃদুস্বরে বলিল আর না এখন ভাল হয়েছে।' কল্যাণী হাত দিয়া শিশিটা একটু ঠেলিয়া দিবার চেষ্টা করিতেই তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া তারাচরণ স্নিগ্ধ স্বরে বলিলেন, সরিয়ে দিও না। আমার এই সামান্য সেবাটুকু আজ নাও তুমি। —কল্যাণী পূর্ণ চক্ষে স্বামীর পানে চাহিল। নির্ব্বাণোন্মুখ জীবন প্রদীপে একি অজস্র স্নেহধারা নিষেক? মরণোন্মুখ লতায় কেন আর এ শীতল বারি বর্ষণ? কল্যাণী চোখ বুজিল। 'নাও কল্যাণী আমার এই প্রথম তোমায় একটু দিতে আসা—নেবে না?" কল্যাণী সজোরে চক্ষু মেলিল। উচ্চ কণ্ঠে বলিল, 'না না—নেব না। তুমি যাও—তুমি যাও এখান আর তুমি কেন এসেছ? আর তো আমাকে দরকার নেই।" উচ্ছ্বাসের আবেগে শীর্ণদেহা দুর্ব্বল মস্তিষ্কা কল্যাণী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

৮

ক্রমশ কল্যাণী দিনে দিনে নিস্তেজ হইয়া পড়িতে আর বিছানা হইতে উঠিতে পারে না। বেশী কথা কহিতে পারে না। সন্ধ্যার পর মৃদু আলোকে অন্ন বসিয়া কল্যাণীর জন্য গ্রাসে

ঔষধ ঢালিতেছিল। কল্যাণী সহসা মোহের ঘোরে বলিয়া উঠিল "আর এসো না—আমি আর চাই না।" "কি বলছ কল্যাণী?" "তিনি বুঝি চলে গেলেন ঠাকুরঝি? রাগ করে গেলেন?"

'কি বলছ কল্যাণী—অমন করছ কেন? ওষুধ খাও।'

'ওষুধ? আর পারি না ঠাকুরঝি। "না খেলে কি অসুখ সারে?' "অসুখ? অসুখ আর সারান' হবে না ঠাকুরঝি।—আমাকে যে আর দরকার নেই বলে তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছি—আর বাঁচিও না।'

'বালাই তোমার কিসের দুঃখ তুমি রাজরাণী রাজমাতা।'—কল্যাণী মৃদু হাসিল।

দ্বিপ্রহর রাত্রে কল্যাণী বড় ছট ফট করিতে লাগিল। অন্য সভয়ে গিয়া গৃহিণী ও প্রফুল্লকে ডাকিয়া আনিল।

প্রফুল্ল আসিয়া কল্যাণীর মস্তক ক্রোড়ে লইয়া বসিল। গৃহিণী বাতাস করিতে লাগিলেন। কল্যাণীর চঞ্চলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। "কেন দিদি অমন করছ?" কল্যাণী হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল 'বড় কষ্ট।' কর্ত্তাকে ডাকানো হইল। ডাক্তার আনিতে লোক ছুটিল। বাড়ীতে একটু সোর গোল পড়িয়া গেল। কল্যাণী বলিল, 'কল্যাণি অমুকে কোলে নেবে?' "না দিদি।" গৃহিণী ভগ্ন কণ্ঠে বলিলেন, "আসুক না, মা নাও একটু।' কল্যাণী একটু জোরে বলিল, 'না দিদি, আমায় একটু শান্তিতে মরতে দাও। তার কথা একটু ভুলতে দাও দিদি। সে কেন তোমার পেটে হ'ল না?"

"কল্যাণী, থাম।'

ছোট থেকে, যে দিন এ বাড়ীতে পা দিয়েছি শুনে আসছি তার জন্যই তোমরা আমায় স্নেহ কর, কেন আমি কি কেউ নই দিদি? আমায় তোমরা ভাল বাস না? আমায় তোমরাই তো এনেছ? আমি কিসে দোষী দিদি?' গৃহিণী অশ্রুপূর্ণ চক্ষে বলিলেন, 'ষাট্ বালাই। তোমায় কে ভাল বাসে না মা? তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী।'

'না না, আমি কেউ নই, আমি কেউ নই। —ডাক্তার আসিয়া বলিল, 'পূর্ণ বিকার। প্রলাপ হইয়াছে।" গৃহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন অন্ন, তারাচরণকে ডাক্।" অন্ন কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। কল্যাণী ক্ষণে ক্ষণে দ্বারের দিকে চাহিতেছিল, জ্ঞান তখন ভাল ছিল না।

দাদা বাবু এলেন না, জ্যাঠাই মা।—নীচে চলে গেলেন।' গৃহিণী অশ্রু মুছিলেন। দাসী আসিয়া ডাকিল 'বৌদি। বৌকা বড় কাঁদছে থামাতে পাচ্ছি না শীগ্গির এসো।" প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। কল্যাণী প্রলাপ ঘোরে বলিল, দিদি। দিদি। কই এলেন না? তিনি যে এসেছিলেন—আমি যেতে বলেছি, তাঁকে ডাকো আর যেতে বলব না।" কেহ আসিল না।

অন্ন মুখের উপর পড়িয়া বলিল, কল্যাণী, কল্যাণ—বলছ?'

অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কল্যাণী বলিল, "এস, আর যেতে বলব না, এস।

নূতন পূজা

১

রায় গ্রামের রায়েরা বনিয়াদী বড় মানুষ ছিলেন। পূর্ব্বতন রায় বংশীয় কোন প্রধান ব্যক্তি এই গ্রামের স্থাপনা করেন। বহু প্রাচীন আম্রকাননের মধ্যে বৃহৎ শরোবা, কাল মাহাত্ম্যে স্বল্পসলিলা ভগ্নাবশিষ্ট ঘাট চতুষ্টয়ধারিণী রায়পুকুর" এখনো তাঁহার নাম বক্ষে ধরিয়া দিন দিন পঙ্কমাত্রাবশেষা হইতেছে। লুপ্তপ্রায় হাট এখনো রায়ের হাট" নামে পরিচিত। প্রাচীন দ্বাদশ শিবের মন্দির কালীমন্দির, বিষ্ণুমন্দির এখন জীর্ণ, বহুস্থান ভগ্ন, শ্রীভ্রষ্ট বিপুল অশ্বত্থ বট বৃক্ষে জড়িত প্রস্তর ফলক সকল কবে খসিয়া পড়িয়াছে, অতিবিশালা ইষ্টক স্তূপে পরিণত, তথাপি গ্রামবাসী মাত্রেই জানে ইহা রায়বংশেরই কীর্ত্তিকলাপের ভগ্নাবশেষ। মন্দিরে মন্দিরে আর আরতির শঙ্খ ঘণ্টা বাজে না, সন্ধ্যা সমাগমে ভক্ত গ্রামবাসী প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া জয় ব্রহ্মময়ী—জয় জনার্দ্দন রবে আরতির বাদ্যশব্দ ঢাকিয়া ফেলে না। পূর্ব্বপুরুষ দত্ত বৃত্তি স্বরূপ নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর ভোগী দেবল ব্রাহ্মণ দিনান্তে একবার আসিয়া দুটি ফুল ফেলিয়া দিয়া যায় মাত্র।

রায়েরা রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। পূর্ব্বপুরুষেরা রাজ সরকারে কার্য্য করিয়া রায় চৌধুরী উপাধি লাভ করায় বংশপরম্পরাগত বন্দ্যোপাধ্যায় পদবীটি লোপ পাইয়াছে। বিপুল রায়বংশ এখন একঘর গৃহস্থে পর্য্যবসিত। অধিকাংশ জ্ঞাতিরা জ্বর ও প্লীহাগ্রস্ত

হইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কতক বা দেশ ছাড়িয়া চাকরীর স্থানেই বসবাস করিতেছে। বর্ত্তমান রায় গৃহস্থালীতে চারি ভ্রাতা এক অন্নে সংসার করিতেছেন। জ্যেষ্ঠ শ্যামাপদ কলিকাতায় দেড়শত টাকা মাহিনার চাকরী করেন এবং বারমাস বিদেশেই থাকেন। মধ্যম তারাপদ বেকার অবস্থায় গৃহে বসিয়া, যে সামান্য জমা জমা ও বাগ বাগিচা আছে তাহার পর্য্যবেক্ষণ করেন, এবং কনিষ্ঠ ব্রহ্মপদ এণ্ট্রেন্স পাশ করিয়া সরস্বতীর নিকট বিদায় লইয়া প্রায়ই গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ায়, কখনও বা দু'দশ দিন বাড়ীতেই আসে না। ভ্রাতারা তাহার আশা ছাড়িয়া দিয়াছেন। মাতৃস্থানীয়া খুড়িমাতার সর্ব্বাপেক্ষা খেদের বিষয় এই যে 'দিদির বড় সাধের কোলপোঁছা' ব্রহ্ম তার বিয়ে দিতে পারলাম না। দিদি থাকলে কি আজ ভায়েরা এমন নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারত?" ইত্যাদি। খুড়িমাতার একমাত্র পুত্র দুর্গাপদ কলিকাতায় শ্যামাপদর নিকট থাকিয়া বৃত্তি পাইয়া এম এ অধ্যয়ন করিতেছে এ বাড়ীর সেই সর্ব্বাপেক্ষা ভরসার স্থল। কন্যা বাণী অকালে বিধবা হইয়া মাতা ভ্রাতাদিগের নিকটেই থাকে। গৃহস্থালীটি খুব জমকালো, বড় ভ্রাতার দুই পুত্র, দুই কন্যা, মেজ ভ্রাতার তিন কন্যা, দুই পুত্র, সেজ দুর্গাপদরও এক পুত্র, এক কন্যা কনিষ্ঠ ব্রহ্মপদরই কেবল কোন উপসর্গ নাই। ভ্রাতাদের দূর সম্পর্কীয় একজন পিসিমা ও মামিমা আছেন তাঁহাদেরও পুত্র কন্যা, নাতি নাতিনীও আছেন। একমাত্র ভগিনীও বালবিধবা বলিয়া বাণী চারি ভ্রাতার অত্যন্ত আদরের।

পোষ্য এতগুলি, কিন্তু উপার্জ্জন একজনের—তাহাও প্রচুর নহে, সেই জন্য সংসার অত্যন্ত বিশৃঙ্খল। ছেলে পিলে লইয়া বধূরা রাঁধিতে বা গৃহস্থালী দেখিতে পারেন না, অধিকন্তু বড় বধূ একজন দাসী নহিলে সন্তান পালনও করিয়া উঠিতে পারেন না,—কারণ এ জ্ঞানটুকু তাঁহার যথেষ্টই আছে,—যে তাঁহার স্বামীরই সব। সেই ত পাঁচ পরে খাইতেছে, নিজে কেন কষ্ট করিয়া মরেন? মেজ বধূও তাহার দেখাদেখি একজন দাসী রাখিয়াছেন। রন্ধনশালা ও গৃহস্থালীর যাবতীয় কার্য্যের ভার বিধবাদেরই উপর ন্যস্ত। সদ্ভাব থাকিলে ইহাতেও সংসার চলে, কিন্তু এস্থলে ঐটিরই একান্ত অভাব। বড় বধূ ও মেজ বধূতে তিলার্দ্ধ বনিত না। খরচে কুলাইবে না বলিয়া শ্যামাপদ স্ত্রীকে বাসায় লইয়া যান না, বড় বধূর ইহাই অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়। পৃথক্ হইলেই তাহার এ পথ যায়, এজন্য কলহে তিনি বদ্ধপরিকর।

মেজ বধূও লোক নিতান্ত মন্দ নহেন, কিন্তু কাহারও অন্যায় তিনি সহিতে পারেন না, মুখের মত জবাব দেন, খুড়িমা ও বাণী মাঝে পড়িয়া সে কলহের কিছুই করিতে পারেন না। সেবার বাড়ী আসিয়া শ্যামাপদ ত্যক্ত হইয়া বলিলেন—'পৃথক হইলেই যদি ঝগড়া থামে তবে পৃথক হওয়াই ভাল, আর ত' সহ্য হয় না।" এই কথায় কলহ কিছু থামিল বটে, কিন্তু কিরূপে পৃথক হইতে হইবে শ্যামাপদ ভাবিয়া পান না। বিষয় যা কিছু আছে তাহার অর্দ্ধেক দুর্গাপদর বাকী অর্দ্ধেকের তিন অংশের এক অংশ—তাহাতে একটা লোকেরও পোষণ হয় না। বাড়ীর অংশও সেইরূপ।

সুতরা পৃথক্ হওয়ার অর্থ, তাঁহার উপার্জ্জিত ধন কেবল তাঁহারি স্ত্রীপুত্রের সুখার্থে ব্যয় করা—কাজেই পৃথক হওয়া হইল না। "কর্ত্তার বড় তাগাদা পড়িয়াছে। আর বৎসর আসিয়া ব্যবস্থা করা যাইবে, এখন আমি চলিলাম—" বলিয়া ছুটী না ফুরাইতেই শ্যামাপদ কলিকাতা পলাইলেন। বড় বধূও ধরাশয্যা লইলেন।

২

বৈকালে তারাপদ বাহিরের রোয়াকে বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে কি ভাবিতেছিলেন এমন সময়ে রুক্ষকেশ মলিন বেশে ব্রহ্মপদ আসিয়া নিকটে বসিল।

তারাপদ বলিলেন—"এ পনের দিন কোথায় ছিলি?

ব্রহ্ম মৃদুস্বরে বলিল, 'যেখানে থাকি, অর্থাৎ ঠিক একস্থানে নয়।"

তারাপদ গম্ভীর মুখে বলিলেন কিন্তু কাজটা কি 'ভাল কর ব্রহ্ম? সংসার যে রকম হয়েছে এ অবস্থায় আর চলে না। তোমার সংসারের ভাবনা যদিও নেই, কিন্তু নিজেরও ত' একটা সংস্থান চাই, এবারে দাদা না হয় কিছু করতে পারলেন না, কিন্তু কতদিন সহ্য করবেন—তখন তুমি কি করবে?'

ব্রহ্মপদ অনেকক্ষণ নীরবে থাকিল, তারপরে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"কি জানি।"

তারাপদ বিরক্ত ভাবে বলিলেন "তুমি কি চিরদিনই সমান থাকবে? আমি কি কেবল নিজের ভাবনা ভাবছি, সংসারের পোষ্যগুলির দশা কি হবে?" তারাপদ উঠিয়া গেলেন।

ব্রহ্মপদ কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া বাটীর মধ্যে গেল। বাণী তাহাকে দেখিয়া ডাকিল— ওমা ছোটদা এসেছে কি চেহারা হয়েছে ছাখো।' খুড়িমা আসিয়া নিজের কপালে করাঘাত করিয়া বকিতে লাগিলেন। সহসা ব্রহ্মপদর চক্ষু হইতে কয়েক ফোটা জল গড়াইয়া পড়িল। তখন ব্যথিতা মাতার ন্যায় খুড়িমা তাহাকে নিকটে টানিয়া লইলেন। বড় বড় রুক্ষ কেশ গুলায় তৈল দিয়া পরিষ্কার করিয়া গাত্র হস্তপদ মুছাইয়া দিয়া ক্ষুদ্র বালকের ন্যায় টানিয়া লইয়া খাওয়াইতে বসাইলেন।

রাত্রে বাণী আসিয়া ব্রহ্মপদর চৌকীর নিকটে বসিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল ছোটদাদা।'

কে? বাণী?'

হ্যা কি হ'ল?'

ব্রহ্ম মৃদুস্বরে বলিল 'প্রায় পচিশটাকা লাভ হয়েছে এই নে। যদি এবারে হাজার টাকা দিতে পারিস, মাস তিনেক বাদে হাজার টাকা লাভ হবে। পাটের দাম এবার খুব চড়বে।

আচ্ছা, তা দিচ্ছি। কিন্তু এবারে দু'হাজার টাকা হ'লে মেজ দার কাছে দেওয়া যাবে। কি জানি ভাই, আমরা ছেলে মানুষ যদি কোথাও ভুল করে ফেলি। মেজদা একটা ভাল রকম ব্যবসা করবেন।'

সেই বেশ পরামর্শ।"

মাস তিনেক গত হইলে বাণী, তারাপদর পায়ের নিকটে দুই

হাজার টাকার নোট রাখিয়া বলিল "মেজদা, একটা ভাল ব্যবসা করে, এ টাকাটা খাটিয়ে দেন।"

তারাপদ জানিতেন শ্বশুরালয় হইতে বাণী শ পাঁচেক টাকা পাইয়াছিল—তিনি বিস্মিতভাবে বলিলেন—"এত টাকা কোথায় পেলি রে?"

"ছোটদা খাটিয়ে করে দিয়েছে।"

'কই ব্রহ্ম ত' কখনো কিছু বলেনি।"

'তোমরা বক্‌বে বলে।'

"বড় দু সাহসের কাজ করেছিলি বাণী।'

"সাহস না থাক্‌লে ব্যবসা হয় না—ছোটদা যে বলে।'

রাঢ় অঞ্চলের একস্থানে দেড়হাজার টাকা দিয়া জমি কেনা হইল, এবং অত্যন্ত ধমধামে চাষের কার্য্য আরম্ভ হইল। ব্রহ্মপদ তাহার অনুগত বহু কৃষককে জমির কার্য্যে নিযুক্ত করিল। তারাপদ কেবল তাহাদের খাইতে দিয়াই নিষ্কৃতি পাইলেন।

শ্রাবণ মাস। বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্র লক্ষ্মীর স্বর্ণাঞ্চলের ন্যায় ঝলসিতেছিল। তারাপদ আনন্দে খুড়িমাতার পদ বন্দনা করিয়া পক্ব ধান্য বাড়ীতে আনিয়া নবনির্ম্মিত গোলাবাড়ী পূর্ণ করিলেন বাণী বড়দাদাকে আনন্দ সংবাদ দিয়া শেষে লিখিল সেজবৌদের বাড়ী আনিবেন।" সেজবধূ দুর্গাপদর স্ত্রী, ধনীর কন্যা। অধিকাংশ সময় বাপের বাড়ীই থাকে। পূজার সময় শ্যামাপদ দুর্গাপদর সঙ্গে তাহারাও বাটী আসিল। গোলাবাড়ীতে লক্ষ্মীর অপূর্ব্ব আগমন দেখিয়া শ্যামাপদ আনন্দে বাণীকে বলিলেন,—

"হ্যাঁরে বাণী। লক্ষ্মীর সঙ্গে যে তোর ঝগড়া, এমন মিল করলি কিসে?"

বাণী লজ্জিত স্বরে বলিল—"যান ও কি কথা? তাঁরা হলেন দেবতা।"

তারপরে ঘরে গিয়া ভ্রাতৃবধূ কমলাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—'ঘরে আজ এই লক্ষ্মী এসেছে কিনা—তাই লক্ষ্মী উথলে উঠেছেন।"

কমলা তাহার গাল টিপিয়া ধরিয়া বলিল—'আহা কি কথার শ্রী।"

ক্রমে পূজার অবকাশ ফুরাইল। শ্যামাপদ বড়বধূর মেঘাচ্ছন্ন মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আর মুখ ভার কেন? এখন ত সংসারের ভাবনা বেশী ভাবতে হবে না—আসছে বার নতুন সিল্কের শাড়ী আর নেক্‌লেশ্ এনে শ্রীপদে অর্পণ করব।' বড়বধূ ঈষৎ প্রসন্ন স্বরে বলিলেন— দেখা যাবে পুরুষের যে কথা সেই কাজ।

৩

দুর্গাপদ এম এ পাশ করিয়া বাটী আসিয়াছে। বড় ভ্রাতারা বলেন আইন পড়, কিন্তু তাহার ইচ্ছা প্রফেসারী করে। কোনটাই স্থির নিশ্চিত না হওয়ায় সে কিছুদিন বাটীতেই বসিয়া রহিল। মাসখানেক পরে শ্যামাপদ কলিকাতা হইতে লিখিলেন 'ভাই, ফাঁকিমা ওকালতিতে কাজ নাই. তুমি যা ভাল বোঝ কর. এখন

সব চাকুরেরই একদশা। আমার ইচ্ছা করে কাজ ছাড়িয়া কোন ব্যবসা করি, কি করিব, আমাদের মূলধন নাই তাই অপমান সহিয়াও গোলামী করিতে হয়।' ভ্রাতারা পত্র পড়িয়া ব্যথিত হইল, কি করিবে উপায় ভাবিতে লাগিল। তারাপদ বলিলেন এবারে ঘর খরচ বাদে হাজার টাকা লাভ হয়েছে সেই টাকা দাদাকে পাঠানো যাক্।"

দুর্গাপদ হাসিয়া বলিল অত অল্প টাকায় কি ব্যবসা হয়।

বাণী দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। মাতার সহিত পরামর্শ করিয়া দৌড়িয়া আসিয়া বলিল— মার আর আমার গহনা আছে তাই বেচে দ্যাখো কত টাকা হয়, সেই টাকা বড়দাদাকে পাঠাও।

দুর্গাপদ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল এ ভিন্ন আর উপায় কি।

বধূ কমলা বাণীর উপরে অনেক অভিমান করিয়া বলিল— "বেশ ভাই আমি তোমাদের পর তাই আমার জিনিস নেবে না।" তাহার একান্ত দুঃখিত ভাব দেখিয়া বাণী হরিষে বিষাদে সে কথা দাদাদের জানাইল।

তারাপদ বলিলেন না—না তাকি হয়।"

দুর্গাপদ বলিলেন 'যদি বাণীর সর্ব্বস্ব আমাদের জন্যে উৎসর্গিত হতে পারে ত বোদেরও কিছু ত্যাগস্বীকার করা উচিত। বাণী, তবে এনে দে, আজই কলকাতা যাব।'

মেজবধূ শুনিয়া নিজের গহনা আনিয়া বাণীর হাতে দিয়া ব্রহ্মপদকে বলিলেন 'পুরোণোর বদলে নতুন চাই, বুঝ্‌লে ভাই।"

ব্রহ্মপদ হাসিমুখে নত মস্তকে বলিল "আশীর্ব্বাদ করুন।

কমলা ধনীর কন্যা তাহার অলঙ্কার বন্ধক দিয়া প্রায় চারি হাজার টাকা হাতে আসিল। শ্যামাপদ হর্ষ বিষাদে বলিলেন "তাঁরাই লক্ষ্মী—দেখি যদি তাঁদের পুণ্যেই মা ঘরে আসেন।"

ছয় হাজার টাকা মূলধনে চাউল ধান্য, পাট তুলার ব্যবসা চলিল। শ্যামাপদ আপিসের চাপকান চোগা ছাড়িয়া ধুতী চাদর পরিয়া চটী পায়ে মোড়া পাতিয়া আড়তের সম্মুখে বসিয়া কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তারাপদ ক্ষেত, খামার লইয়া এত ব্যস্ত হইয়া উঠিল যে খুড়িমাতা সর্ব্বদা দুঃখ করিয়া বলিতেন বাছা দিন রাতে খেতে শুতে পায় না, একি গেরো হ'ল।'

দুর্গাপদ কলিকাতায় প্রফেসারী করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রথম উপার্জ্জনের টাকায় ব্রহ্মময়ীর মন্দিরের সংস্কার হইল।

তারাপদ শ্যামাপদকে বলিলেন 'বস্ত্রটা কতকগুলো তাঁতি মুটিয়ে চার পাঁচখানা তাঁত বুনাতে আরম্ভ করেছে—কতকগুলো টাকা জলে পড়বে দেখছি।"

শ্যামাপদ সস্নেহে বলিলেন 'আহা তা করুক্ ওতে কতই বা যাবে।

শ্রাবণ মাসে শ্যামাপদ বলিলেন— একবার কলকাতায় যেতে হবে, পূজোয় কার কি চাই বল দুর্গাকে ব'লে আস্‌বো।

সকলে ইচ্ছামত ফরমাস্ করিতে লাগিল। কেহ ভাল জামা, কাপড়, কেহ ছেলে মেয়ের পোষাক নব বিবাহিতা কন্যারা বাণীর দ্বারা সাবান চিরুণী গন্ধতেল, এসেন্স তরল আলতা প্রভৃতির ফরমাস করিল।

খুড়িমাতা বলিলেন 'আমার জন্যে একশো টাকা রাখিস।' লক্ষ্মীজনার্দ্দনের অঙ্গসেবা করাতে হবে।"

বাণীর দিকে চাহিয়া শ্যামাপদ বলিলেন 'তোর কি চাইরে বাণী ?"

বাণী হাসিয়া বলিল "এর পরে বলব—ফিরে আসুন তো।

শ্যামাপদ শ্রাবণ মাসের শেষে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন "কলকাতায় এবার হুলস্থল কাণ্ড তোমাদের পরমাণে যা দেশী জিনিস আছে দুর্গা নিয়ে আসবে। কিন্তু বিদেশী জিনিস এবারে কেউ পাবে না।

স্বদেশী আন্দোলন তখন সে গ্রামেও পৌঁছিয়াছিল বালিকার ও তাহাদের মাতারা ভাল পোষাকাদি পাইবেনা শুনিয়া ভাবিয়া অস্থির হইল।

বাণীকে শ্যামাপদ বলিলেন এখন তোর কি চাই বল ?

বাণী হাসি হাসি মুখে বলিল বলি তবে ? দেবেন ত ?

"নিশ্চয় দেব।"

"অনেক টাকা খরচ হবে কিন্তু।'

"তা হোক্ তুই বল্।"

দাদা আমার বড় ইচ্ছে করে বাড়ীতে দুর্গা পূজা হয়। আমার স্বপনের মত মনে পড়ে, বাড়ীতে পূজো হ ত, কত ঘটা হ'ত। পূজোর দিনে চারিদিকে সানাই বাজে, আর আমাদের ঠাকুর দালানের দিকে চেয়ে প্রাণ কেমন করে। মনে হয় আমাদের ঘরে কি আর মা আসবেন না।"

বাণীর উদ্বেলিত করণ কণ্ঠে ব্যথিত হইয়া শ্যামাপদ বলিলেন, "আর কিছু হোব্ না হোব্, তোর এ সাধ পূর্ণ হবেই হবে। আমরা এবার মাকে ঘরে আনবো।" তারাপদ বলিলেন "টাকা বেশী নেই, অন্তত শ'পাঁচেক টাকা ত' হাতে চাই।'

দুর্গাপদ কলিকাতা হইতে লিখিল, বধূদের বিলাসিতা হইতে নিবৃত্ত হইতে উপদেশ দেন। এতদিন আমরা বিলাসী ছিলাম, তাহারা সহধর্ম্মিণী, কাজেই তাদেরও বিলাসিতা মানাইয়াছিল। এখন আমরা ভিখারী তাঁহাদেরও ভিখারিণী সাজিতে হইবে। যখন আমরা ঠেঁটি ধরিয়াছি, সিল্কের শাড়ীর পরিবর্তে তাঁহাদেরও এবার মোটা শাড়ী পরিতে হইবে।"—শুনিয়া বড়বধূ পুনর্ব্বার শয্যা লইলেন।

৮

পূজার দিন নিকটে আসিল। হাতে টাকা নাই অথচ প্রচুর দ্রব্যের বায়না দেওয়া হইতেছে, তারাপদ ভাবিয়া আকুল। এমন সময় ব্রহ্মপদ শ্যামাপদর পায়ের নিকটে পাঁচশত টাকা রাখিয়া প্রণাম করিয়া বলিল আমার তাঁতিরা এবার এই লাভ করেছে।

বিস্মিত, পুলকিত ভ্রাতা দুই হস্তে তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়া আলিঙ্গন করিলেন। ব্রহ্ম পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইল, কেননা বধূরা অন্তরালে হাসিতেছিল।

দুর্গাপদ বলিল—'শোন শোন। এবার আমরা মার পায়ে

কি বলি দেব শোন। বিলাসিতা অলসতা, পরমুখপ্রেক্ষিতা দাস্য লোলুপতা।'

তারাপদ ডাকিলেন—'ও বাণী। এবার তোর ভাই গজাননের বক্তৃতাটা শোন।' হাস্যে আনন্দে কয়দিন কাটিয়া গেল। পরদিন ষষ্ঠী সানাইদার বড় মধুর স্বরে তান ধরিল'—

'গা তোল, গা তোল, বাঁধ মা। কুন্তল
ওই এল পাষাণী, তোর ঈশানী।"

সপ্তমী অষ্টমী নবমী বড় আনন্দেই কাটিল। কত দীন দুঃখী পেট ভরিয়া খাইল। কোমরে কাপড় জড়াইয়া বাণী অন্নপূর্ণার মত অন্ন পরিবেশন করিতে লাগিল। সর্ব্বাপেক্ষা তাহারই অধিক আনন্দ।

ক্রমে দশমী আসিল। পূজার দিন এবার বালক বালিকারা নূতন কাপড় চাহে নাই অথচ সকালে বলিল— কাপড় কই।

দুর্গাপদ বলিলেন ব্রহ্ম জানে। তার তাঁতের কাপড় খুব ভাল হচ্ছে, এবারে তাই পূজোর কাপড়।

বন্ধু একবস্তা কাপড় আনিয়া সম্মুখে ফেলিয়া দিল। কাপড় এমন কিছু ভাল নয়, তবুও সকলে নূতন কাপড় বলিয়া অহঙ্কার অনুভব করিল।

বাণী আসিয়া ডাকিল 'ঠাকুরুণ বরণের সময় হয়েছে, তোমার কাপড় চোপড় প'রে নাও মেজবৌ হাসিয়া বলিল— ঠাকুরঝি কাপড় তো হ'ল, এখন তোমরা ভাইবোনে কি গয়না দিচ্ছ দাও দেখি. নূতন কাপড় গয়না পরে ত' প্রতিমা বরণ কত্তে হয়।'

তৃণাপদ কয়েক জোড়া শাখা আনিয়া দিয়া, ~
এই গহনা হ ল।'

কমলা তাড়াতাড়ি বাণীর নিকটে বলিল বা ৫ ।
পরিয়ে দাও ত ভাই।"

মেজবধূ হাসিয়া বলিল 'বেশ ভাই। হাসি মুখে যা দেবে।

বন্ধু আস্তে আস্তে বলিল 'এবার আমার তাঁতে আপনাদের গয়না হবে, কিন্তু—কিন্তু সাহেব বাড়ীর নেক্‌লেশ্ ছাড়া।'

বাঙ্গালীর বাড়ীই যদি তোমরা পছন্দ কর, সাহেব বাড়ীতে তবে আমাদের কাজ কি ভাই।'

বড়বধূ আধার মুখে "আমার মাথা ধরেছে' বলিয়া ঘরে ঢুকিলেন। প্রতিমা বরণান্তে খুড়িমা বলিলেন বছর বছর এমনি করে এস মা। যখন এসেছ তখন আর যেন বধিত কোরো না। তখন সকলেই চক্ষ মুছিল।

তাহার পর বিজয়ার সম্মিলন। গ্রামবাসীরা অদ্য সকলে রায়েদের বিগ্রহ মন্দিরের প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া প্রণাম, আশীর্ব্বাদ ও আলিঙ্গনের ধূম পড়িয়া গেল। প্রাচীনেরা প্রণত চারি ভ্রাতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন আবার রায়বংশ তেমনই উজ্জ্বল কর, সকলের মঙ্গল কর, তোমাদের মঙ্গল হ'ক্।

ওদিকে কমলা গিয়া বড় বধূর রোগাগারের দ্বার ঠেলিয়া বলিল 'বড়দি। ন'পাড়া থেকে দিদিরা এসেছেন যে।"

ন'পাড়ার জমীদার বাড়ীতে কমলার ভগ্নীর বিবাহ হইয়াছিল। এবারে পূজায় তাঁহাদের এবাড়ীতে নিমন্ত্রণ হইয়াছিল, সেই বস্ত্র

আভরণ দীপ্তা, সৌভাগ্যবতীদের আগমন সংবাদ বড়বধূ মরমে' মরিয়া গেলেন। কিন্তু দ্বার ঠেলিয়া তাঁহারা সেই গৃহে প্রবেশ করিতেই বড়বধূ চমকিয়া উঠিলেন। দেখিলেন অতি সামান্য বেশেই তাঁহারা আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। বড়বধূ ধীরে ধীরে শয্যা হইতে উঠিয়া বলিলেন— একি ভাই। আজ যে নূতন সাজ।"

এবার যে ভাই সবই নতুন।

কমলার দিদি বিমলা বলিল আর ভাই, পুরুষেরা যদি মোটা কাপড় পোরে, জুতো না পায়ে দিয়ে বেড়ান, ত' আমরা কোন লজ্জায় বাবুগিরি করি।"

বড়বধূ একটু বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলিলেন 'কিন্তু এসেন্সের গন্ধটা তো আছে।'

জমিদার বউ হাসিয়া উত্তর করিলেন "উৎসবে আনন্দে ফুলের সৌরভ একটু আধটু না হ'লে মানায় না। ওযে দেশী।'

প্রায়শ্চিত্ত

১

হরিশপুরে অদ্য মহাধূম। জমিদার নবকিশোর বাবুর ৺শ্রী নীরজার বিবাহ। উৎসবের আলোকে গ্রামের বৃক্ষগুলি আলোকময় হইয়া উঠিয়াছে। অনবরত বাদ্য ও জনকোলাহলে কাহারও ভাষা বুঝা যাইতেছে না, কেবল একটা কর্ণবধিরকারী তুমুল শব্দ, আলোক, এবং জনসমূহের চাঞ্চল্য একটা মহা সমারোহের ব্যাপার জ্ঞাপন করিতেছে।

যথাসময়ে বাদ্য ও কোলাহল দ্বিগুণ হইল। চতুর্দ্দোলে চড়িয়া একটি অজাতশ্মশ্রু বরবেশী বালক আসিয়া সভায় বসিল। নবকিশোর বাবু নবজামাতার চাঁদমুখখানি দেখিয়া আনন্দে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র বিমলাচরণের একেবারে বিপরীত ভাব দৃষ্ট হইল। তিনি একটি নিভৃত কক্ষে একজন প্রিয়তম বন্ধুর সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। বন্ধু বলিলেন কিহে বিমলা এই বুঝি এডুকেশন? একটা অপগণ্ড বালকের সঙ্গে সপ্তমবর্ষীয়া কন্যার এইরূপে বিবাহ দিয়া বুঝি সমাজসংস্কার করিতেছ? ভারতের সর্ব্বনাশকারী বাল্যবিবাহ রোধ ও স্ত্রী শিক্ষার প্রবর্ত্তনের জন্য যে জীবন উৎসর্গ করিবে বলিয়াছিলে সে সব দীর্ঘ ছন্দে বক্তৃতা, দীর্ঘশ্বাস, সমাজের দুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন সব বুঝি (Messএর tea pot) মেসের চা দানীর ধোঁয়ার মেঘে জন্মিয়াছিল?" বিমলাচরণ চশমাটা নিষ্কারণে খুলিয়া, মুছিয়া,

গোঁপ দাড়ীটা চুমরাইয়া আবার তাহা পরিয়া বলিলেন 'কি করি বল ? তাঁহাদের মতে নীরজার বিবাহ দেব না, এই কথা বলাতে বাবা একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন তাহা হইলে তোকে ত্যাজ্যপুত্র করিব জেনে রাখিস্। বাবার যে কথা সেই কাজ, জান তো ভাই, কাজেই চুপ করিতে হইল। বাবা বর্ত্তমানে আমার কোন আশাই পূরিবে না।" বন্ধু বলিলেন 'হা ত্যাগ করা অমনি মুখের কথা।" বিমলাচরণ বলিলেন 'সে কথা পরে হবে বাবা হয়তো এখনি ডাক্‌বেন। অমন বিবাহ আমি দিতে পারিব না, চল একটু রাস্তায় গিয়া বেড়াই।' বন্ধু বলিলেন সে ভয় করিও না, সাত বছরের গৌরীদানের ফলে তোমার বাবা তোমাকে ভাগ বসাতে ডাকিবেন না।' তা না হলেও হয়তো দেখ্‌তে ডাকবেন, চল একটু ও দিকে যাই।" দুই জনে বাটি হইতে বাহিরে বেড়াইতে গেলেন। কর্ত্তা নবকিশোর বাবু শুনিয়া বলিলেন ওটা উচ্ছন্ন গেছে।'

বিবাহ আরম্ভ হইল। নীরজার শুভ্র কোমল ক্ষুদ্র হস্তখানি লইয়া আর একখানি শুভ্র কোমল হস্ত বাধিয়া দিবার সময় নবকিশোর বাবুর চক্ষে অনাহূত এক ফোটা অশ্রু আসিয়া পড়িল, তাঁহার আদরের গৌরী আজ পরের হইল বলিয়া না কি ?

বিবাহের পরে বর কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া নবকিশোর বাবু আশীর্ব্বাদ করিলেন। নীরজা তখন ঘুমে ঢুলিয়া পড়িতেছিল। সমস্ত দিনের উপবাসে ও একটা অজ্ঞাত আনন্দ ও শ্রমে তাহার

শুভ্র সুন্দর শুচি মুখখানিতে অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষের [illegible] একটা ম্লান ক্লান্তির ছায়া পড়িয়াছিল। নবকিশোর [illegible] তাহার স্বেদসিক্ত ক্ষুদ্র ললাটে চুম্বন করিলেন। [illegible] তাঁহার কম্পিত ওষ্ঠ ঘুরিয়া বেড়াইল। সেই মুহূর্ত্তে [illegible] প্রমুখ সকলের চীৎকারে তন্দ্রাচ্ছন্না বালিকা চমকিয়া উঠিল। নবকিশোর বাবু সভয়ে চাহিয়া দেখিলেন যে, বরণডালার প্রদীপের উপরে নীরজার বস্ত্রের স্বর্ণাঞ্চল পড়িয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

অন্য কেহ তাদের নিকটে না আসিতে আসিতেই বর নীরজার অঞ্চল টানিয়া লইয়া হস্তস্থ দর্পণের আঘাতে ও ফুৎকার দিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করিল। নীরজা দেখিল তাহার বরটিতো বেশ সাহসী। বরও সেই সময়ে একবার সভয় ও চকিত দৃষ্টিতে তাহার বধূর মুখখানি দেখিয়া লইল। অগ্নি নির্ব্বাণের পরেও সে দুই তিন বার চোখ তুলিয়া কন্যার দিকে চাহিয়াছিল।

অগ্নি নিভিল কিন্তু নবকিশোর বাবুর মনের ধূমরাশি মিলাইল না। একি অলক্ষণ।

তাহার পরে নীরজা শ্বশুরবাড়ী যাইল। তিন চারি দিন পরে ফিরিয়া আসিয়া নবকিশোর বাবুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল আমায় কোথায় পাঠিয়েছিলে, আমার বাবার জন্যে কত কান্না পেত, দাদার জন্যে কান্না আসত সব চেয়ে তোমার জন্যে কাঁদতাম, আর মন কেমন করত। আর আমায় সেখানে পাঠিও না, দাদা বাবু'। নবকিশোর বাবু কাতর হইয়া বলিলেন 'ছি দিদি, ও কথা বলো না কেমন সুন্দর শাঁখা পরেছ, সিঁদুর পরেছ। আরে তারা আমার

দিকে যে একেবারে মেয়ে মানুষ সাজিয়া দিয়েছে। দেখি দেখি লজ্জায় নীরজা দাদা বাবুর কোলে মুখ লুকাইল।

চারি মাস পরে সপ্তমী পূজার দিন নবকিশোর বাবু পূজান্তে নীরজাকে কোলে লইয়া নিকটে নবমবর্ষীয় পৌত্র সুরেন্দ্রকে লইয়া বসিয়া আগমনীর শানাইয়ের আলাপ শুনিতেছিলেন এবং ভক্তির— উচ্ছ্বাসে এক একবার কাঁদিয়া ফেলিতেছিলেন। কারণ না বুঝিয়া ও দাদাবাবুর চোখে জল দেখিয়া নীরজার চোখেও জল আসিয়াছিল। চারিদিকে আনন্দ কোলাহল। সহসা একখানি পত্র আসিল, সংবাদ— জামাতা ব্রজনাথ মারা গিয়াছে।" নবকিশোর বাবু কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া নীরজাকে ক্রোড়ে করিয়া একটা কক্ষে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। বাহিরের ক্রন্দন কোলাহল শুনিয়া নীরজা কারণ জানিতে চাহিলে তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন "দিদি তুই এই খানে থাক্, বাহিরে যাসনে।" প্রতিমার সেই সপ্তমী পূজার দিন ভিন্ন আর পূজা হইল না। জমিদারবাড়ীর দুর্গোৎসব সেই হইতে বন্ধ হইল।

কয়েক দিন পরে বিমলাচরণ শোকাকুল হইয়া নবকিশোর বাবুকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন। নবকিশোর বাবু একটীও উত্তর না দিয়া নীরবে শুধু অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। শেষে বিমলাচরণ বলিলেন "আমি আপনার নিকট হইতে চলিলাম, উপার্জ্জনক্ষম হইলে স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া যাইব। আপনি অল্প বয়স

হইতে আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, বালক [illegible] দিয়া আমার সমস্ত জীবন অসার করিয়া [illegible] না হইলে এত অল্প বয়সে আমাকে এরূপ সাংঘাতিক [illegible] জীবনের সূত্রপাত দেখিতে হইত না। আমি কি আশা করিয়াছিলাম আমি কি হইতাম তাহা আপনাকে আর কি বলিব আপনার অদৃষ্টে সেইরূপ পুত্র নাই, তাই আমার সর্ব্বনাশ করিলেন। যাক্ আমি চলিলাম আপনি জাতিকুল লইয়া থাকুন। মর্ম্মাহত নবকিশোর পুত্রের হাত ধরিলেন। পুত্র শুনিল না, যাইবার সময় বলিয়া যাইল 'নীরজাকে তাহার বৈধব্যের কথা বলিবেন না, আমি আপনার ন্যায় নির্ম্মম নই আমি তাহার পিতা তাহাকে সুখী করিবার চেষ্টা করিব।

বিমলাচরণ উপার্জ্জনেচ্ছায় কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। নবকিশোর বাবু চক্ষু মুছিতে মুছিতে নীরজা ও সুরেন্দ্রকে কোলে লইয়া বসিলেন। পোত্র সুরেন্দ্রের অপেক্ষা নীরজাকে তিনি অধিক ভাল বাসিতেন।

বিমলাচরণ বলিয়া গিয়াছে 'নীরজাকে বৈধব্যের কথা জানাইও না। নবকিশোর বাবু ভাবিয়া ভাবিয়া বুঝিলেন ইহা না জানাই ভাল যতদিন না বুঝে সুখে থাকিবে। তবে বিমলাচরণের শেষের কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলেন না।

প্রথমে যখন নীরজার সিঁতির সিঁদুর মুছিয়া ও নোওয়া খুলিয়া দেওয়া হইল, তখন সে অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিল। কান্না কাটীতেও সে ততোধিক বিস্মিত হইল। তাহার মাতাকে কারণ

জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বেশী কাঁদিয়া উঠিলেন। সেইজন্য আর নীরজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল না। একদিন ভয়ে ভয়ে তাহার দাদাবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। যখন দেখিল দাদাবাবুও মুখ ঢাকিলেন তখন সে তাহার কৌতূহলবৃত্তি প্রশমিত করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল, সে ক্রমে সব ভুলিয়া গেল। সুন্দর বরটীর কথা বিবাহের পর প্রথম প্রথম কয়েক দিন মনে পড়িয়াছিল, তারপরে একটী খেলানা পাইলে শিশু যেমন হারান খেলানাটী ভুলিয়া যায়, নীরজাও তেমনি বরটীর মুখখানি বিস্মৃত হইয়াছিল। তবে যখন তাহার বরের কথা সকলে বলিত তখন সে জানিত তাহার বর বলিয়া কেহ ছিল। তাহার পরে সে সব কথা আর কেহ বলিত না কাজেই সেও তাহাকে ভুলিয়া গেল। মনে করিয়া দিবারও কেহ ছিল না কেননা নবকিশোর বাবু কোনও বালক বালিকার সহিত তাহাকে খেলিতে বা মিশিতে দিতেন না। নীরজার জ্ঞানের উন্মেষ হইলে ভ্রাতা সুরেন্দ্র ও দাদাবাবু তাহার খেলার, গল্পর আমোদের ও হাসির সঙ্গী, এখনও তাহাই।

নবকিশোর বাবু পূর্ব্বে তাহাকে পড়িতে শিখাইয়াছিলেন এখনও তিনি একাগ্রচিত্তে নীরজার শিক্ষার দিকে যত্ন করিতে লাগিলেন। যেমন পাঠ্য পুস্তক পড়াইতেন সেই সঙ্গে রামায়ণ মহাভারত, সীতার বনবাস, রামবনবাস প্রভৃতি পড়াইতেন এবং সন্ধ্যায় ও সকালে বাগানে গঙ্গার সোপানে নীরজা ও সুরেন্দ্রকে দুই দিকে বসাইয়া আপনি মধ্যে উপবেশন করিয়া কত নীতিপূর্ণ

[illegible] দেখিতেন। কেমন করিয়া পাঁচ বৎসর [illegible] লোচনকে আকুলপ্রাণে ডাকিতে ডাকিতে [illegible] হইয়াছিল তাহার দুখিনী মাতার করুণ বি[illegible] কেমন [illegible] গাছের পাখীগুলাও কাঁদিয়া উঠিয়াছি। [illegible] নামে সর্ব্বত্যাগী হইয়া কত বিপদ হইতে [illegible] পড়িয়াছি।। রাজকন্যা সীতা ও সাবিত্রীর কথা তাঁহারা কেমন করিয়া পিতা মাতা শ্বশুর, শ্বশ্রূ পতি ও আত্মীয় স্বজনকে প্রীত করিয়াছিলেন। রাজকন্যা হইয়া তাঁহারা কত কষ্ট সহিয়াছিলেন। কেমন করিয়া সাবিত্রী যমের নিকট হইতে মৃত পতিকে বাঁচাইয়াছিলেন ইত্যাদি বহু নীতি ও ভাবপূর্ণ কথা নবকিশোর বাবু গম্ভীরকণ্ঠে তাহাদিগকে বলিতেন। কখন কখন নবকিশোর বাবু রামবনবাসের ও সীতাবিসর্জ্জনের ছবি আনিয়া সেই শোকাবহ ঘটনার গল্প বলিতেন। তখন নীরজা শোকাভিভূত ও ব্যথিতহৃদয় হইয়া সত্য সত্যই কাঁপিয়া উঠিত। আবার রামের বন হইতে পুনরাগমন রাজ্যপ্রাপ্তি, সীতা উদ্ধার শুনিয়া শান্ত হইয়া শয্যায় গিয়া শয়ন করিত। রাত্রিকালে সেই সকলই স্বপ্নে যেন প্রত্যক্ষ দেখিত।

প্রভাতে নবকিশোর বাবুর সহিত পুষ্প চয়ন করিয়া আনিয়া নীরজা তাঁহার পূজার আয়োজন করিয়া দিত। নবকিশোর বাবু চন্দনের ফোটা পরিয়া তাহাকে একটী পরাইয়া দিতেন। তখন নীরজা পড়িতে বসিত। নবকিশোর বাবুর পত্নী বর্ত্তমান ছিলেন না সুতরাং নীরজার মাতাই গৃহিণী।

বাহিরে ভিক্ষার্থী আসিলে নবকিশোর বাবু তাহাকে অন্দরে ডাকিয়া আনিতেন। নীরজা মহানন্দে তাহাকে নিজে পরিবেশন করিয়া ভোজন করাইত। পরে তাহার প্রার্থিত এবং নীরজার হাত দিয়া তাহাকে দান করাইয়া, নবকিশোর বাবু তাহাকে বিদায় দিতেন। নীরজার আনন্দে নবকিশোর বাবু ক্রমশ সব দুঃখ ভুলিতে লাগিলেন। তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিসে এই কোমল কলিকাটির গায়ে সংসারের একটুও রৌদ্র না লাগিতে পারে। তাই নিজের বিশ্বাস চেষ্টা ও পবিত্রতার দ্বারা নীরজার মুকুলসদৃশ জীবনটি ধীরে ধীরে প্রস্ফুট করিতে লাগিলেন। হায় নির্ব্বোধ মানব। কার্য্যকারণপরম্পরাগ্রথিত নিয়তির যে গতি তোমার কি সাধ্য তাহা রোধ কর। বৃথা আকুল চেষ্টায় ব্যাকুলপ্রাণে নিয়মের শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিতেছ।

এমন করিয়া দুই বৎসর কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে সুরেন্দ্রকে বিমলাচরণ এক বৎসর পরেই কলিকাতায় লইয়া গিয়াছেন। সেখানে বিমলাচরণ ওকালতি করেন, এখন বেশ পসার হইয়াছে। তিনি স্ত্রী ও কন্যাকে পাঠাইবার জন্য পিতাকে লিখিয়াছিলেন। নবকিশোর বাবু কোন উত্তর না দেওয়ায় পুনর্ব্বার লিখিয়াছেন যে আমি পূজার বন্ধে গিয়া তাহাদিগকে লইয়া আসিব, তাহাদিগকে প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন।

অপরাহ্ণে নবকিশোর বাবু গঙ্গার সোপানের একটি বসিয়াছিলেন। সেই গঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে ক তাঁহার এপাশ পাশ দিয়া ভাঙ্গিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহা ভাবিতেছিলেন। আর তিনি দেখিতেছিলেন যে, এইমাত্র ধরণী রৌদ্র বুকে ধরিয়া হাসিতেছিল ক্রমে ক্রমে সেই রৌদ্র পৃথিবী হইতে সরিয়া গিয়া গাছে উঠিল এব ক্রমে গাছের অগ্রভাগে তাহার একটুমাত্র অবশিষ্ট রহিল। আকুলা ধরণী যেন বৃক্ষরূপে শ্যাম হস্ত উর্দ্ধে তুলিয়া সেই কিরণটুকু ধরিয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। হায়। এটুকুও বুঝি আর তাহার থাকে না। তাহা মনে ভাবিতে ভয় করিতেছে সেই আধারের বিবাটমূর্ত্তি বুঝি তাহার উপর ঝাপাইয়া পড়িতে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে। নবকিশোর বাব ভয়ে চক্ষু মুদিলেন।

পিছন হইতে নীরজা ডাকিল 'দাদা বাবু।' নবকিশোর হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহাকে টানিয়া আনিয়া নিকটে বসাইলেন। নীরজা বলিল দাদা বাবু।' তিনি বলিলেন 'কি দিদি ?'

তুমি সে দিন বারণ করে দিয়েছিলে, তবুও আবার দাদা পাখী মেরেছে। একটা শালিক পাখী মেরেছে" এই বলিতে বলিতে নীরজা কাঁদিয়া ফেলিল। নবকুমার বাবু আশ্চর্য্য ও একটু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন 'বটে, কথা শোনেনি, এবার ভাল করে শাসন করে দিব, কাঁদিসনে দিদি।" নীরজা চক্ষু মুছিতে

মুছিত ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠে বলিল 'আমি বলুম, দাদা মের না মের ন , তাহাতে দাদা হেসে বল্লে 'বা না মারলে বুঝি শাস্তের ঠিক হয় ? আমি অমন কত পাখী মারি বাবা আমাকে মারতে বলেন দাদা বাবুর কথা আমি শুনব না'। নবকিশোর বাবু নীরবে বসিয়া রহিলেন। নীরজা বলিল 'দাদা এই কদিন মোটে এসেছে, তার মধ্যে কত পাখী মারলে, দাদাবাবু তুমি বারণ করে দিও।" নবকিশোর বাবু ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন 'সে আমার কথা শুনবে না দিদি।" নীরজা বিস্মিত হইয়া বলিল 'কেন ?"

"তার বাপ মারতে বলে দিয়েছে। বাপের কথা কি অমান্য করতে আছে।"

দুই জনে কিছুক্ষণ গঙ্গার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। নীরজা সহসা বলিল 'দাদা বাবু, গঙ্গার একটা ঢেউও দাঁড়ায় না কোথায় যায় ?"

নবকিশোর বাবু বলিলেন "কি জানি দিদি, তাই ভাবছি কোথায় যায় ?" নীরজা দাদাবাবুর কণ্ঠস্বরে অন্য রকম ভাব বুঝিয়া কথাটা উল্টাইয়া ফেলিল। শৈশব হইতে সে কথা উল্টাইতে শিখিয়াছে। বালিকাসুলভ কৌতূহলের বশে সে এমন অনেক কথা বলিয়া ফেলিত যে, তাহাতে তাহার দাদাবাবুর মুখ মসিময় করিয়া দিত। অমনি নীরজা বুঝিত যে, সে কি বলিতে কি বলিয়াছে, তখনি হাসিয়া আর একটা প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া দাদাবাবুর মুখ প্রফুল্ল করিতে চেষ্টা করিত। আজও হাসিয়া বলিল "দাদাবাবু পড়া নেবে না ?"

নবকিশোর বাবু—'আজ থাক্ দিদি।"

নীরজা—"তবে বেশ ভাল দেখে একটা গল্প বল

নবকিশোর বাবু গল্পের অবতারণা করিবামাত্র "একটু দাঁড়াও দাদাকে ডেকে আনি।" সুরেন্দ্রকে লইয়া তখনি নীরজা আসিয়া উপস্থিত হইল। নবকিশোর বাবু গল্প আরম্ভ করিলেন।

সেই অন্ধ মুনির কথা। বালক সিন্ধু কেমন করিয়া প্রত্যহ অন্ধ পিতাকে লইয়া বনে বনে বেড়াইয়া বেড়াইত। শৈলখণ্ডে নির্ঝরের কাছে বসিয়া পিতার পদসেবা করিত, বলল দিয়া বাতাস করিত, বনে বনে ফল খুজিয়া বেড়াইত। তার পরে একদিন সন্ধ্যার পর নদীতটে কলসীতে জল ভরিতে ভরিতে এক অদৃশ্য হস্তের শর আসিয়া তাহার বক্ষে বিদ্ধ হইল। বালক লুটাইয়া পড়িল। ভীত দশরথ রাজা সেই মৃত দেহ লইয়া অন্ধ মুনির নিকট চলিলেন। অন্ধ মুনি প্রতি পত্রশব্দে ভাবিতেছিলেন "এই বুঝি আমার সিন্ধু আসিতেছে"। হা অদৃষ্ট, সিন্ধু তৃষ্ণার্ত পিতার জন্য জল আনিতে গিয়াছিল, তাহার মৃতদেহ দশরথ রাজা অন্ধ মুনির ক্রোড়ে দিলেন। সহসা নবকিশোর বাবু বালকের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন। অশ্রুপূর্ণ নয়নে নীরজা স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল। বিমলাচরণ আসিয়াছেন। নবকিশোর বলিলেন "এইখানে আসিতে বল।" ভৃত্যের প্রস্থানের পরই বিমলাচরণ আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিল। কিয়ৎক্ষণ পরে

নিজেই আরম্ভ করিল 'আমার শরীর খারাপ, সেখানে একা থাকতে অসুবিধা হয়, কল্য ইহাদের লইয়া যাইব।' নবকিশোর শুনিতে লাগিলেন। 'আপনি বোধ হয় ইহাতে আপত্তি করিবেন না।" নবকিশোর বাবু তথাপি উত্তর দিলেন না। 'তবে কল্য ইহাদের প্রস্তুত হইয়া থাকিতে বলিবেন, কল্য দুইটার সময় লইয়া যাইব। বিমলাচরণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সহসা নবকিশোর গমনোন্মুখ পুত্রের হাত ধরিয়া বলিলেন "একটী কথা।" বিমলাচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কি?

নবকিশোরবাবু—'নীরজাকে আমায় দিয়ে যেও।'

বিমলাচরণ—'ইহা একেবারে অসম্ভব। আপনি তাহার যথেষ্ট সর্ব্বনাশ করিয়াছেন আর না।'

বিমলাচরণ চলিয়া গেল। নীরজা দুই হস্তে নবকিশোরের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বলিল 'আমি যেতে পারব না দাদাবাবু দাদাবাবু আমায় যেতে দিও না।' নবকিশোর কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিয়া তাহাকে চুম্বন করিয়া বলিলেন, 'যাবে বই কি দিদি, বাপের মনে কি কষ্ট দিতে আছে, আবার আসবে।"

নীরজার মাতা ডাকিলেন, নীরজা চলিয়া গেল। নবকিশোর বাবু সেই অন্ধ মুনির কথা ভাবিতে ছিলেন, ভাবিতে ভাবিতে সহসা মনশ্চক্ষুতে যেন দেখিলেন তেমনি একখানা মৃত শুভ্রমুখ তাঁহার কোলের উপর পড়িয়া আছে, তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। কম্পিতবক্ষে মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়া বলিলেন, "ভগবান্, আমি

মরি ক্ষতি ন, বিমলাচরণকে যেন অভিশাপ স্পর্শ না করে নীরজার যেন কোন অমঙ্গল না হয়।

কল্য আসিল জিনিষ পত্র শকটে উঠান হইল। বিমলাচরণ পিতার পদ বন্দনা করিয়া শকটে উঠিয়া বসিল। সুরেন্দ্র নব কিশোরকে প্রণাম করিল নবকিশোর তাহাকে আলিঙ্গন করিতে গেলে বালক হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পলাইয়া গিয়া শকটে আরোহণ করিল। নীরজা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে দাদাবাবুর হাত ধরিয়া দাড়াইয়াছিল। যখন তাহার মাতা শ্বশুরের পদধূলি ও সহস্র স্নেহাশীর্ব্বাদ লইয়া গাড়ীতে উঠিল, তখন বুঝিল এইবার তাহার পালা। নীরজা কম্পিতকে দাদাবাবুর হাতখানি দৃঢ়রূপে জড়াইয়া রিল, যেন এই স্নেহময় হস্ত হইতে কেহ তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। নীরজার মাতা গিরিবালা দেবী একবার অস্ফুটকণ্ঠে স্বামীকে বলিলেন, 'নিরোকে আর কিছু দিন শ্বশুরের কাছে রাখলে না কেন? আহা উনি একা কি করে থাকবেন। বিমলাচরণ কটমট চক্ষে চাহিলেন সভয়ে গিরিবালা চুপ করিল।

নবকিশোর চারিদিকে চাহিলেন। দেখিলেন সকলে নীরজার অপেক্ষা করিতেছে। কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন 'দিদি, গাড়ীতে উঠ'

নীরজা নড়িল না, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নবকিশোর অসীম ধৈর্য্যবলে চক্ষুর জল সংবরণ করিয়া প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "ছি দিদি, কাঁদতে নেই, বাপের সঙ্গে যাবে

ত কান্না কি? আবার আসবে, এখন যাও, বাপের কথা অমান্য করে কি?"

দাদাবাবু, কবে আবার আসব?"

এইবার নবকিশোরের বাঁধ আর থাকিল না, কম্পিতহস্ত তাহার মাথায় রাখিয়া বলিলেন, স্বধর্ম্মে থাকিয়া সুখী হইও, ভগবানে বিশ্বাস রেখো।' নবকিশোর বাবু ছুটিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

'দাদাবাবু, দাদাবাবু, আবার কবে আসবে?' গাড়ী চলিয়া গেল।

প্রায় একমাস হইল নীরজা চলিয়া গিয়াছে, নবকিশোর বাবু এখনও অপরাহ্নে গঙ্গার সোপানে বসিয়া থাকেন। সূর্য্যের কিরণটুকু পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া যায় নদীর ঢেউগুলা একভাবে বহিয়া যায় ক্রমে ক্রমে বিরাট আঁধার আসিয়া জল স্থল সব এক করিয়া দেয়। গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া নবকিশোর শয্যায় গিয়া শয়ন করেন। যে দু এক ফোটা জল কপাল বহিয়া উপাধানে আসিয়া পড়ে, তাহা অশ্রুবিন্দু নহে, হৃদয়ের রক্তবিন্দু।

প্রভাতে ফটকে আসিয়া দাঁড়ান, প্রভাতের নব কল্লোল ডুবাইয়া চারিদিকে বাজিতে থাকে "দাদাবাবু আবার কবে আনবে।' নবকিশোর বাবু আবার অন্তপুরে চলিয়া যান।

বিমলাচরণের পত্রের উত্তর দেন নাই, তাই বিমলাচরণও আর তাঁহাকে পত্র দেয় নাই। বিমলাচরণের পত্রখানি লইয়া দিনের মধ্যে সাত আট বার পাঠ করেন, 'আমরা নির্ব্বিঘ্নে

পৌঁছিয়াছি ও ভাল আছি আপনি কেমন থাকেন লিখিবেন, প্রণাম ইতি।" বিমলাচরণ পরে নীরজা বা সুরেন্দ্রের নামও করেন নাই।

পত্রপাঠকালে বড় বড় কয়েকটা অশ্রু ক্ষুদ্র কাগজখানি সিক্ত করিত।

৪

কলিকাতায় আসিয়া নীরজার প্রথম প্রথম কয়েক মাস বড় কষ্টে কাটিয়াছে। আসিবার পর বহুজনাকীর্ণ কোলাহলপূর্ণ নগরী তাহার নিকটে সব ধূমের মত বোধ হইত। দশমবর্ষীয়া বালিকা নীরজার মনে হইল যে, দাদাবাবু তাহার পর, তাই জন্মাবধি সে যে স্নেহ অঙ্কে পালিত হইয়াছে, তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চক্ষুর জলে চারি দিক অন্ধকার দেখিত। মাতার আদর, পিতার স্নেহময় বাক্য, ভ্রাতার কোতুকালাপ, কিছুতেই তাহার মুখে হাসি আনিতে পারিত না।

মাতার কোলে লুটাইয়া পড়িয়া বলিল "মা আমি দাদাবাবুর কাছে যাব'। মাতা কত বুঝাইতেন, পুতুল, খাবার, গহনা কত কিনিয়া দিতেন। পিতা বিমলাচরণ নীরজাকে লইয়া ইডেন গার্ডেন, চিড়িয়াখানা, মিউজিয়ম্, কোর্ট, থিয়েটর প্রভৃতি দেখাইতেন, কত ভাল পুস্তক কিনিয়া দিতেন, কিছুতেই তাহার শান্তি হইত না। কাল সর্ব্বাচ্ছাদক সর্ব্বক্ষতির পূরক। ক্রমে ক্রমে নীরজা প্রকৃতিস্থা হইতে লাগিল। হাসিয়া মাতার সহিত

গল্প করিত, মাতার কাছে আব্দার করিত, পিতার কাছে বসিয়া কত সুন্দর জিনিষের প্রার্থনা করিত। কন্যাকে ক্রমশ সুস্থা দেখিয়া পিতা মাতা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

তবু এক এক বার দাদাবাবুর সেই স্নেহময় কথা, স্নেহপূর্ণ মুখ মনে করিয়া তাহার কান্না আসিত, আবার সুলভ ক্রীড়ায় কিছুক্ষণ পরেই ভুলিয়া যাইত। তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য সে দাদাবাবুকে বিনয়পূর্ণ একখানি পত্র লিখিয়াছিল। তাহার কোনই উত্তর পায় নাই, আবার লিখিয়াছিল, তাহারও উত্তর পায় নাই। তখন অভিমানে নীরজা দুদিন ধরিয়া কাঁদিয়াছিল, ক্রমে আবার ভুলিয়া গেল। নীরজা জানিত না, সুধু দাদাবাবু লিখিলেই পত্র যায় না, কাজেই নবকিশোর বাবু সে পত্র পান নাই। তিনি শুভাশীর্ব্বাদ দিয়া নীরজাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, নীরজা কাঁদিবে বলিয়া বিমলাচরণ সে পত্র তাহাকে দেয় নাই। নব কিশোর বাবুও তাহা বুঝিয়া আর পত্র লিখেন নাই।

কয়েক দিন পরে নীরজা দেখিল যে সে তাহার পূর্ব্বের মত খাদ্য এখন খায় না। তখন সে সর্ব্বদা কাঁদিত, মাতা যাহা খাওয়াইয়া দিতেন, তাহাই খাইত। প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিল যে, এ সব সে পূর্ব্বে কখনও খায় নাই। মাছ, মাংস খাইতে প্রথমে তাহার বড় ঘৃণা করিত তাহার দাদাবাবু তো এসব কিছুই খাইতেন না বা তাহাকে খাওয়াইতেন না। খাইতে আপত্তি করিলে মাতা রাগ করিতেন, পিতা তিরস্কারের ভাবে বুঝাইয়া বলিতেন, 'আমরা খাই, তোর খেতে দোষ কি?" অগত্যা

নীরজা খাইল। ক্রমে অভ্যাস হইয়া গেল। এত গহনা পোষাক, জামা, শাল দ্রব্য, জুতা, মোজা তাহার জ্ঞানে সে পরে নাই, সব প্রথমে পরিতে তত ভাল লাগিত না, শেষে আর সে বিরক্তিটুকু রহিল না। সরলা নীরজা সিল্কের গাউন জুতা মোজা, ইয়ারি পরিয়া ক্ষুদ্র মস্তকের বেণীটি দোলাইয়া ভ্রাতার সহিত গড়ের মাঠে কত ছুটাছুটী ও খেলা করিত পিতা স্নেহপূর্ণনেত্রে তাহা দেখিতেন। সন্ধ্যার পরে উজ্জ্বল গ্যাসের আলোক সজ্জিত কক্ষে ভ্রাতার সহিত চেয়ারে বসিয়া শিক্ষকের নিকটে ইংরাজী সংস্কৃত শিক্ষা করিত। প্রাতে পিতা ও ভ্রাতার সহিত চা খাইয়া বেড়াইতে যাইত। কত সুন্দর সুন্দর বাড়ী, কেমন রাস্তা, কত লোক জন কত গাড়ী ঘোড়া দেখিত। পরে আসিয়া আবার পড়িতে বসিত। আহারের সময় পিতা, মাতা ও ভ্রাতার সহিত একত্র আহার করিত। তবুও একবার দাদাবাবুর সেই স্নেহময় মুখখানা দিনান্তে মনের মধ্যে উঁকি মারিয়া যাইতে ছাড়িত না। এমনি করিয়া আনন্দে, খেলায় স্নেহের মধ্যে কখনও বা এক ফোটা অশ্রুজলে নীরজার দিনগুলি কাটিয়া যাইতে লাগিল।

বিমলাচরণ এখন একজন সম্ভ্রান্ত উকিল। খুব পসার প্রতিপত্তি বাড়িয়াছে। মতে যদিও ব্রাহ্ম, তথাপি এখনো সার্টের নীচে পৈতাটি লুকাইয়া পরিতেন তবে তাহাতে কিছু আটকায় না। বিমলাচরণ বাবু সমাজে যায় না বটে তথাপি তিনি যে একজন প্রকৃত শিক্ষিত, নব্যসংস্কারপ্রিয় ও সুসভ্য, তাহাতে কাহারও মত দ্বৈধ ছিল না। স্ত্রী গিরিবালা প্রথমে তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণের

সাক্ষাতে বাহির হইতে, সভ্য সাজে চশাফেরা করিতে বড় মুস্কিলে পড়িত, কিন্তু স্বামীর ভয়ে তাঁহার সমস্ত আজ্ঞা পালন করিত। তাই বিধবা কন্যাকে মাছ মাংস খাওয়ানতে স্বামীর কথার কোন প্রতিবাদও করিতে সাহস করে নাই। ক্রমে ক্রমে দুই বৎসর কাটিয়া গেল।

নীরজা এখন বেথুন স্কুলে অধ্যয়ন করে। বাড়ীতেও শিক্ষক আছে, ও তাহার ভ্রাতা সুরেন্দ্র এণ্ট্রেন্স ক্লাশে উঠিয়াছে। সমবেত বন্ধু বান্ধবগণ যখন দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা নীরজা ও চতুর্দ্দশবর্ষীয় সুরেন্দ্রের গুণের, সরলতার শিক্ষার সৌকুমার্য্যের একবাক্যে প্রশংসা করেন তখন বিমলাচরণের বুকখানা সাত হাত ফুলিয়া উঠে। বন্ধুগণ যখন তাঁহাকে আদর্শ পিতা বলেন, তখন তিনি সগর্ব্বে গম্ভীর মুখে বলেন এখনও তাহার পরীক্ষার দিন আসে নাই, সে দিন উত্তীর্ণ হইতে পারিলে তবে বুঝিব আমি পিতৃ নামের যোগ্য।'

নীরজার এখন আর কোনও কষ্ট নাই। তাহার সুন্দর সরল মুখখানি ও তরুণ দেহটী এখন নব সৌন্দর্য্যে পূরিয়া উঠিতেছে। সে এখন প্রত্যহ গাড়ী করিয়া গাউন পরিয়া পৃষ্ঠ সুচিক্কণ বেণী ফেলিয়া স্কুলে যায়। সেখানে শিক্ষয়িত্রীগণ তাহার নম্রতা সরলতা ও অধ্যবসায়ের গুণে তাহাকে কত ভাল বাসেন। গাড়ী করিয়া বৈকালে বাড়ী আসিবার সময় সে একটা গলির মধ্য দিয়া আসে। সে দেখিয়াছিল যে, সেই গলিতে ছিন্নবস্ত্র কয়েকটি ভিখারী আঁচল পাতিয়া বসিয়া থাকে। পথের পার্শ্বে কোচ

ম্যানকে গাড়ী দাঁড় করাইতে বলিয়া তাহাদিগকে নিকটে ডাকিয়া তাহাদের কষ্টের কথা জিজ্ঞাসা করে। পরদুঃখকাতরা বালিকার চক্ষু ত কোথা হইতে অশ্রু আসিয়া উপস্থিত হয়। নীরজার পূর্ব্বের মত এখন কিছুই নাই, তবু যে উষার করে প্রথম কলিকা জীবনটা ফুটিয়াছিল, সে আলো প্রাণের সঙ্গে গাঁথা হইয়া গিয়াছে, তাই সহস্র সুখে লালিতা বালিকা দুঃখের ছবি দেখিলে কাঁদিয়া উঠে। দরিদ্রের কষ্টের কথা শুনিয়া সুগন্ধি রুমালে চোখ মুছিয়া ব্যথিতা বালিকা তাহাদের হাতে অর্থ গুজিয়া দিয়া ভগ্নকণ্ঠে বলে "তোমরা রোজ এখানে দাঁড়িয়ে থেকো।" তারপর গাড়ী ছুটাইয়া বালিকা চলিয়া যায়। পরদিন বৈকালে আসিয়া সেই দরিদ্রেরা আশাপূর্ণ হৃদয়ে সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকে কখন একখানা প্রকাণ্ড কাল্লে জড়ীগাড়ীর মধ্য হইতে একখানি শুভ্র কোমল মুখ আঁধারের বুকে শুভ্র উষার ন্যায় তাহাদের দিকে চাহিয়া দেখিবে। কখন একটা মধুর কণ্ঠস্বর তাহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিবে, দীর্ঘ কৃষ্ণ বেণীযুক্ত ক্ষুদ্র একটা মস্তক, সুন্দর একখানি মুখ, করুণাপূর্ণ সুন্দর নয়ন ক্ষুদ্র সুঠাম দেহ বাহির হইয়া তাহাদের হস্তে প্রার্থিত অর্থ গুজিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিয়া, মুহূর্ত্ত কালের মধ্যে কোথায় চলিয়া যাইবে। নীরজার প্রত্যহ এই কার্য্য ছিল। তাহার পিতা তাহাকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনিবার জন্য যে সমস্ত অর্থ দিতেন, সে এইরূপ ব্যয় করিত। তাহার পিতা ইহার কিছুই জানিতেন না।

বৈকালে গিরিবালা বলিল, 'নিরো। আজ রাত্রিতে এখানে

অনেক লোকের নিমন্ত্রণ হইয়াছে, মাথাটা একটু এলো মেলো হয়ে গিয়েছে ভাল করিয়া নে, আর সেই ফিরোজা রঙের কাপড খানা পব।" নীরজা বলিল, "আজকে এত বাড়ী সাজান হচ্ছে কেন মা?' 'জানিসনে, আজ যে তোর জন্মদিন, বাবু তোর জন্যে বাজারে কত জিনিস্ কিনতে গিয়েছেন, আর তুই যে সে দিন পিয়েনো চেয়েছিলি, তাও একটা আন্‌বেন বলে গেছেন।'

নীরজার বড় আনন্দ হইল। সে স্কুলে তাহার শিক্ষয়িত্রীর কাছে বাজনা শিখিয়াছে তাহার একটি পিয়েনো আসিবে শুনিয়া বড আনন্দ হইল। কক্ষে গিয়া কথামত বেশ পরিয়া আসিয়া মাতার নিকটে বসিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল 'মা আমি কোথায় জন্মেছি, সেখানের নাম কি?'

'জানিস্‌নে নাকি? হরিশপুরে তোর দাদাও সেইখানে হয়েছে।

নীরজা একটু চমকিয়া বলিল মা। সেখানে আমাদের বড একটা বাড়ী আছে না?'

হ্যাঁ।"

নীরজা মাতার বক্ষে মুখ লুকাইল। মাতা কন্যার মুখ তুলিয়া ধরিয়া দেখিলেন মুখখানা বড় ম্লান, বলিলেন 'কেন মা? নীরজা ভগ্নকণ্ঠে বলিল, 'তিনি আমাকে বড ভাল বাসতেন না? গিরিবালা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন। "বাসতেন বই কি? নীরজা আবার মুখ লুকাইল।

৫

সে দিনের আনন্দের মধ্যেও নীরজা আর তেমন মিশিতে পারিল না। তাহার সাধের পিয়েনো, কত সুন্দর সুন্দর উপহার পিতার স্নেহাশীষ, মাতার চুম্বন, অভ্যাগতদের মঙ্গল কামনা কিছুতেই ক্ষুদ্র একটু কাল মেঘ নীরজার বুক হইতে নামিল না। আলোকপূর্ণ গৃহে, বহু প্রশংসমান চক্ষুর মধ্যে বসিয়া পিয়েনো বাজাইতে বাজাইতে তাহার ক্ষুদ্র শুভ্র অঙ্গুলীগুলি শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল। তবুও প্রাণপণ যত্নে নীরজা আপনাকে ঠিক রাখিতেছিল। অভ্যাগতদিগের নিকটে পিয়ানো বাজাইয়া প্রশংসা লইয়াও নীরজার প্রাণে তেমন উৎসাহ হইল না। উৎসবশেষে যখন মাতা আসিয়া শয্যায় শুইলেন, তখন দেখিলেন তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া শুইয়া আছে। গিরিবালা কন্যাকে নিকটে টানিয়া লইয়া হাত সরাইয়া দেখিলেন তাহার নেত্রে অশ্রুবিন্দু। মাতা বলিলেন "কেন মা?" কন্যা তাঁহার স্কন্ধে মুখ রাখিয়া বলিল 'কি জানি মা, আমার মনটা কেন এত কাঁদছে।'

মাতা নীরজার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিলেন "ও কিছু নয়, শোন একটা গল্প বলি।'

নীরজা বলিল "তবে আমার ছোট বেলাকার গল্প বল।"

'ছোট বেলাকার আবার গল্প কিরে?"

'আমি কার সঙ্গে খেলতুম? কার সঙ্গে গল্প করতুম এই সব।"

মাতা বুঝিলেন। বলিলেন কার সঙ্গে আবার, যেমন ছোট-ছেলেরা খেলে, তোমার দাদার সঙ্গে, আর সব ছেলে মেয়েদের সঙ্গে খেল্‌তে।"

নীরজা একটী ছোট নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "আমার তো সে সব মনে হচ্ছে না, কেবল একটী লোককেই মনে পড়্‌ছে।

গিরিবালা বললেন "ও তোমার ভ্রম, তিনি রাত দিন বাড়ীর মধ্যে থাক্‌তেন কিনা, তাই তাঁকে মনে প ছে।" নীরজা একটু থামিয়া ভাবিয়া বলিল 'হবে"।

আবার একটু ভাবিয়া বলিল 'মা আমার যেন একটু কেমন স্বপের মত মনে হয়, একদিন আমাদের বাড়ীতে খুব বাজনা বেজেছিল, খুব টা হয়েছিল না ?"

মা নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া বলিলেন—"কই না কবে ?"

কোনও দিন খুব ঘটা, কি বাজনা, কি আলো হয় নি ত মা ?

'না, তুই স্বপ দেখ্‌ছিস্ নাকি।"

ক্ষুদ্র একটী নিশ্বাস ফেলিয়া নীরজা বলিল 'আমার হয়ত ও সব ভ্রম কিন্তু যেন ঠিক মনে হয়।"

সে রাত্রে দুজনেই ঘুমাইল না। মাতা ঘুমাইল না, অতীতের কত দুঃখের দিন তাহার মনে পড়িতেছিল। নীরজা ঘুমাইল না এ সব ভ্রম কেন তাহার প্রাণের মধ্যে হইল, ভাবিয়া।

আবার যেমন দিন যায় তেমনি যাইতে লাগিল। নীরজা এ সব কথা ভুলিয়া গেল, সে আবার নিয়মিতরূপে স্কুলে যাইতে লাগিল। সে আবার পিতার সহিত বৈকালে গড়ের মাঠে

বেড়াইতে যাইত, পড়িত, হাসিত, পিয়ানো বাজাইত। সেদিন কার সে কালো মেঘটুকু প্রবল বসন্তের বায়ুবেগে উড়িয়া গেল, কিন্তু বিমলা বাবু বা গিরিবালা সে কথা ভুলিলেন না। তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবদিগকে নূতন করিয়া নিষেধ করিয়া দেওয়া হইল যেন তাঁহারা নীরজাকে তাহার বালবৈধব্যের কথা ঘুণাক্ষরেও জানিতে না দেন। তাঁহার মনে এই ভয় ছিল যে, প্রথম জীবনে তাঁহার পিতার শিক্ষার ফলে ও তাঁহার সহবাসে নীরজার মনে হয়ত এত শিক্ষা সত্ত্বেও একটুকু কুসংস্কারের কথা জাগিয়া উঠিয়া তাঁহার সমস্ত আশা ভস্ম করিয়া ফেলিবে।

নীরজা পূর্ব্ববৎ স্কুলে যায় এস আসিবার সময় গাড়ী থামাইয়া তাহার স্নেহপাত্রীগুলির সহিত কথা কয়। পার্শ্বস্থ বাটীর ত্রিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া প্রত্যহ একজন তাহার গতিবিধি, কথা বার্ত্তা অযাচিত দান লক্ষ্য করে, তাহা সে এত দিন জানিত না। এক দিন কোন ভিখারীর হস্তে মুদ্রা দিয়া কেহ দেখিতে পাইল কি না ভাবিয়া চকিতনেত্রে চারি দিকে চাহিতে চাহিতে নীরজা গাড়ীতে বসিয়া দেখিতে পাইল সম্মুখের ত্রিতল প্রাসাদের রেলিং এ হাত রাখিয়া কে একজন তাহাকে দেখিতেছে। নীরজার বড় ভয় হইল পাছে সেই ব্যক্তি তাহার পিতা মাতাকে বলিয়া দেয়। সেই দিন হইতে স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় প্রত্যহ দেখিত যে সেই লোকটি সেইখানে যেন তাহার প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। নীরজার বড় ভয় হইল, সে অন্য পথ দিয়া যাইতে লাগিল, এবং ভিখারীদিগকে বলিয়া দিল 'তোমাদিগের যে

দিন অভাব হবে, সে দিন ওধারের রাস্তার মোড়ে দাঁড়াইয়া থেকো।"

সে অদ্য একটা নূতন ভিখারিণী দেখিতে পাইল। সে একটি ক্ষুদ্র পিতৃমাতৃহীনা বালিকা। তাহার দুঃখের কথা শুনিয়া নীরজার আজ একটু অধিক কষ্ট হইল। নীরজা গাড়ীর একটু দূরে গলির মধ্যে দাঁড়াইয়া সেই বালিকাকে বলিল "আজ তুমি এই সিকিটা নেও, কাল এইখানে দাঁড়িয়ে থেকো, তোমার কাপড় ছিঁড়িয়া গিয়াছে, আমি তোমার জন্য একখানি কা — আনিব।' সহসা একটা কণ্ঠের এককালীন চীৎকার ও ঘোটকের পদশব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সে চাহিয়া দেখিল সম্মুখে এক তেজস্বী ক্ষিপ্ত ঘোটক তাহার অতি নিকটস্থ হইয়াছে। সভয়ে বালিকা চীৎকার করিয়া প্রায় অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা হইল, পলাইবে, কি বা কি করিবে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিল না। চারি দিক হইতে সকলে হাঁ হা করিয়া ছুটিয়া আসিল। কোচম্যান, সহিস ছুটিয়া আসিল। নীরজা দেখিল সম্মুখে ক্ষিপ্ত অশ্ব তাহার উপরে চাপিবার জন্য সম্মুখের পদদ্বয় উত্তোলন করিয়াছে। সেই মুহূর্ত্তে পার্শ্ব হইতে নীরজা একটা আকর্ষণ অনুভব করিল। কি হইল সে তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না কিন্তু প্রকৃতিস্থ হইয়া চাহিয়া দেখিল তাহাকে ঘেরিয়া বহুলোক কলরব করিতেছে, সম্মুখে কোচম্যান সহিস মুখে চক্ষুতে জল দিতেছে। নীরজাকে চাহিতে দেখিয়া তাহারা সকলে আহ্লাদে চীৎকার করিয়া বলিল "হুস হুয়া, আউর ডর নেহি হায়"। নীরজা বিস্মিত হইয়া বলিল 'রামদীন, কি হইয়াছে?"

রামদীন্—'দেখো তো, তুম্ কা এয়স্তা করনে হোয়? বড়া লোককা লেড়কী, সড়ক মে' বর্ষীসে উতারকে যেত্তা ভিখ্ মাগা কো সাথ বাত পছানা। চলো, আজ হাম বাবু কো বোলেঙ্গে।' পশ্চাৎ হইতে কে কোচম্যানকে বলিল "থাম্ আগে সুস্থ হতে দে"। নীরজা ফিরিয়া দেখিল একজন অপরিচিত লোক, সে তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছে। নীরজা চাহিয়া চাহিয়া চিনিল, যে ব্যক্তি বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিত, এ সেই ব্যক্তি। লজ্জায় নীরজার মুখ রক্তবর্ণ হইল। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল, মাটিতে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে গিয়া তাহার দেহ কাঁপিয়া উঠিল। সেই অপরিচিত ব্যক্তি হাত ধরিয়া তুলিয়া দিয়া বলিল "কোচম্যান্ গাড়ী কাছে আন।" ক্যোচম্যান সাহেব বড়ই চটিয়াছেন, একি বিড়ম্বনা, এখনই তাহার সাধের চাকরীটী ও সেই সঙ্গে মস্তকটী যাইতে বসিয়াছিল। উকিল বাবু সহজ লোক নন। তাই নিজের মনে গজ গজ্ করিতে করিতে সে ব্রহাম নিকটে আনিয়া বলিল 'চলো দিদিমণি। হাম আজ বাবুকো বোলেঙ্গে।" সেই অপরিচিত ব্যক্তি মৃদু হাসিয়া নীরজাকে বলিল 'অমন করিয়া মাঝ রাস্তায় না দাঁড়াইয়া একপাশে দাঁড়াইও, কোনো বিপদ হ'বে না।'

নীরজা লজ্জায় মস্তক নত করিল।

"কোথাও লেগেছে কি?"

নীরজা মৃদু স্বরে বলিল না"।

"আর একটু হ'লেই সর্ব্বনাশ হ'ত, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমি

ঠিক সময়ে তোমাকে টেনে নিতে পেরেছিলাম, আর এক সেকেণ্ড দেরি হ'লে সমস্ত বৃথা হ'ত।"

নীরজা কোনও উত্তর করিল না। একজন তাহার প্রাণরক্ষা করিল, এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত এ কথাও তাহার মনে পড়িল না। তাহার পর যখন নীরজার হাত ধরিয়া গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া অপরিচিত যুবক বলিল 'তবে এখন আমি যাই কোচম্যান সপ্তম স্বরে বলিল নেহি বাবু 'আপ হামারা সাথমে চলিয়ে, নেহি তো উকিল বাবুকা হামরা পাস বিশোয়াস নেহি হোগা উনকা লেড্‌কী সড়কমে উতারকে ভিখ্ দেগা, হামারা ইসমে কসুর ক্যা?' যুবক মৃদু হাসিয়া তাহাকে বুঝাইয়া বলিল 'তোমার ভয় নাই, তোমার কসুর দূরের কথা, উকিল বাবু তোমাকে বখ্‌শিস দিবেন, আমার যাইবার আবশ্যক নাই।'

লোকটি নীরজার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'তোমার নাম কি? মৃদুকণ্ঠে নীরজা বলিল 'নীরজা। কোচম্যান গাড়ী হাকাইয়া নিজের মনে গজ্ গজ্ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

৬

নীরজার মিনতিপূর্ণ অনুরোধ না রাখিয়া কোচম্যান সাহেব তাহার প্রভুর নিকটে সমস্ত নিবেদন করিল এবং বিধিমতে প্রমাণ করিল যে, তাহার ইহাতে কোন প্রকার দোষ ছিল না, অপরিচিত যুবাটী বিশেষ জানেন এবং বখ্‌শিসের কথাটাও উল্লেখ করিতে ভুলিল না। প্রভু যখন সমস্ত শুনিয়া অপরিচিত যুবকের সম্বন্ধে

কয়েকটা প্রশ্ন মাত্র করিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন, তখন তাহার আপশোষের সীমা রহিল না। সেই অপরিচিত যুবকের মানব চরিত্রানভিজ্ঞ বুদ্ধিকে গালি দিয়া সে সমস্ত রাত্রি কাটাইল।

নীরজা ভয়ে এক কক্ষের কোণে লুকাইয়া বসিয়াছিল। পরে পিতার পুন পুন আহ্বান যখন তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল, তখন সে কম্পিতদেহে ধীরে ধীরে পিতার নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। বিমলাচরণ তাহার মা হস্ত রাখিয়া বলিলেন কোথাও লাগেনি তো নিবো।' নীরজা মাথা নাড়িল। কিয়ৎক্ষণ পরে পিতা বলিলেন "গাড়ী থেকে না নেবে এইবার থেকে [illegible]ও"। নীরজা লজ্জায় অশ্রুপূর্ণনেত্রে পিতার ক্রোড়ে মুখ লুকাইল। এই পিতার কাছে সে এত দিন এ কথা লুকাইয়াছিল। তিনি কন্যার ভাবটা বুঝিতে পারিলেন এবং দ্বিগুণ স্নেহে তাহার চিবুক ধরিয়া বলিলেন তুমি যাতে সুখী হবে তাতে কি আমি রাগ করব? তোমাকে সুখী করবার জন্য আমি সর্ব্বদা কত সহ্য ক'রে আসছি আর ক'রব, তা যখন বড় হ'লে বুদ্ধি হবে তখন বুঝতে পারবে। আমার বা তোমার মার কাছে কি কিছু লুকাতে আছে?" নীরজা নিরুত্তর রহিল।

তাহার পর বিমলাচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন "সে লোকটি কে?' নীরজা মৃদু কণ্ঠে বলিল 'আমি তো চিনি না। বিমলাবাবু একটু ভাবিয়া বলিলেন "আর কোনো দিন যদি তাঁহাকে দেখতে পাও তাহা হইলে আমার সঙ্গে দেখা করিতে বলো। তিনি আজ যা করেছেন তার জন্য আমি কিরূপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব

ভেবে পাচ্ছি না।' নীরজা মস্তক নাড়িয়া জানাইল 'তাহাকে দেখিতে পাইলে বলব।

নীরজার মাতা এই সকল শুনিয়া কোচম্যানকে বারণ করিয়া দিল, কদাচ সে যেন আর নীরজার কথা শুনিয়া সে গলি দিয়া গাড়ী না লইয়া আসে এব পথে গাড়ী না লাগায়। কোচম্যান তাহাব পর তাহাই করিত। কাজেই নীরজার পিতার আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইল না। সংশয় সময়ে তাহার মনে হইত বাবা যা ব'লে দিলেন তা তো বলা হ'ল না।' ক্রমে ক্রমে বাল্যকালের সব ঘটনা প্রায় ভুলিয়া গেল।

পূজার অবকাশে বিমলাচরণ বাবু পশ্চিমে বেড়াইতে গেলেন। গিরিবালা পুত্রকন্যা লইয়া প্রতিবার স্বামীর সঙ্গে যান এবার গেলেন না। কারণ সুরেন্দ্র এইবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবে। পড়ার ক্ষতি হইবে বলিয়া সে গেল না, কাজেই মাতাও গেলেন না নীরজারও যাওয়া হইল না।

একদিন গিরিবালা বলিলেন 'সুরেন, নিরো চল আমরা আজ ষ্টার থিয়েটরে 'নল দময়ন্তী' দেখ্‌তে যাই উনি থাক্‌লে তো থিয়েটারে যেতে দিতেন না। সেই যা প্রথম প্রথম এসে দেখেছি, কতদিন থিয়েটর দেখিনি"। পিতার বারণ সত্ত্বেও সুরেন্দ্র থিয়েটরের লোভ সংবরণ করিতে পারিল না। পিতা ত এখানে নাই, যদিও জানিতে পারেন, তাহা হইলে মাতার স্কন্ধে দোষ পড়িবে। সুরেন্দ্র মহোল্লাসে বলিল "চল, কিন্তু ষ্টারে নয়, মিনার্ভায় চল, সেখানে আজ 'রোমিও জুলিয়েট' হবে"। মাতা

বলিলেন "ছাই' ই রাজী আমি ভাল বুঝিতে পারিনে, ষ্টারেই চল"। সুরেন্দ্র তাহাতে বিরক্তির সহিত বলিল "নল দময়ন্তীর আর কি দেখ্‌বে? ও রাবিস পে, নিরো, ই রিজি পে তোর ভাল লাগে না"। নীরজা অস্ফুট কণ্ঠে বলিল 'নল-দময়ন্তীই তো বেশ"।

মাতা ও ভগ্নীর মত দেখিয়া অনিচ্ছার সহিত সুরেন্দ্র তাহাতে স্বীকৃত হইল।

ষ্টারে মহাসমারোহে 'নল দময়ন্তী'র প্লে হইতে ছিল। চারিদিকে উজ্জ্বল আলোকে, অগণ্য উপবিষ্ট দর্শকবৃন্দে, সম্মুখে রঙ্গমঞ্চের অপূর্ব্ব সঙ্গীতধ্বনিতে মর্ত্ত্যে সুরসভা বসিয়াছিল। গিরিবালা স্ত্রীলোকদিগের বসিবার স্থানে গিয়া বসিলেন। তিনি নিজের ইচ্ছায় কখনও পুরুষের সাক্ষাতে বাহির হইতে চাহিতেন না, স্বামীর ভয়ে অগত্যা বাহির হইতেন, কিন্তু বাধ বাধ' ভাব এখনও যায় নাই। মাতাকে উপরে যাইতে দেখিয়া মহা বিরক্তির সহিত সুরেন্দ্র কেবল নীরজাকে লইয়া দ্বিতলস্থ ফার্ষ্ট ক্লাশে গিয়া বসিল।

অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম প্রথম নীরজার বেশ লাগিল। কত নাচ, কত গান ও ভাবময় লীলা, দেখিতে খুব ভালই লাগিল। তারপর যখন সে নলের দময়ন্তীর এক গৈরিক বস্ত্র পরিধান বেশ দেখিল, তখন তাহার বড় দুঃখ হইল। নলের দময়ন্তী ত্যাগ দেখিয়া নীরজা শিহরিয়া উঠিল। তারপর দময়ন্তীর উন্মাদিনীবেশ দর্শনে ও আকুল বিলাপ শ্রবণে নীরজা মস্তক নত করিয়া হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকাইল। সুরেন্দ্র তাহাকে বলিল 'তোমার এতেই

এত কান্না। কেবল কতকগুলি 'হা স্বামী' জো স্বামী', এ আবার প্রে'।

কিয়ৎক্ষণ পরে সহসা নীরজার হাত ধরিয়া অতি মধুর স্বরে কে বলিল 'নীরজা, কাদছ কেন?' নীরজা চমকিত হইয়া মুখ তুলিয়া দেখিল তাহার প্রাণরক্ষক, সেই যুবক। নীরজার পার্শ্বের আসন খালি ছিল, যুবক তাহাতেই বসিয়া বলিল 'কাঁদছ কেন? পে দেখ? নীরজা নীরবে ক্ষুড নাড়িল। যুবক একবার রঙ্গমঞ্চের দিকে চাহিয়া বলিল 'বড সুন্দর, বড দুঃখের, সত্যই কান্না আসে'। যুবক নীরবে অভিনয় দেখিতে লাগিল।

নীরজা বহুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল 'আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?" যুবক তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসি হাসিয়া বলিল সবে এই আসছি, রাস্তায় একটা বাধা পড়ায় আসতে এত দেরি হ'ল।' নীরজা বলিল সবটা তো দেখতে পেলেন না'। তবুও এলাম, এ অভিনয়টা দেখতে আমি এতই ভালবাসি। আর একটা কথা'—যুবক আবার মৃদু হাসিল। নীরজা চাহিয়া রহিল। 'আর একটা কথা তোমার সঙ্গে দেখা হইল, না এলে তো দেখা হ'ত না।' নীরজা লজ্জায় লোহিতবর্ণ মুখখানি নত করিল।

তোমার সঙ্গে আর কে এসেছেন?"

'দাদা আর মা।'

'তোমার বাবা আসেন নি?'

'না, তিনি পশ্চিমে বেড়া'তে গেছেন"।

সহসা নীরজার একটা কথা স্মরণ হইল। ত্রস্তভাবে সে বলিল 'বাবা আপনাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন'। যুবক বিস্মিত হইয়া বলিল 'কেন" ?

যেদিন আপনি আমাকে বাঁচান সেইদিন বাবা বলেছিলেন সেই লোকটাকে আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে বলো তিনি আমার যে উপকার করেছেন আমি তার কি ক'রে শোধ দিব, ভেবে পাচ্ছি না।' যুবক এবার একটু বেশী হাসিয়া ফেলিল। আদর করিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল 'সেই জন্যে ? তা তোমার বাবা এলে তুমি তাঁকে বলো যে, তিনি যদি উপকারের কথা বিস্মৃত হন, তবেই আমি তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রব।"

তা নইলে দেখা করবেন না ?'

যুবক আবার একটু গম্ভীর হইয়া বলিল 'ক'রব, তিনি আগে আসুন। তোমার বাবার নাম কি ?' 'শ্রীবিমলাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়।"

তাহার পর যুবক একে একে তাহারা কটি ভাই কটি বোন ভাইয়ের নাম কি সে কি পড়ে, কোন স্কুলে, কোন্ ক্লাসে, তাহার কত বয়স, তাহার দাদা কি পড়ে সমস্ত জিজ্ঞাসা করিল। শেষে হাসিয়া বলিল "সে দিন গাড়ীতে উঠে আমাকে দেখে সে গলি দিয়ে আর গেলে না, না ?' নীরজা লজ্জিত হইল। যুবক তাহার চাহনিটি পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিয়াছিল। নীরজা উত্তর দিতে পারিল না।

সেই জন্যে ? না ?'

'হ্যাঁ, আপনাকে দেখে ভয় হয়েছিল, পাছে আপনি আমাদের বাড়ীতে ব'লে দেন।'

যুবক হাসিয়া উঠিল, বলিল 'আমি বলতে যাব কেন? আর তুমি কি কিছু অন্যায় কাজ করছিলে?' তারপর অভিনয় শেষ হইল। জলস্রোতের ন্যায় দর্শকগণ ঠেলাঠেলি করিয়া বাহিরে যাইতে লাগিল। সুরেন্দ্র উঠিল, অপরিচিত যুবকও পশ্চাতে সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া আসিতে লাগিল। মধ্যপথে নীরজা ফিরিয়া বলিল 'বাবা এলে নিশ্চয় যাবেন তো?"

নিশ্চয়।"

'তিনি কবে আসবেন কি ক'রে জানবেন?"

যুবক হাসি হাসি মুখে বলিল 'তা এক রকম ক'রে জানব।"

"আপনি আমাদের বাড়ী চিনেন?'

'চিনি'।

মাতা ও ভ্রাতার সহিত শকটে উঠিয়া নীরজা মুখ বাড়াইয়া দেখিল, কিন্তু আর যুবককে দেখিতে পাইল না। তখন ভাল করিয়া বসিল। সুরেন্দ্র বলিল ও লোকটা কে রে? যার সঙ্গে অত গল্প করছিলি'। নীরজার কেমন লজ্জা হইল, বলিতে গিয়া কথা ফুটিল না। ভ্রাতা বলিল লোকটা কে?'

'সেই তিনি"।

'তিনি আবার কে?"

তখন নীরজা বুঝাইয়া বলিল। শুনিয়া মাতা বলিলেন 'সুরেন, তাঁর সঙ্গে কথা কসনি?' সুরেন বলিল "আমি কি তা জানি, আমি ভাবলুম কেনা কে।"

গিরিবালা বলিলেন 'হ্যাঁরে বোকা মেয়ে, সুরোকে তা ব'লে

দিতে হয় না? দেখাদেখি সেইখানে সুরেন ব'সে থেকে কথা কইলে না, তিনি হয়ত কি ভাববেন ছি ছি।" নীরজা বুঝাইয়া বলিল তিনি বাবা এলে আসবেন।" গিরিবালা আশ্বস্তা হইয়া বলিলেন 'তাঁর নাম কি?"

তাতো আমি জানিনে।'

সুরেন্দ্র হাসিয়া বলিল 'খুব বুদ্ধি সূক্ষ্ম তো—যেন নেই। আলাপ করলে, লোকের নাম জিজ্ঞাসা করে নাই।" নীরজার অভিমান হইল, বলিল, 'তা আমি কি করব, তুমি জিজ্ঞাসা করলে না কেন?"

কথা নেই, বার্ত্তা নেই চেনা নেই, আমি হঠাৎ নাম জিজ্ঞাসা করব?"

'তা করলেই বা।'

'সুরেন্দ্র আবার হাসিয়া উঠিল। নীরজা ক্ষুণ্ণ হইয়া বসিয়া রহিল।

৭

পাতা বাড়ী আসিয়া শয্যায় শয়ন করিয়া কন্যাকে বলিলেন বেশ অভিনয় হয়েছিল শেষের দিকটাই বেশী ভাল লাগিল। নলের সারথীর বেশ, রাজ্যপ্রাপ্তি, এগুলি বড় সুন্দর করেছিল, না?" নীরজা ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল "হাঁ, কিন্তু মনে মনে বলিল "কই সেগুলো তো মনে পড়ছে না, ভাল ক'রে দেখিনি বোধ হয়।"

বিমলাবাবু পশ্চিম হইতে ফিরিয়া আসিলেন। গিরিবালা অপরিচিত যুবকের কথা বলিতে গিয়া ধরা পড়িলেন যে, তিনি থিয়েটরে গিয়াছিলেন। তবে সেই উপকারী যুবকের সংবাদ পাইয়া বিমলা বাবুর মনটা একটু খুসী হইয়াছিল, তাই বেশী কিছু বলিলেন না।

পরদিন বৈকালে বিমলাচরণ বাবু নিজের কক্ষে বসিয়া আছেন, ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে একটী ভদ্র যুবক তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অপেক্ষায় নীচে দাঁড়াইয়া আছেন। বিমলাচরণ ইহা শুনিয়া নিজেই নীচে নামিয়া চলিলেন। তিনি ভাবিলেন হয় ত তিনি সেই যুবক হইবেন। সিঁড়ি হইতেই দেখিলেন, একটী সুন্দর তরুণ বয়স্ক যুবক বারান্দায় পদচারণ করিতেছে। নিকটে যাইয়া বলিলেন উপরে আসুন'। উভয়ে উপরে উঠিলেন। বিমলাচরণ বলিলেন 'আপনার নাম ?'

মোহিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।"

আপনি কি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন ?"

'হ্যা, আপনার কন্যা নীরজা আমাকে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়াছিল।' বিমলাচরণ যুবকের হস্ত দুটী ধরিয়া বলিলেন 'আমিও তাই অনুমান করেছিলাম। নীরজাকে আমি বলেছিলাম আপনার দেখা পেলে আপনাকে বলে আপনি যেন আমার সঙ্গে দেখা ক'রে আমাকে কৃতার্থ করেন"। মোহিত অত্যন্ত লজ্জিত হইল। তারপর উভয়ে নানারূপ কথা কহিতে লাগিলেন। বিমলাচরণ শতবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে

গেলেন, উভয়বার মোহিতকুমারকে মহা ব্যতিব্যস্ত ও লজ্জিত দেখিয়া কাজেই ক্ষান্ত হইলেন। মনে মনে একটু হাসিয়া ভাবিলেন আমাদেরও এক সময়ে উপকার স্মরণ করিয়া কেহ ধন্যবাদ দিলে এইরূপ মুস্কিলে পড়িতাম, নবীন যৌবনকাল জীবনের বড় সুন্দর সময়।' বিমলা বাবু জানিলেন যে, মোহিতকুমারের পিতা অতিশয় ধনবান ব্যক্তি। মোহিতকুমার পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র, এইবার প্রশংসার সহিত এম এ পাশ করিয়াছেন।

অনেকক্ষণ গল্পাদির পরে বিমলাচরণ বলিলেন আসুন, নীরজাকে আপনার আসার সংবাদটা দিই। সে হয়ত ভাবিবে যে মোহিত বাবু আসব বলে এলেন না।' উভয়ে বারান্দা পার হইয়া উজ্জ্বল আলোকে শোভিত একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মোহিত কক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিল নীরজা সুঠাম ক্ষুদ্র দেহটী টেবিলের উপর হেলাইয়া একখানা পুস্তক হাতে লইয়া পড়িতেছিল, সে দিন শিবরাম আসেন নাই। দূরে জানালার নিকটে সুরেন্দ্র একখানা চেয়ারে বসিয়া পুস্তক লইয়া নীরবে পাঠ করিতেছিল। বিমলাচরণ বলিলেন নীরো, মোহিত বাবু এসেছেন'। চমকিত হইয়া ভ্রাতা ও ভগিনী উভয়েই চাহিয়া দেখিল। কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া সুরেন্দ্র বলিল 'কে এসেছেন'?

মোহিত বাবু।

নীরজা মৃদু কণ্ঠে বলিল 'মোহিত বাবু কে বাবা?'

বিমলা বাবু চাহিয়া দেখিলেন, মোহিত বাবু দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি বলিলেন 'ভিতরে আসুন না, মোহিত

বাবু।" মোহিত ভিতরে প্রবেশ করিল। নীরজা ও সুরেন্দ্র এইবার চিনিতে পারিল। বিমলা বাবু নীরজার পিঠ চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিলেন "চিন্‌তে পেরেছিস? এরই নাম মোহিত বাবু, তুই যেমন ভাবি, তোর বাবা তোর চেয়ে অনেক চালাক আমি প্রথমেই নামটা জিজ্ঞাসা করে নিয়েছি'।' নীরজা লজ্জায় মুখ নত করিল।

বাটীর মধ্য হইতে জলখাবারের ডাক পড়িল। বিমলা বাবু মোহিতের দুই হস্ত ধরিয়া বলিলেন "চলুন মোহিত বাবু, আত্মীয় স্বজনের বাড়ী এলে একটু মিষ্টিমুখ ক'রে যেতে হয়।' কাজেই মোহিতের আর আপত্তি করা হইল না। সকলে ত্রিতলে গেলেন, সেখানে রজতপাত্রে বহুবিধ জলযোগের আয়োজন রহিয়াছে। দ্বারের একটু অন্তরালে গিরিবালা দাঁড়াইয়া আছেন। মোহিত নতমুখে যাহা পারিল নাকে মুখে গুঁজিয়া উঠিয়া পড়িল। তাহার পর সেই কক্ষে বসিয়া কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর মোহিত বলিল "এখন আমি যাই"। বিমলাচরণ মোহিতের হাত ধরিয়া বলিলেন 'আশা করি, এখন আমাদের আলাপ হইল আমাদের ভুলবেন না মনে রাখ্‌বেন।" মোহিত স্বীকার করিয়া বিদায় হইলেন।

মোহিতের সঙ্গে নীচের সিঁড়ি পর্য্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিয়া বিমলাচরণ গিরিবালাকে বলিলেন 'ছেলেটি কেমন সুন্দর। দেখেই যেন মায়া হয়, কেমন মিষ্ট কথাগুলি। ইঁহার রূপের চেয়ে গুণের ভাগ অধিক বি, এল পড়েন, এমন বিনয়ী আমি খুব কমই দেখেছি বয়সও বেশী নয়, তেইশ বৎসর মোটে"।

নীরজা আস্তে আস্তে পড়িবার কক্ষে চলিয়া গেল। মনে করিতেছিল কেবল মোহিতকুমার। তাহার নামটী বড় সুন্দর বোধ হইল।

মোহিতকুমার গিয়া প্রত্যহ যেমন নিজ কক্ষে পড়িতে বসেন, তেমনি অধ্যয়ন করিতে বসিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া বলিল "দাদা খেতে চল।' দাদা হাসিয়া বলিল, 'তুমি যাও আমার আজ খাওয়া হ'য়ে গিয়েছে'। তাহাতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা সতীশ বলিল কোথায়?' 'নিমন্ত্রণে"। "তবে আর কি, তুমি শোও তোমার তো আর খাইবার আবশ্যক নাই।" এই বলিয়া সতীশ চলিয়া গেল। মোহিতের পিতা নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার এবং নিষ্ঠাবান্ হিন্দু দেশে দুর্গোৎসবাদি ক্রিয়াকলাপ কিছুই তাঁহার বাদ যায় না। তিনি নিজে দেশে থাকিতেন। কলিকাতার বাড়ীতে পুত্রদ্বয় থাকিয়া অধ্যয়ন করিত। নন্দলাল বাবু সপত্নীক।

মোহিত গৃহের আলো কমাইয়া দিয়া শয়ন করিল। অধ্যয়ন অবসানে শয্যায় শুইয়া প্রত্যহই তাঁহার সেই তেজস্বী গোটকদ্বয়যুক্ত কালো রথখানা মনে পড়িত এবং তাহার মধ্য হইতে একটী শুভ্রা সুন্দরী পুষ্পময়ী বাহির হইয়া চারিদিকে যেন হাসি ছড়াইয়া দিত। সেই অজস্র দয়া, পাছে কেহ দেখে বলিয়া সেই ভয়চকিত ভাব, দান করিয়া ত্রস্ত পলায়ন, এ সব মনে পড়িয়া, মনে হইত যেন তিনি স্বপ্নে স্বর্গের কোন দৃশ্য দেখিতেছেন। আজ মনে হইতেছিল বিমলাচরণ বাবু কি অমায়িক লোক। ওরূপ পিতা না হইলে

কি ওরূপ কন্যা হয়। তা'র পর তাহার মনে পড়িল যে, যখন তিনি চলিয়া আসেন, নীরজা কেমন সুন্দর ভাবে মস্তকটী হেলাইয়া তাঁহার দিকে একবার চাহিয়া তখনই মুখখানি নত করিয়াছিল। তখন তাহার মুখ ও চক্ষুর উপর আলোক পড়িয়া কি সুন্দর দেখাইয়াছিল।

মোহিত বাবু এইরূপে কিয়ৎক্ষণ এপাশ ওপাশ করিয়া নানা বিষয় ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

৮

পর দিন বৈকালে মোহিত ভাবিল বিমলাবাবু আমাকে যাইতে বলিয়া দিয়াছেন গেলে ভাল হয় কিন্তু আজ থাক্। মোহিত কিছুক্ষণ বাটীর নিকটস্থ সার্কুলার রোডে বেড়াইয়া সন্ধ্যাকালে বাটী আসিয়া নিজ কক্ষে পড়িতে বসিল। ভৃত্য নিতাই আসিয়া বলিল 'আপনার এই চিঠিখানা এসেছে ছোট বাবু দিলেন।' মোহিত পত্র লইয়া পিতার হস্তাক্ষর দেখিবামাত্র খুলিয়া পাঠ করিল। অন্যান্য সংবাদের শেষে তাহার পিতা লিখিয়াছেন 'আমি একটী সুন্দরী সদ্বংশজাতা কন্যা স্থির করিতেছি, ইচ্ছা যে আগামী অগ্রহায়ণ মাসেই তোমার বিবাহ দিব এবং আশা করি যে, তুমি এবার আর আমার বাক্য লঙ্ঘন করিবে না। তোমাকে অন্নের জন্য কখন চিন্তা করিতে হইবে না, তথাপি কেন যে তোমার বিবাহে অমত আমি বুঝিতে পারি না, বিবাহ করিলে কি পড়া শুনা হয় না? যাহাই হউক, আমি আশা করি

যে তুমি অন্যান্য বারের মত এবারে আর আমাকে মনঃক্ষুণ্ণ করিবে না।'

মোহিত পত্রখানা বার বার পড়িল, তাহার পর টেবিলের উপরে মাথা রাখিয়া পিতাকে কি লিখিবে ভাবিতে লাগিল।

বহুক্ষণ পরে উত্তর স্থির করিয়া কল্য উত্তর লিখিব ভাবিয়া শয্যায় আসিয়া শয়ন করিল। কিন্তু সহসা তাহার মনে হইল "না এখনি লিখি। তখনি মোহিত উঠিয়া পত্র লিখিতে বসিল।

অন্যান্য কথার পরে লিখিল 'আপনি এত দিন যখন আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন তখন আর একটা বৎসর ক্ষমা করিবেন। বি এল, পরীক্ষাটা দিয়া আপনার আদেশ পালন করিব। আমায় ক্ষমা করিবেন। তখনি নিতাইকে ডাকিয়া পত্রখানা ডাকে দিতে বলিল। পরে আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া শয্যায় শয়ন করিল। পত্রখানা নিতাই সেই রাত্রিতেই ডাকে দেয় নাই। মোহিত কিন্তু চাকরের হস্তে দিয়া মনে করিল ডাকে দেওয়া হইল তাই নিশ্চিন্ত মনে শুইল। এ দিকে নিতাইও পত্রখানা বালিশের নীচে রাখিয়া আরামে নিদ্রা গেল।

দুই দিন পরে মোহিত সন্ধ্যাকালে বিমলাচরণ বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। চাকর বলিল 'বাবু বাড়ী নাই, উপরের ঘরে একটু বসুন, এখনি তিনি আসিবেন।"

মোহিত ভাবিল ফিরিয়া যাই। বলিল 'কাল আসব, আমি এসেছিলাম বিমলা বাবুকে বলো।" চাকরটা বাবুর খানসামা, আদব কায়দা অনেকটা জানিত, সে বলিল 'একটু বসুন,

বাবু এই এলেন ব'লে।" খানসামা ছাড়িল না, অগ্রে অগ্রে উপরে উঠিল অগত্যা মোহিতও তাহার সঙ্গে চলিল।

মোহিতকে বিমলাবাবুর বাহিরের কক্ষে বসাইয়া খানসামা বলিল তামাক ইচ্ছা করবেন কি?" মোহিত একটু হাসিয়া বলিল না আমি তামাক খাই না।' খানসামা চলিয়া গেল। মোহিত টেবেল হইতে একখানা পুস্তক লইয়া দেখিতে লাগিল।

পশ্চাৎ হইতে একটা অস্ফুট শব্দ শুনিয়া মোহিত ফিরিয়া দেখিল নীরজা। মোহিত হাসিয়া বলিল নিরো ভয় পেয়েছ নাকি?' নীরজা অপ্রতিভ হইয়া বলিল, না, আপনি কখন এলেন?"

'একটু আগে, বিমলা বাবু কখন আসবেন?'

আর বেশী দেরি নাই। আপনি এতক্ষণ একা বসে আছেন?'

কি করিব", তারপরে একটু হাসিয়া বলিল এতক্ষণ তুমি এসেছ, একা আর কই?

নীরজা লজ্জিত হইয়া একটু হাসিয়া বলিল বাবার আসতে আর বেশী দেরি নাই।'

কিবে নিরো, তোর বাবার কাজ তুই করবিস্ না কি? বলিতে বলিতে বিমলাচরণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তাহার পর, মোহিত বাবু অনেকক্ষণ এসেছেন নাকি?'

'আজ্ঞে না, এই একটু আগে।"

'দুদিন আসেন নাই, আমি ভাবিলাম বুঝি ভুলেই গেলেন।"

মোহিত অস্ফুট স্বরে বলিল "পড়িতে হয়, সময় অল্প' ইত্যাদি।

নীরজা চলিয়া গেল। বিমলা বাবু মোহিতের সহিত নানা-বিষয়ক কথোপকথন করিতে লাগিলেন। শেষে নীরজার কথা উঠিল, মোহিত তাহার অপূর্ব্ব দয়ার কথা উল্লেখ করিলে বিমলাবাবু বলিলেন 'পড়ায়ও তাহার যথেষ্ট মন, খুব চমৎকার পিয়েনো বাজাইতে পারে' ইত্যাদি। শেষে আনন্দের আধিক্যে বলিলেন "চলুন আপনাকে তাহার বাজনা শোনাই।'

নীরজা কিন্তু বড়ই বিপদে পড়িল। সে অনেক অপরিচিত লোকের সম্মুখে পিয়েনো বাজাইয়া প্রশংসা লইয়াছে, কিন্তু এই অপরিচিতের চক্ষু তাহাকে বিনা যত্নে এতটা অধিক প্রশংসা দেয় যে সে তাহা সামলাইয়া উঠিতে পারে না, তাই সে বড়ই গোলে পড়িল। পিতার পুনঃ পুন অনুরোধে অগত্যা পিয়েনোর কাছে বসিয়া বাজাইল, কিন্তু মোহিত বাবু বাও নিষ্পত্তি করিলেন না। বিমলা বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন মোহিত বাবু নিরো কেমন বাজাইল?

অতি সুন্দর।"

নীরজার কিন্তু মনে হইল সে আজ ভাল বাজাইতে পারে নাই আঙ্গুলগুলি আজ তেমন ছুটিতে পারে নাই, তাল আজ তেমন ঠিক হয় নাই, তথাপি মোহিত ভাল বলিল। নীরজা ভাবিল, মোহিত বাবু তাহার অযথা প্রশংসা করিলেন।

সেই দিন হইতে মোহিত প্রায় প্রত্যহই বৈকালে আসিত এবং বিমলাবাবু, নীরজা ও সুরেন্দ্রের সহিত কত গল্প করিত। নীরজার

লজ্জার ব্যবধানটা ক্রমে সরিয়া গেল, সে মোহিত বাবুর নিকটে বসিয়া কত দেশের কত গল্প শুনিত, কত সংবাদ শুনিত, কোন দিন কার্য্যগতিকে না আসিলে অনুযোগ করিত ও না আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিত। সুরেন্দ্রও তাহার সহিত খুব মিশিয়া গেল, ক্রমে বিমলাচরণ বাবুও তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতে লাগিলেন। মানবের স্বভাবই এই যে, ঘনিষ্ঠতা হইলেই স্নেহ জন্মে, আত্মীয়তা হইলেই ভালবাসা জন্মে। বিমলাচরণ তাহাকে আপনি ছাড়িয়া তুমি বলা ধরিলেন। ক্রমে গিরিবালা দেবীও মোহিতের সাক্ষাতে বাহির হইতেন সম্মুখে বসিয়া খাওয়াইতেন এবং কত স্নেহসূচক সম্ভাষণ করিতেন।

তাঁহারা সকলে মিলিয়া মধ্যে মধ্যে ইডেন গার্ডেনে বেড়াইতে যাইতেন ও খালের উপর বোটে চড়িয়া বেড়াইতেন। নীরজা মোহিতের সম্মুখে গান করিত হার্মোনিয়ম বাজাইত। এরূপে চারি পাঁচ মাস অতিবাহিত হইয়া গেল।

একদিন সন্ধ্যাকালে বিমলাবাবু মোহিতকে বলিলেন মোহিত তোমাকে আমি একটা গুরুতর বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিব সেটি বড় গোপনীয় কথা, যার কথা সেও এখনও জানে না। মোহিত বিস্মিত হইয়া বলিল 'কি? বলুন।' একটু ইতস্ততঃ করিয়া বিমলাচরণ ধীরে ধীরে নীরজার বাল্যজীবনের কাহিনী বিবৃত করিলেন। কিরূপ বয়সে নীরজার বিবাহ হইয়াছিল, কতদিন পরে বিধবা হয়, এবং সে নিতান্ত শিশু বলিয়া তাহার নিকট সে কথা গোপন করিয়া রাখা হইয়াছে, সমস্ত বলিলেন।

মোহিতও বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল, তাহার মুখ দিয়া একটীও কথা বাহির হইল না।

"এখন তুমি কি পরামর্শ দাও?

মোহিত যেন সংজ্ঞা লাভ করিয়া বলিল 'কোন্ বিষয়ে পরামর্শের কথা বল্‌ছেন?'

আমি মনে করিতেছি তাহার পুনর্ব্বার বিবাহ দিব। তুমি কি মত দাও? 'বিবাহ দেবেন?' কপালের ঘর্ম্ম মুছিয়া মোহিত বলিলেন হিন্দু সমাজে এ বিবাহ চল্‌বে কি?'

হিন্দু সমাজ? প্রয়োজন? এক গাছি সূতা এখনও বাপের ভয়ে আছে যে দিন নারজার বিবাহ দিব, সে দিন সেই গাছিও ফেলিয়া দিব।"

এরূপ বিবাহ কি কেহ করিবে?'

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বিমলা বাবু বলিলেন 'ভট্টাচার্য্যের তনয় না করিতে পারে, কিন্তু তদপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ, সুশিক্ষিত পাত্র দুষ্প্রাপ্য হইবে না।"

মোহিতকে বহুক্ষণ নীরব দেখিয়া বিমলাচরণ বলিলেন তুমিই বেশ বিবেচনা করিয়া দেখ না, এতে কি দোষ? যে বালবিধবা স্বামীর নাম জানে নাই, প্রায় চক্ষেও দেখে নাই তার বিবাহ দেওয়া কি সাধারণ বিধবাবিবাহের সঙ্গে তুলনীয় হইতে পারে? যে সময়ে তার অতি শৈশবকাল, একটা কুসংস্কারের বশে তাহার আত্মীয়রূপী শত্রুতে যদি সেই অজ্ঞানাবস্থায় তাহার বিবাহ দিয়া দেয়, সে স্বামীর মৃত্যু হইলে কি সে বালিকাকে বিধবা বলে?

না তাহাকে বিবাহ করিলে পাপ স্পর্শে ? স্বামী ব'লে যখন তার বোধ পর্য্যন্ত জন্মে নাই, কিসের জন্য সে চিরজীবনের বৈধব্যে ব্রতী হইবে ?"

বিমলা বাবু মোহিতকে কোন উত্তর দিতে না দেখিয়া বলিলেন "তবে আজ এ প্রসঙ্গ থাক্, অন্য দিন হবে।" মোহিত বলিল আজ্ঞা হ্যাঁ আমি আজ আসি।

সে কি, তোমার যে আজ এখানে নিমন্ত্রণ ? আহার করিয়া যাও।"

আজ থাক্, কাল হবে। বলিতে বলিতে মোহিত সত্বর সেই কক্ষ হইতে বাহির হইল।

বিমলা বাবু কিয়ৎক্ষণ বিমর্ষ ভাবে বসিয়া রহিলেন। মোহিতের কাছে তিনি এরূপ ভাব আশা করেন নাই।

নীরজা একমনে বসিয়া পড়িতেছিল, পদশব্দে চাহিয়া দেখিল মোহিত চলিয়া যাইতেছে। সে আসিয়া বলিল মোহিত বাবু আমার এ অঙ্কটা একটু বুঝিয়ে দিন না। মোহিত স্থিরনেত্রে নীরজার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল নীরজা বিধবা সত্য, কিন্তু তাহার তাহাতে দোষ কি ?" এ তাহার আত্মীয়দিগের দোষ, তাহার পিতামহের দোষ সর্ব্বোপরি আমার ভাগ্যের দোষ তাহার দোষ কি ?"

নীরজা বলিল 'বসুন না।" মোহিত বলিল "আজ থাক্ কাল" —

নীরজা হাসিয়া বলিল, 'কাল বস্‌বেন ? আজ সমস্ত রাতটা বুঝি দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন ?"

'হ্যাঁ,—না, নীরজা—নীরজা তোমার দোষ কি?'

দ্বিগুণ হাসিয়া নীরজা বলিল 'কি দোষ আমার? স্বপ্ন দেখছেন বুঝি? বসুন।'

'আজ নয় কাল।' এই বলিয়া মোহিত দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

নীরজা বিস্মিত হইল। অভিমানে তাহার চোখে এক ফোটা জল ও আসিল।

৯

মোহিত সাত আট দিন বিমলাচরণ বাবুর বাটীতে গেল না। এত দিনের মধ্যে সে একটা কথাও স্থির করিতে পারিল না। বিমলা বাবু তাহাকে একটা পরামর্শের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন মাত্র তথাপি মোহিতের মনে হইতেছিল যে তিনি তাহার মস্তকে এক মহাভার চাপাইয়া দিয়াছেন। নীরজা সুন্দরী, সুশীলা শিক্ষিতা ধনীর কন্যা তাহার বিবাহের জন্য পাত্রের ভাবনা নাই। মোহিত সে ভাবনা ভাবে নাই সে তাহার নিজের ভাবনা ভাবিতেছিল।

সে কি করিবে? কোন পথে চলিবে? কেহ তাহাকে কোন আশা দেয় নাই, তথাপি সে বহুদিন হইতে যেন কিছু আশা করিয়া বসিয়া আছে। সে এখন তাহা বেশ বুঝিতে পারিল, তাহা না হইলে বিমলাবাবু নীরজার বিবাহের কথা উত্থাপন করাতে তাহার আপনার ভাবনা আসিয়া জুটিবে কেন? আর

মনকে চোখ টিপিলে চলিবে না জীবনের সমস্ত গতিটা ভাল করিয়া বুঝিয়া একটা পথ ধরিয়া চলিতে হইবে। মোহিত নিজে বুঝিতেছে যে বিমলা বাবুর এ বিবাহ দেওয়া কিছুই অন্যায় নয়, নীরজারও ইহাতে কোন পাপ নাই, সে স্বামীর কিছুই জানে না। যে তাহাকে বিবাহ করিবে সেও সৌভাগ্যশালী, তবু তাহার মনের মধ্যে পিতার মলিন মুখ, সমাজ, বিষয় জাগিতেছিল। মোহিত অস্থির হইয়া উঠিল।

আবার হৃদয়ের কোণ হইতে ধীরে ধীরে একখানি জ্যোতির্ময়ী মূর্ত্তি আঁধার আকাশের গায়ে চন্দ্রের ন্যায় উদয় হইল তাহার আলোকে সমস্ত অন্ধকার দূরে পলাইয়া গেল। এ মূর্ত্তির কাছে বুঝি আর সমস্ত কিছুই নয়। পিতার অসন্তোষ, সমাজ, নিন্দা, অর্থ, কলহ, সমস্ত এক কোণে ক্রমশ ক্ষুদ্রাকার হইয়া গেল, মোহিত উঠিয়া বসিল।

নীরজা এ কয় দিন মনে মনে খুব রাগ করিয়া রহিল। মোহিত বাবু আসিলে আর কথা কহিব না পিয়ানো বাজাইব না, গান গাহিব না।' ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল তত রাগটাও মন হইতে একটু একটু করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। মোহিত বাবু সাত আট দিন আসিলেন না, অসুখ হয় নাই তো? নীরজার রাগ ভয়ে পরিণত হইল। সে সুরেন্দ্রকে খোঁজ লইতে বলিল। সুরেন্দ্র বলিল 'আজ রাস্তায় আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, ভাল আছেন বল্‌লেন কাল যাব।" নীরজা আশা করিয়া রহিল "কাল নিশ্চয় আসিবেন।"

কল্য আসিল এবং চলিয়া গেল। মোহিত আসিল না। নীরজার মনে আবার তাহার উপর অভিমান হইল। তখন তাহার মনে হইল 'আমার উপর রাগ করেন নাই তো।" তারপরে মনে পড়িল সে দিন তিনি কি দোষের কথা বলিতে ছিলেন হয়ত আমি কোন দোষ করেছি।' নীরজা ব্যাকুলা হইল।

কয়েক দিন পরে মোহিত আসিয়া ধীরে ধীরে একখানি চেয়ারে বসিল। নীরজা অলক্ষ্যে চাহিয়া দেখিল বেশ প্রফুল্ল মুখ স্নেহোজ্জ্বল নয়ন শরীরে কোন গ্লানির চিহ্ন নাই, তখন গম্ভীর মুখে নীরজা রাগ করিয়া রহিল। মোহিত তাহার অভিমান বুঝিতে পারিয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে কহিল নিরো রাগ করেছ বুঝি? এতদিন আমার মনটা বড় খারাপ ছিল, তাই আসতে পারি নাই।' নীরজা দেখিল হাস্যপূর্ণ মুখ, তবুও চোখের কোলে কে যেন কালী ঢালিয়া দিয়াছে। নীরজা বলিল 'মন খারাপ ছিল কোনো অসুখ করেছিল কি?" মোহিত পূর্ব্বের মত হাসিয়া বলিল নিরো। অসুখ না হ'লে বুঝি মন খারাপ হয় না?' 'তা হয়, আপনার মন খারাপ হয়েছিল কেন, মোহিত বাবু?'

'তুমি শুনে কি করবে?"

"শুনে আবার কি ক'রব, এমনি শুনব, বল্‌বেন না?"

মোহিত কম্পিতকণ্ঠে বলিল 'আজ থাক্ আর এক দিন বলব।"

"সে দিন কি বলছিলেন 'নীরজা তোমার দোষ কি ?' সে কথাটাও বল্‌বেন না ?

"এক দিন ব'লব, তবে আজ নয়, নিশ্চয় ব'লব, রাগ করো না নিরো।"

নীরজা রাগ করিত, কিন্তু মোহিতের সস্নেহ স্বরে রাগটা তেমন যোগাইল না।

১৩

অনেক দিন নবকিশোর বাবুর কথা বলা হয় নাই। চারি বৎসর হইয়া গিয়াছে, নবকিশোর বাবু একা সেই বিপুল পুরীর মধ্যে বাস করিতেছেন। দাস দাসী, লোক জনের অভাব নাই তথাপি তিনি একা। প্রাতে উঠিয়া নিয়মিত স্নান করেন পূজা করেন, পরে বহির্ব্বাটীতে বসিয়া বৈষয়িক কার্য্যাদি দেখা শুনা করেন। যথা সময়ে আহার করিয়া একখানি শ্রীমদ্ভাগবত হস্তে লইয়া শয়ন করেন। পড়িবার অনেক চেষ্টা করেন কিন্তু অবসন্ন চক্ষু দুটী ধীরে ধীরে মুদিয়া যায়। পুস্তক হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া নীচে পড়িয়া যায়।

বৈকালেও বাহিরে গিয়া বসেন। উদ্যানে যাইতে আর ইচ্ছা হয় না। সেখানে গিয়া বসিলে চারিদিকে বড় অশৃঙ্খলা বোধ হয়। চক্ষে কোথা হইতে কি ফোঁটা জল আসিয়া পড়ে। বৃদ্ধ বয়সের অকারণ রোদনে নবকিশোর আপনার কাছে আপনি লজ্জিত হইয়া পড়েন। পঞ্চাশ বৎসর বয়সে দুঃখে বিচলিত

হওয়াকে নবকিশোর বাবু ছেলে মানুষির মধ্যে, গণ্য করেন।

নবকিশোর বাবু যখন বহি কক্ষে বসিয়া আছেন একজন প্রৌঢ়বয়স্ক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিলেন। লোকটী কায়স্থ নবকিশোর বাবু আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, 'তবে মথুর বাবু কবে কল্‌কাতা থেকে এলে?

'আজ্ঞে এই কাল এসেছি'

'যে কাজের জন্যে গিয়েছিলে তা সিদ্ধ হ'ল তো? মকর্দ্দমার কি হ'ল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ আপনার আশীর্ব্বাদে সমস্ত মঙ্গল"। তাহার পর মথুর বাবু যে কত বুদ্ধি খাটাইয়া মকদ্দমা জিতিয়াছেন বহুক্ষণ বসিয়া আড়ম্বরের সহিত তাহার গল্প করিলেন। দুই জনে অনেক কথা হইল, অনেক তামাকু সেবন হইল তখন মথুর বাবু বলিলেন তবে আমি যাই বেলা হয়েছে"। নবকিশোর বাবু অনেকক্ষণ হইতে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য উৎসুক হইতেছিলেন একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তাদের খবর কিছু জান, তারা কেমন আছে'? মথুর বাবু মস্তক অবনত করিলেন, নবকিশোর বাবু কম্পিত স্বরে বলিলেন 'বৌমার খবর আমি জানি। 'আর আর সকলে কেমন আছে'? মথুর বাবু মাথা তুলিলেন না। নবকিশোর বাবু তাঁহার হাত দুটী ধরিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন 'তারা আছে তো? প্রাণে বেঁচে আছে তো"? মথুর বাবু নবকিশোর বাবুর হস্ত ধরিয়া

বলিলেন 'সে কি কথা প্রাণে বেঁচে আছে বই কি, সকলে ভাল আছে।'

নিশ্বাস ফেলিয়া নবকিশোর বাবু বলিলেন তবে কি?'

'নীরজার বিবাহ।' 'নীরজার বিবাহ, সেকি? কোন নীরজা"? 'আপনার পৌত্রী নীরজা।' ধীরে ধীরে নবকিশোর বাবু দুই হস্তে মুখ ঢাকিলেন। ক্রমে শুইয়া পড়িলেন। তখনি পরিচারকেরা আসিয়া কেহ মাথায় জল দিতে লাগিল কেহ বাতাস করিতে লাগিল। মথুর বাবু বেচারা অপ্রস্তুত ও হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিলেন। সহসা নবকিশোর বাবু চীৎকার করিয়া বলিলেন 'নীরো দিদি আমার'। মথুর বাবু সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। নবকিশোর উঠিয়া বসিলেন। চুপ্ কর, কথা কয়োনা। আমার দিদিকে সেই কুলাঙ্গারটা জোর ক'রে বিয়ে দিচ্চে। শীঘ্র গাড়ী আন, আমি এখনি কলিকাতায় যাব'।

গাড়ী আসিল। নবকিশোর বাবু কলিকাতায় যাত্রা করিলেন।

বিমলাচরণ সন্ধ্যার পরে বাটীর দ্বারের সম্মুখস্থ ফুটপাতের উপরে চেয়ার পাতিয়া বসিয়া ছিলেন। সহসা শুনিলেন 'বিমলাচরণ।' চাহিয়া দেখিলেন সম্মুখে উন্মত্ত মূর্ত্তি নবকিশোর বাবুকে চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন "একি, বাবা?" নবকিশোর বাবু হস্তদ্বারা কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া বলিলেন 'আমি তোর পিতা নই। কুলাঙ্গার একি শুনি?' বিমলাচরণ পিতার উন্মত্তের মত চক্ষু

দেখিয়া ভয় পাইলেন, তথাপি সাহস করিয়া বলিলেন 'আমি কুলাঙ্গার কিসে ?"

—কুলাঙ্গার না হ'লে বিধবা কন্যার বিবাহ দিতে যাস্। কুলাঙ্গার ন'স ?'

বিমলাচরণের এবার মর্ম্মান্তিক রাগ হইল। রক্তিম লোচনে বলিলেন 'তা ত বটেই, দুগ্ধপোষ্য কন্যার বিবাহ দিয়া সর্ব্বনাশ করলেন আপনি আর কুলাঙ্গার হলুম আমি ? যে বিবাহ হয়েছে কিনা জানেনা, সেই বালিকা কন্যাকে আজীবন বৈধব্যানলে জ্বালানই ত কুলাঙ্গারের কার্য্য। বাপের কর্ত্তব্য সন্তানকে সুখী করা'। 'কেন বিবাহ দেওয়া ভিন্ন কি কন্যাকে সুখী করিবার অন্য উপায় নাই ? কন্যাকে সৎপথ দেখিয়ে দে, সে দান করুক, ধর্ম্ম করুক দুখীর দুখ মোচন করুক, অনাথকে আশ্রয় দিক্, এই তো সুখ, সুখ আবার কি ? বাপ হয়ে কন্যাকে শিক্ষা দিতে জানিস না' ? বিমলাচরণের আতে ঘা পড়িল। সে পুত্র কন্যাকে শিক্ষা দিতে জানে না ? 'বেশী কথার প্রয়োজন নাই আমার কন্যা, আমি আমার বিশ্বাস মত তাহাকে শিক্ষা দিয়াছি, আপনার এ বিষয়ে বিবাদ নিষ্প্রয়োজন, ইচ্ছা করেন, আদালত খোলা আছে। কিন্তু মনে রাখবেন নীরজা আমার কন্যা"। বিমলাচরণ ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গেট টানিয়া দিলেন। মর্ম্মাহত নবকিশোর বাবু উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন— নীরজা, নীরজা, দিদি কোথায় আছিস্, আমার কাছে পালিয়ে আয়।"

বৃদ্ধের উচ্চ কণ্ঠ সেই কঠিন প্রাসাদের অন্ত স্থল ভেদ করিয়া ত

নীরজার কর্ণে প্রবেশ করিল না। বিমলাবাবু ফটক খুলিয়া বাহিরে আসিয়া ধীরভাবে বলিলেন নীরজা স্ব ইচ্ছায় মোহিতকে বিবাহ করতে মত দিয়েছে'।

নীরো মত দিয়েছে? আমার নীরো? ও সে ত জানে না যে সে বিধবা'। 'জানে, তাহাকে সে কথা বলা হয়েছিল।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে নবকিশোর বাবু অদৃশ্য হইলেন। বিমলাচরণ চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন কেহ নাই। কেবল একটা কঠোর অস্পষ্ট শব্দ মাত্র কর্ণে আসিল।

হৃদয়ে অহো অশান্তি লইয়া বিমলাচরণ উপরে গেলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল কি হইবে কি জানি হে ভগবান। হে ভগবন। নীরজা ও সুরেনকে সুখী করিও যদি আমি কোন ভুল করিয়া থাকি, তাহার ফল যেন তাহাদের স্পর্শে না। উপরে উঠিয়া দেখিলেন আলোকিত কক্ষে নীরজা বসিয়া কতকগুলি পোষাক ঠিক্ করিয়া রাখিতেছে। পিতাকে দেখিয়া নীরজা ত্রস্ত হইয়া বারান্দায় আসিল। তাহার সলজ্জ রক্তিম মুখখানি দেখিয়া বিমলাচরণ সমস্ত ভুলিয়া গেলেন। কাল নীরজার বিবাহ।

সেই কাল আসিল। বাটীময় কত আলোক জ্বলিল, ফুলের ছড়াছড়ি সুগন্ধের ছড়াছড়ি হইল। কত নিমন্ত্রিত অভ্যাগত অভ্যাগতায় গৃহ পূর্ণ হইল। কত মঙ্গল গীত হইল —তারপরে আচার্য্য মোহিতকুমারের সহিত ব্রাহ্মমতে নীরজার বিবাহ সম্পন্ন করিলেন। অঙ্গীকার মন্ত্রগুলা নীরজা বড় অস্পষ্ট ভাবে বলিয়াছিল, কি জানি কেন তাহার মনে একটা ভীতির সঞ্চার হইতেছিল।

স্ত্রীর জন্য যখন বিমলাবাবুর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল তখন নীরজাও কাঁদিয়া ফেলিল, বিমলা বাবু তাহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া শান্ত করিতে লাগিলেন। ক্রমশ শান্ত হইয়া নীরজা একবার মোহিতের মুখের দিকে চাহিল, মোহিতের প্রফুল্ল হাস্যময় মুখ এবং অনুরাগ ও স্নেহপূর্ণ চক্ষু দেখিয়া নীরজার সে অজ্ঞাত ভয়টা দূর হইল।

নবকিশোর বাবু ট্রেণে চড়িয়া হরিশপুরে ফিরিয়া চলিলেন, দেখিলেন, আর একটা সম্ভ্রান্ত ভদ্রবেশী লোক তাঁহার সঙ্গে ট্রেণে উঠিলেন।

কয়েকটা ষ্টেশন চলিয়া গেল তথাপি কেহ কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিলেন না। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে নবকিশোর বাবুর মস্তিষ্কটা বড় গরম বোধ হইতে লাগিল। একটু অন্যমনা হইবার জন্য বলিলেন "মহাশয়ের নাম"? ভদ্র লোকটা বলিলেন নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়"।

মহাশয় কি নিজ কলিকাতা হইতেই আসছেন"?

আজ্ঞা হ্যাঁ আপাতত তাই বটে। আপনিও কলিকাতা হইতে আসছেন?' আজ্ঞা হাঁ আমিও আপাতত তাই। তখন ক্রমশ দুই বৃদ্ধে নানা বিষয় কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। সুখ দুঃখের কথা পড়িল। নবকিশোর বাবু বলিলেন সুখ দুঃখ ওসব মানুষের কামনার বিকার মাত্র'। নন্দবাবু বলিলেন 'মহাশয় তা যথার্থ কিন্তু এমনি বিকার যে তাহাতে বড় কষ্ট সহ্য করতে হয়। হতভাগাকে মানুষ করলুম, লেখাপড়া শিখালুম, সব কেবল ভস্মে

ঘৃতাহুতি হইল।" নবকিশোর বাবু ভাবিলেন এ কার কথা বলিতেছে, ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন "কথাটা কি বল্‌চেন মহাশয়?

'কি আর বলব মহাশয়, ছেলেটা বি, এল পাশ দিল [illegible] ক বলত এমন ছেলে হয় না। শেষে কিনা সে একটা বিধবা বিবাহ করলে। হরি হে দীনবন্ধু! তুমিই সত্য, আর [illegible]ব মিথ্যা' এই বলিয়া নন্দবাবু দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিলেন। নবকিশোর বাবু ও বহু কষ্টে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন কা'র কন্যা বিবাহ করলে?'

"সেও এক কুলাঙ্গার। বিমলাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় উকীল, তারই কন্যা'। উভয়ে বহুক্ষণ নীরবে রহিলেন। তাহার পর নন্দ বাবু একটু নড়িয়া চড়িয়া হাই তুলিয়া বলিলেন সে যেমন আমায় কষ্ট দিল, আমিও ঠিক তত কষ্ট তাকে দিব। তাকে এক পয়সাও দিব না, সমস্ত ছোট ছেলেকে দিব। উপযুক্ত প্রতিশোধ নয় কি, মহাশয়? পাপিষ্ঠের পাপের শাস্তি আমিই দিতে জানি ভগবানকে আর কষ্ট করিতে হবে না।" নবকিশোর বাবু কোন উত্তর দিলেন না। নন্দবাবু বলিলেন 'আমি তেমন বাপ নই যে [illegible] মমতার দোহাই দিতে যাব। দেখা ক'রে বলিলাম 'বিধবা বিয়ে করবি, বেশ, কর, কিন্তু জেনে রাখিস আমার এক পয়সাও তোর নয়, তুই আমার ত্যাজ্য'। হতভাগা কোন উত্তর দিল না। শুনেছি আজ রাত্রেই বিবাহ।" 'দূর হোক্, মহাশয়! দুটো ভগবানের নাম করুন। হরি হে তুমিই সত্য"। তখন নন্দবাবু গান ধরিলেন,—

'তুমি কার, কে তোমার কারে বল রে আপন,
মোহমায়া নিদ্রাবশে হেরিছ স্বপন'।

নরেন্দ্রনারায়ণ বাবু প্রস্তর মূর্ত্তির মত বসিয়া রহিলেন।

১১

নীরজা ও মোহিতের বিবাহের পর তিনবৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। মোহিত এখন আলিপুর কোর্টে ওকালতি করে। পসারও এক রকম হইয়াছে, তবে ব্যবসার কার্য্যে সে সুদক্ষ হয় নাই ইহা নিশ্চিত, কেননা অন্যান্য উকিলের ন্যায় সে সকলের নিকট হইতে অর্থ আদায় করিত না, অনেক অর্থহীন দরিদ্র বিনা অর্থে মোহিত বাবুকে উকীল করিয়া মোকদ্দমা চালাইত। অক্ষম ও দুর্দ্দশাপন্ন ব্যক্তি দেখিলে মোহিত আপনি সাধিয়া তাহার উকীল হইয়া তাহার মোকদ্দমা জিতাইয়া দিত। তাই মোহিত বাবু উকীলের নাম যতটা ছিল অর্থ ততটা আসিত না।

ইহাতে নীরজা অসুখী ছিল না। সে শিশুকাল হইতে পরদুঃখ কাতরা ছিল, সে জানিত তাহার মত স্বামী সকলের ভাগ্যে ঘটে না। তাই যখন স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া স্বামীর দেনন্দিন কার্য্যকলাপ শুনিত, স্বামী যখন নিজের কথা বলিতে গিয়া লজ্জিত হইতেন, তখন নীরজা সুখে আত্মহারা হইত। তাহার পর? আর একখানি শুভ্র কোমল এক বৎসরের কচিমুখ চুম্বন করিতে করিতে যখন মোহিত, বারান্দায় পদচারণা করিয়া বেড়াইত তখন নীরজা ভাবিত আমি ঐ স্থানের মাটী হই না কেন

তাহা হইলে স্বামী আমার উপর দিয়া অমনি করিয়া বেড়াইয়া বেড়ান।

নীরজার বিবাহের কয়েক মাস পূর্ব্বে গিরিবালা দেবী—স্বর্গে গিয়াছিলেন। আজ দেড় বৎসর হইল বিমলাচরণ বাবুর ও মৃত্যু হইয়াছে। নীরজার বিবাহের পরেই বিমলাচরণ সুরেন্দ্রকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছিলেন। সেখানে সে সিবিল সার্ব্বিশ পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। বিমলাচরণ মৃত্যুর সময় পুত্রকে শুভাশীর্ব্বাদ পূর্ণ পত্র লিখাইয়া, কন্যা ও জামাতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সঞ্চিত পঞ্চাশ হাজার টাকার সুদ এখন লণ্ডনে সুরেন্দ্রর নিকট যায়। বাটীর ভাড়াও তাহাই হয়। পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া সুরেন্দ্র মোহিতকে ও নীরজাকে বহু আক্ষেপ করিয়া পত্র লিখিয়াছিল। মোহিতও তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া উত্তর লিখিয়াছিলেন।

এক বৎসর হইল মোহিত ও নীরজার একটী কন্যা হইয়াছে। কন্যাটীর নাম লীলা। ক্ষুদ্র লীলাকে লইয়া স্বামী স্ত্রীতে অনেক সময় মহা তর্ক বাধিয়া যাইত। নীরজা বলিত 'লীলা দেখিতে তোমার মত হইয়াছে", মোহিত বলিত আহা তোমার কি সৌন্দর্য্যজ্ঞান। লীলা ঠিক্ তোমার মত হবে।" ক্রমশ বিবাদ ঘনীভূত দেখিয়া ক্ষুদ্র লীলা বড় মুস্কিলে পড়িত। সে তখন পিতা-মাতার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া উভয়ের মুখ দুই হাতে ধরিয়া খিল খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিত। তখন তাহার উপর দুই দিক হইতে চুম্বন বৃষ্টির হুড়াহুড়ি পড়িয়া যাইত।

মোহিত অপরাহ্নে আদালত হইতে আসিয়া বেশ পরিবর্তন করিল। নীরজা নিকটে দাঁড়াইয়া পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। মোহিত বলিল "লীলা কই ?"

'তাকে ঝি বেড়াতে নিয়ে গেছে"।

মোহিত একটু হাসিয়া বলিল 'আমার পকেটে একখানা কাগজ আছে আন তো তোমাকে একটা খবর শোনাই।" "আচ্ছা খবর শোনা শেষে হবে, এখন তো আগে জল খেতে চল। "জল খেতে আজ তত ইচ্ছা নাই, কাগজ খানা আন না'।

নীরজা শুনিল না, খাবারের রেকাবী হাতে করিয়া আনিয়া সম্মুখে ধরিয়া বলিল 'নতন খবর দেখ্‌ল বুঝি ক্ষুধা তৃষ্ণাও উড়ে যায় ? একটু খাও, আমি তো আর পালাচ্ছি না, কাগজখানাও পালাবে না'। মোহিত হাসিতে হাসিতে বলিল কি জানি আমার সব সময়ে সে বিশ্বাসটা থাকে না, কাগজখানা যেমন রাস্তা দিয়ে আসিতে আসিতে অকেশে পকেট থেকে প'ড়ে যেতে পারে, তোমার বিষয়েও আমার তেমনি একটু ভয় আছে। তবে জলখাবারটা যখন হাতের কাছেই এনে ধরেছ, তখন আর ভেবে চিন্তে কাজ নাই, কি বল' ? নীরজা হাসিয়া বলিল "সেই ভাল কথা"।

মোহিত জলযোগ শেষ করিয়া মুখে পান পূরিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল। নীরজা তাহার পকেট হইতে একখানা ইংরাজী সংবাদপত্র আনিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল 'এইবার কি সংবাদ বল ? এখন নিশ্চিন্ত হ'য়ে শোনা যাবে।' মোহিত হাসিয়া বলিল 'তুমিই পড না"।

'অতয় কাজ নাই। আমি পড়িতে জানি না শুনাতে ইচ্ছা হয় তো শুনাও' বলিয়া নীরজা একটা পেনি লইয়া সেলাই করিতে বসিল। মোহিত পড়িল—হরিশপুরের জমিদার নবকিশোর বাবু সম্প্রতি বিগ্রহের মন্দির স্থাপন উপলক্ষে অজস্র দান করিয়াছেন। শত শত কাঙালীকে অর্থ, অন্ন, বস্ত্রাদি দান করিয়াছেন। তিনি কতকটা জমিদারী দেবত্ব করিয়া দিয়াছেন একটি পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন, দুই তিনটা জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং এইরূপ সৎকর্ম সর্ব্বদাই করিতেছেন। নবকিশোর বাবু হিন্দুর আদর্শ স্থল।"

নীরজা নীরবে বসিয়া রহিল। মোহিত বলিল 'নিরো কথা কচ্চ না যে ? নিশ্বাস ফেলিয়া নীরজা বলিল 'তবে বোধ হয় দাদাকে কিছুই দেবেন না, তাকেও ত্যাগ করবেন। সে তো কবে বোঝা গেছে। তোমার বাবা মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার অপরাধ মাপ্ করুন' ব'লে দুখানা পত্র লিখলে তার উত্তরে তিনি লিখেছিলেন তুই, তোর পুত্র, কন্যা, সব আমার ত্যাজ্য। তখনই বুঝা গিয়াছিল এ রাগ তাঁর যাবে না। নীরজা অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল 'আমিই সবারি মনকষ্টের মূল"। "আর একটা খবর আছে, দেখ"।

নীরজা সংবাদপত্র লইয়া দেখিল 'প্রসিদ্ধ জমিদার নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত বিষয় কনিষ্ঠ পুত্র সতীশকুমারকে উইল করিয়া দিয়া কাশীবাস করিতে গেলেন'।

মোহিত নীরজাকে বহুক্ষণ নতমুখে থাকিতে দেখিয়া

"নীরো"। নীরজা উত্তর দিল না। মোহিত নিকটে আসিয়া তাহার মুখ তুলিয়া দেখিল নীরজা কাঁদিতেছে। মোহিত আদর করিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিল, 'কাঁদো কেন নীরো ইহাতে এমন দুঃখ কি? "আমার জন্য তুমি এত সইলে। নীরজা তাহার বক্ষের মধ্যে মুখ লুকাইল। মোহিত তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন করিয়া বলিল 'তুমিও তো অনেক সয়েছ। তোমার দাদা বাবুও তো তোমার উপর রাগ করেছেন। আমি তোমার জন্য সয়েছি, তুমি আমার জন্য সয়েছ এ কথাটা আর এখন নূতন কথা কি নীরো?"

তবুও নীরজা কিয়ক্ষণ কাঁদিল। মোহিত তাহার জন্য কেন এত সহিল ভাবিয়া কাঁদিল। তাহার জন্য কেহ এত সহ্য করিতে পারে এমন গুণ তাহাতে কি আছে ভাবিয়া কাঁদিল। তার পর লীলা বেড়াইয়া আসিল। লীলার সহিত মোহিতের ক্রীড়া দেখিয়া নীরজা ক্রমে ক্রমে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

১২

ইহার পর আরও তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। লীলা এখন আর দাসীর অঙ্কে বেড়ায় না। সে এখন চারি বৎসরের হইয়াছে। বৈকালে সিল্কের গাউন ও জুতা মোজা পরিয়া কোকড়া কোকড়া চুলগুলি স্কন্ধে ফেলিয়া পিতার হাত ধরিয়া বেড়াইয়া বেড়ায়। সে মাতার কাছে সন্ধ্যার আলোকে গল্প লইয়া 'অ'য় অজগর আসছে তেড়ে" ইত্যাদি বলে।

পিতার মাথা অঁচড়াইয়া দেয়, খাবার আনিয়া সম্মুখে ধরার ভারটাও মাতার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছে। মোহিত হাসিয়া বলিত "লীলা আর একটু বড় হ'লে দেখছি, ও আমাকে এ ঘর, ও ঘর করতে দেবে না।' লীলা মৃদু হাসিয়া বলিত "আমি তো তোমায় কোলে কল্‌তে পালিনে বাবা'। মোহিত অত্যন্ত হাসিয়া উঠিত। মোহিতের এখন পূর্ব্বাপেক্ষা পসার বৃদ্ধি হইয়াছে তবে দানশীলতার জন্য হাতে কিছু জমিতে পারিত না।

পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যার পর মোহিত ও নীরজা ছাদে বসিয়া অতীত কালের কথা আলোচনা করিতেছিল। মোহিত তাহার সেই স্কুলে যাওয়ার কথা, দানের কথা, নিজের দাঁড়াইয়া দেখার কথা গল্প করিতেছিল। নীরজা শুনিয়া হাসিতেছিল, আর সেই সময়ের সুখময় জীবনের কথা ভাবিতেছিল। সেই স্নেহময় পিতা মাতার কথা মনে পড়িয়া মাঝে মাঝে চক্ষুতে জল আসিয়া পড়িতেছিল। চারিদিক চন্দ্রকিরণে হাসিতেছিল।

এমন সময়ে দাসী আসিয়া একখানা পত্র আনিয়া মোহিতের হাতে দিল। মোহিত খুলিয়া দেখিল লণ্ডন হইতে সুরেন্দ্র লিখিয়াছে। এক বৎসর হইল সুরেন্দ্র সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় পাশ হইয়াছে। মোহিত পত্র পড়িয়া হাসিয়া বলিল নীরো সুস বাদ।" 'কি সুস বাদ?" "আগে সন্দেশ খাওয়াও, তবে বলব।" 'এমন কি কথা?" 'নয় কেন? তোমার ভাজ হয়েছে, সুস বাদ নয়?' 'সে কি? দাদা মেম বিয়ে করেছে বুঝি"? তা [illegible] আর বিলাতে কি বিয়ে করবে?' 'ছি ছি, শেষে [illegible]

কবলে।' 'যেমন দেশে বাস তেমনি তো রুচি হবে। যস্মিন দেশে যদাচার। আজ যদি তোমার বাবা বেঁচে থাকতেন তো এ বিবাহ হ'তে পারতো না।" সঙ্গে সঙ্গে নিজের কথা মনে পড়িয়া গেল মোহিত অবোবদন হইল নীরজা অন্য লক্ষ্য করিল না। নীরজা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল 'দাদার ছোট বেলা থেকে অমনি সাহেবী পছন্দ, মা থাক্‌লে তো বিলাতী বৌ নিয়ে একদিনও ঘরকন্না করতে পারতেন না'। নিজেকে সামলাইয়া মোহিত বলিল 'এখন যা হবার হ'য়ে গেছে আনন্দ প্রকাশ ক'রে একটা টেলিগ্রাম করিগে চল। আর ছাতে বসে থাক্‌ব না আজ শরীরটা ভাল নাই। এখন কেমন একটু শীতও করছে'। নীরজা উঠিয়া বলিল "তবে এতক্ষণ ছাতে ব'সে থাক্‌লে কেন, শীঘ্র নীচে চল'।

রাত্রিতে মোহিত বলিল 'নীরো গায়ের একটা কাপড় দাও বড় শীত করছে"। নীরজা মোহিতের কপালে হাত দিয়া বলিল "একি গা যে গরম। 'তবে বুঝি জ্বর হ'ল বলিয়া মোহিত আপাদমস্তক ঢাকিয়া শয়ন করিল। অর্দ্ধ রাত্রে নীরজা ধীরে ধীরে মোহিতের ললাট স্পর্শ করিয়া দেখিল কপালটা একটু বেশী গরম হইয়াছে। মোহিত তখন ঘুমাইতেছে, নীরজার মনটা আজ কেমন করিতেছিল মোহিতের পূর্ব্বে এরূপ জ্বর কতবার হইয়াছে, কিন্তু কোন দিনত এমন মন খারাপ হয় নাই! নীরজা মনকে বুঝাইল "এমন জ্বর ত কত দিন হয়"। নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে নীরজা ঘুমাইয়া পড়িল।

সকালে মোহিত সুরেন্দ্রের নিকট টেলিগ্রাম পাঠাইয়া বলিল, 'জ্বরটা বেশই হয়েছে'। নীরজা থার্মোমিটার লাগাইয়া দেখিল জ্বরের উত্তাপ একশ দুই ডিগ্রী হইয়াছে। নীরজার সমস্তদিন কাজে হাত না উঠিতেছিল না। লীলা পিতার কপালে ক্ষুদ্র হাতখানি বুলাইতে বুলাইতে বলিল 'বাবা,' তোমার অসুখ করেছে?

মোহিত বলিল হা মা, তুমি একটু আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দাও, ভাল হয়ে যাবে'। বৈকালে নীরজা বলিল "এখনও জ্বর তেমনি আছে, ডাক্তার আনতে পাঠাও"। আজ থাক্ কাল ডাক্‌ব, অসুখ হ'তে হ'তেই ঔষধ খেলে কোন ফল হয় না।'

রাত্রিতে জ্বর বাড়িল। সমস্ত রাত্রি নীরজা মোহিতের শিয়রে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল। প্রভাতে ডাক্তার আসিয়া বলিল পূর্ব্বে কি আপনার মধ্যে মধ্যে জ্বর হ'ত?" মোহিত ভাবিয়া বলিল মাস আট নয়ের মধ্যে চারি পাঁচ বার জ্বর হ'য়েছে।' 'বুকে বেদনা আছে? অল্প অল্প।" ডাক্তার একটু চিন্তিত ভাবে বলিলেন আপনার একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল। যাক্ কোনো চিন্তা নাই ঔষধ দিয়ে যাচ্চি, জ্বর দুই এক দিনের মধ্যেই সেরে যাবে।'

দুই এক দিন হইয়া গেল, ক্রমে সাত আট দিন হইয়া গেল, তথাপি জ্বর সারিল না। জ্বর ছাড়ে, আবার আসে। উত্তাপ প্রায় একশ চার হয়। নীরজা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দিনরাত্রি মোহিতের মাথার কাছে বসিয়া থাকে।

মলিন মুখ দেখিয়া মোহিত বলিল 'নিরো ভাব কেন, জ্বর হয়েছে এতে আর বেশী ভাবনার কথা কি?' নীরজাও তাই বুঝিতে চেষ্টা করিত, সে স্বামীকে প্রসন্ন করিবার জন্য ও নিজে অন্যমনা হইবার জন্য কত পুস্তক পড়িত, সংবাদপত্র পড়িত, কত গল্প করিত। পনের দিন কাটিয়া গেল, তথাপি জ্বর বন্ধ হইল না। নীরজা বলিল 'এ ডাক্তার ভাল নয়।' অন্য ডাক্তার আসিল। সাত আট দিনে সেও কিছু করিতে পারিল না। তখন সাহেব ডাক্তার আসিল। এক মাস কয়েক দিন পরে মোহিতের জ্বর ছাড়িল। লীলা পিতার শয্যা পার্শ্ব ছাড়িয়া খেলা করিতে লাগিল। নীরজার ম্লান পাণ্ডু মুখে ক্রমে রক্তের সঞ্চার হইল। মোহিত ক্রমে পথ্য পাইল। পথ্য করিবার পর দিন মোহিত চেয়ারে বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছিল। লীলা তাহার চিক্কণ কেশগুলি নাচাইতে নাচাইতে আসিয়া বলিল 'বাবা এই পত্রখানা পিয়ন দিয়া তোমাকে দিতে ব'লে গেল।' মোহিত লীলার চিবুক ধরিয়া আদর করিয়া বলিল 'লীলা তুই পত্রখানা পড়ে আমায় শোনাতে পারবি না?' লীলা একটু ভাবিয়া বলিল 'বল হ'লে পলে পাল্‌ব।" মোহিত তাহাকে চুম্বন করিতে গেলে সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল। নীরজা আসিয়া বলিল 'কার পত্র?'

'এখনো পড়িনি। মোহিত খুলিয়া মনে মনে পড়িতে লাগিল। নীরজা দেখিল মোহিতের হস্ত কাঁপিয়া কাঁপিয়া পত্রখানি পড়িয়া গেল। বিস্মিত হইয়া নীরজা পত্রখানা তুলিয়া পড়িল, কাশী

হইতে কেহ লিখিয়াছে যে, নন্দবাবু কল্য রাত্রিতে কলেরায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। সহসা নীরজা চাহিয়া দেখিল, মোহিত ক্রমশ এলাইয়া আসিতেছে, সভয়ে নীরজা মোহিতকে ধরিয়া ফেলিল। শয্যায় শোয়াইয়া পাখা আনিবার জন্য ছুটিয়া যাইতে নীরজা চেয়ারে পা বাধিয়া পড়িয়া গেল। মস্তকে বিষম আঘাত লাগিল, তাহা গ্রাহ্য না করিয়া সে উঠিয়া পাখা লইয়া ছুটিয়া আসিয়া মোহিতের মস্তকে ও চক্ষে বারি সিঞ্চন করিয়া বাতাস করিতে লাগিল। দাস দাসীরাও আসিয়া জুটিল। নীরজা তখন থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, তথাপি প্রাণপণে বলসঞ্চয় করিয়া মোহিতের শুশ্রূষা করিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ধীরে ধীরে মোহিত চক্ষু মেলিল ভগ্ন কণ্ঠে ডাকিল 'বাবা। সে স্বরে নীরজা কাঁদিয়া ফেলিল। মোহিত নীরজার দিকে চাহিল, ধীরে ধীরে তাহার হাত ধরিয়া বলিল, 'নীরো, বাবা আমার উপর রাগ নিয়েই চলে গেলেন, ক্ষমা চাইতেও সময় পেলাম না।' নীরজা কাঁদিতে কাঁদিতে মোহিতের চক্ষুর জল মুছাইয়া দিতে লাগিল।

সমস্ত দিনটা নীরজা সেইখানে বসিয়া কাটাইল। মোহিত একবার মাত্র বলিয়াছিল 'আমাকে যে স্নান করতে হবে, কাছা পরতে হবে, না না, আমার বুঝি তাতেও অধিকার নাই। আমি যে বাবার ত্যাজ্য। সতীশ। সতীশই তাঁর ছেলে, সে সুপুত্র, সেই সব করবে।" নীরজা নীরবে চক্ষুর জল মুছিল। বহুক্ষণ পরে অন্যমনস্কভাবে বুকে হাত দিয়া মোহিত বলিল—"নিয়ে

কষ্ট হচ্ছে। বুকটা বড় ব্যথা করছে"। সভয়ে নীরজা তাহার বক্ষে হাত দিল, তখনি ডাক্তার সাহেবকে ডাকিতে পাঠান হইল। ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া চিন্তিত হইল, ঔষধ দিয়া গেল। সন্ধ্যাকালে নীরজা মোহিতের কপাল ও হৃদয় স্পর্শ করিয়া দেখিল অতিশয় উত্তপ্ত। মোহিতের অত্যন্ত জ্বর আসিয়াছে।

দুই তিন জন করিয়া ডাক্তার দেখিতে লাগিল। এক মাসের পর একজ্বরীর বিরাম হইল, কিন্তু রোগের বিরাম হইল না। প্রত্যহ একশ তিন চার ডিগ্রী করিয়া জ্বর হইতে লাগিল সঙ্গে সঙ্গে বুকে ব্যথা ও কাসি। নীরজা চারি দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। কোনও কাজে তাহার হাত পা উঠে না রাত্রি জাগিয়া চোখের কোলে কালি পড়িয়াছে ম্লান মুখখানি শুষ্ক তথাপি নীরজা সংসারের সমস্ত কাজ ছাড়িয়া মোহিতের পার্শ্বে ছায়াখানির মত বসিয়া থাকে, ঔষধ খাওয়ায়, বাতাস করে, স্বামী নিদ্রিত হইলে নির্নিমেষ নেত্রে তাহার ম্লান মুখখানির দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে। সময় সময় অজ্ঞাত ভয়ে চক্ষু দিয়া জল বাহির হইয়া আসে। মোহিত দেখিতে পাইলে তাহার হাত দুখানি ধরিয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলে 'নিবো, কাদ কেন? অত ভাবনা কিসের? আমি ত ভাল হব, অত ভয় কেন?' নীরজা প্রাণপণ চেষ্টায় চক্ষের জল রোধ করিতে চেষ্টা করে। মোহিত সমস্ত রাত্রি তাহাকে মাথার নিকটে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া এক এক বার বলে একটু শোও গিয়া সমস্ত রাত্রি অমন ক'রে জেগো না।" নীরজা ক্ষীণকণ্ঠে বলে "শোবার তো ঘুম পায় না।" মোহিত আদর করিয়া বলে—'না

একটু চেষ্টা ক'রে দেখ মাও, এ সময়ে যদি তোমার অসুখ হয় তো কি বিপদ হবে মনে ক'রে দেখ দেখি।" তখন নীরজা ভূমিতলস্থ শয্যায় গিয়া হতাশভাবে দেহখানি যেন ছাড়িয়া দিয়া শুইয়া পড়ে। কিছুক্ষণ পরে সেই স্বামীকে দু এক বার পার্শ্ব ফিরিতে দেখে, অমনি গিয়া নিকটে বসে।

এক এক দিন করিয়া কত দিন গত হইয়া গেল সেই রোগতপ্ত বিছানার পার্শ্বে বসিয়া রোগীর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া এক একটা দিন কত দীর্ঘ বোধ হইত। এইরূপে ধীরে ধীরে চারি মাস কাটিয়া গেল মোহিত নীরজার সহিত মৃদুকণ্ঠে কত গল্প করে হাসিয়া কথা কয়। নীরজা সংবাদপত্র পড়ে মোহিত শুইয়া শুইয়া শুনে ও শীর্ণ হস্ত দিয়া লীলার চিবুক ধরিয়া কত আদর করে। লীলার মান মুখ দেখিয়া নীরজাকে বলে "তুমি রাত্রি দিন অত বিষণ্ণ থাক ব'লে লীলাও হাসি ভুলে গেছে। তুমি ওর দিকে একটু মন দাও, একটু প্রফুল্ল রাখ্‌তে চেষ্টা কর ভাবনায় ওরও অসুখ হবে।" লীলা ছল ছল চোখে যখন বলে তুমি কবে ভাল হবে বাবা?' তখন মোহিতের চক্ষেও জল আসিয়া পড়ে স্নেহকণ্ঠে বলে 'ঈশ্বর যে দিন ভাল করবেন, সেই দিন ভাল হব মা।" লীলা বলে আমি তো ভগবানকে তোমাকে ভাল করতে কত বলি বাবা, তবুও ভগবান তোমাকে ভাল করছেন না কেন?' মোহিত নিশ্বাস ফেলিয়া বলে 'কি জানি মা।"

ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়া যান, মোহিতও নীরজাকে কত আশ্বাস দেয়, তথাপি নীরজার ভাবনার শেষ হয় না, চক্ষের জলের,

শান্তি হয় না। সহসা একদিন মোহিত বলিল "নিরো, ব্যাঙ্কে মোট তিন হাজার টাকা জমা ছিল তাহা ক্রমে ক্রমে সবই আনা হয়েছে এত খরচ হচ্ছে আমি এই ছয় মাস রুগছি আর কত আছে?"

একটু থামিয়া নত মুখে নীরজা বলিল "হাজার খানেক আছে বোধ হয়।" মোহিত সন্তুষ্ট হইয়া বলিল "তবে এখনো অনেক টাকা আছে ঐ টাকা ফুরুতে ফুরুতে আমিও ভাল হ'য়ে উঠব।"

নীরজা মাথা নাড়িল। সে তিন হাজার টাকার এখন গোটা কয়েক টাকা মাত্র বাকী আছে। তারপরে কি করিবে তাহাও সে ভাবিয়া রাখিয়াছিল। তাহার পিতার দত্ত প্রায় হাজার দুই টাকার কয়েক খানা গহনা আছে। মোহিতের দেওয়াও হাজারখানেক টাকার গহনা আছে। নীরজা নত মুখে বসিয়া ভাবিতেছিল তাহার পর ইহাতেও যদি ব্যারাম না সারে, তাহা হইলে কি হবে?

১৩

ঔষধের বিরাম নাই চিকিৎসারও বিরাম নাই নীরজার যত্নের বিরাম নাই নীরজার নিজের বিরাম নাই লীলার ভীত প্রার্থনার বিরাম নাই, তথাপি মোহিত সারিয়া উঠিতে পারিতেছে না। ডাক্তারেরাও আশ্বাস দিতে ত্রুটি করিতেছেন না, তথাপি এক বৎসরেও মোহিত নীরোগ হইতে পারিল না।

বসন্তকালের অপরাহ্ণ মুক্ত জানালা দিয়া বড় মধুর বাতাস আসিতেছে, সূর্য্য ধীরে ধীরে ডুবিতেছে, মোহিত শুইয়া আছে,

নীরজা নিকটে বসিয়া একখানা পুস্তক পড়িতেছে অদূরে লীলা ঘুমাইয়া আছে। পুস্তক পাঠ শুনিতে শুনিতে সহসা মোহিত বলিল 'নীরজা?' নীরজা পুস্তকখানি রাখিয়া বলিল 'কি বলছ?'

সে হাজার টাকা এত দিন নিশ্চয় ফুরিয়ে গেছে, না?' নীরজা কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না, নীরবে তেমনি বসিয়া রহিল।

'তবে এখন কি হবে? ডাক্তার বলেছে ভাল হ'তে এখনও অন্তত তিন চারি মাস লাগ্‌বে, এতদিন কি ক'রে চলবে? আর তো টাকা নাই।'

নীরজা নিশ্বাস বন্ধ করিয়া শুনিতেছিল। মোহিত একটু থামিয়া বলিল 'তোমার গহনাগুলিতে হাজার তিনেক টাকা হবে, নয়?' নীরজা ঘাড় নাড়িল। 'তবে এখন তাই সম্বল, দীনেশকে ডাক্‌তে বল ও কয়েকখানা বার করে তাকে দাও।

নীরজা তেমনি বসিয়া রহিল, কিয়ৎক্ষণ পরে সহসা মোহিত বলিল নিরো, যদি আমি ভাল না হই?' নীরজা সহসা শয্যায় লুটাইয়া পড়িল, আর সে ধৈর্য্য ধরিতে পারিল না। মোহিত কষ্টে বলিল "আর তো কিছু নাই, নিরো গহনা কখানা থাক আমি ভাল না হ'লে তুমি কোথায় যাবে? লীলার কি হবে?' নীরজা তেমনি পড়িয়া রহিল। মোহিত তাহার গাত্রে হাত দিয়া বলিল কেঁদো না, যদির কথা বল্‌ছি।' লীলা উঠিয়া বসিয়া শুনিতেছিল। সে পিতার নিকটে আসিয়া বসিয়া বলিল "বাবা, গয়না দিয়ে যে টাকা পাওয়া যাবে, তাতে তুমি ভাল হবে। আমার এই চুড়িগুলো বেশ ভাল, এ গুলোয় মেলা টাকা হবে,

নয় মা? সেই টাকায় তুমি ভাল হবে।' লীলা চুড়ী খুলিতে গেল মোহিত তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল লীলা থাম। 'ভগবান। আমার অদৃষ্টে এত ছিল?'

নীরজা উঠিয়া বসিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল "তুমি আমাদের সাহস দাও তুমি কেন কাতর হচ্ছ? তুমি ভাল হ'য়ে লীলাকে আবার গয়না গড়িয়ে দেবে।"

"নিরো যদি ভাল না হই?

নীরজা আবার লুটাইয়া পড়িল। মোহিতও নীরবে অনেকক্ষণ কাঁদিল, তারপরে বলিল "তোমার গুলো দাও লীলার চুড়ী দিও না।

নীরজা কি করিয়া বলিবে যে সেগুলির শেষ টুকরাও কলা ফুরাইয়া গিয়াছে। অধোমুখে শুধু বসিয়া রহিল। মোহিতের আর সন্দেহ হইল নিরো সেগুলি নাই বুঝি?"

নীরজা তথাপি উত্তর দিতে পারিল না। 'সেগুলিও গেছে? নিরো এই জন্যই কি তোমায় বিবাহ করেছিলাম? শেষে রাস্তায় দাঁড় করালাম। হা ঈশ্বর।

নীরজা শান্ত স্থির নেত্রে স্বামীর পানে চাহিয়া বলিল গয়না গেছে তাতে দুঃখ কি? তোমা অপেক্ষা কি গয়নার বেশী প্রয়োজন? টাকা না হ'লে লোকে বুঝে না তাই গয়নাগুলি বিক্রী করেছি। এ তুচ্ছ প্রাণটা নিয়ে যদি কেহ তোমায় ভাল ক'রে দিত তো তোমাকে লুকিয়ে এটাও কোন দিন দিয়ে ফেলতাম। তুচ্ছ অলঙ্কার কি প্রাণের চেয়ে বড়, তোমার

চেয়ে বড় তাই তুমি কাতর হচ্ছ? মোহিত ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল 'তা নয় নীরজা। আমার ভয় হচ্ছে যদি আমি না বাঁচি।

নীরজা প্রাণপণে বল সঞ্চয় করিয়া স্থির স্বরে বলিল 'কেন বাঁচবে না? তুমি ভাল হবে, যদি না হও আমার জন্য ভাবছ? তুমি যাবে হয়ত আমিও না থাকতে পারি। বাকী লীলা?' গলাটা বড় কাঁপল, আপনাকে একটু সামলাইয়া লইয়া তারপরে বলিল, 'যাঁর কাছে দিয়ে গেলে আর কোন ভয় নাই, তাঁহারই চরণে লীলার স্থান হবে। ঈশ্বর লীলাকে রাখবেন তুমি আমি ভেবে কি করব?'

'ভগবানকে ডাকছ কেন?' মোহিত এবার কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল নিরো। সে কথাও যে মনে করতে পারছি না, আমি পাপী আমার জন্য বাবা কত কষ্ট পেয়েছেন। আমার প্রার্থনা তাঁর পায় পৌঁছুবে কি?' 'তুমি পাপী নও পাপী আমি। আমাকে সুখী করতে গিয়া তোমার এ মনস্তাপ। ভগবান তোমার প্রার্থনা শুনবেন বই কি।" মোহিত অনেকটা শান্তি পাইল উদ্ধকারে মনে মনে তাঁহাকে প্রণাম করিল। তার পর সে বলিল পাপী যদি হই তো আমিই, তুমি নও। তাতেই বা ভাবনা কি নিরো। তিনি তো পাপীরই প্রভু। পতিতপাবন যে তাঁর নাম।" তার পর মোহিতের ঘড়ি, চেন, দামী স্বাদিতে আরও দুই মাস চলিল। ইহার পর লীলা চুড়ি ক'গাছিও খুলিয়া দিয়া পিতার সাক্ষাতে হস্ত ঢাকিয়া বসিল। সেই দিন রাত্রিতে

নীরজা ভ্রাতাকে সমস্ত অবস্থা লিখিয়া কাতরভাবে তাঁহার নিকট কিছু সাহায্য চাহিয়া পাঠাইল। আশায় আশায় এক মাস অতিবাহিত হইল ভ্রাতার কোনও উত্তর আসিল না। নীরজা ভাবিল পত্র বুঝি পৌঁছায় নাই। রেজেষ্ট্রী করিয়া আবার পত্র দিল, পনর দিন কাটিয়া গেল, সুরেন্দ্র কোনও উত্তর দিল না। অমরাবতীতুল্য লণ্ডনের মধ্যে থাকিয়া কোথায় মর্ত্তলোকে কোনও মানব ভগিনী কাঁদিতেছে, তাহা স্বর্গবাসী দেবতার কি মনে হয়? তাই সুরেন্দ্রেরও পত্রের উত্তর দেওয়া বা সাহায্য করার কথা মনে হইল না। এটা আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু দুর্ব্বল মর্ত্তবাসী তাহা বুঝে না দাবী গিয়াছে, তবু দাওয়া করিতে ছাড়ে না। তাই সেই স্নেহময় ভ্রাতার উপেক্ষা দেখিয়া নীরজা মাতা পিতার স্নেহ মনে করিয়া অন্তরে অন্তরে কাঁদিতে লাগিল। মোহিত সব বুঝিত কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিলে পাছে নীরজা অধিক কাঁদে, তাই কিছু বলিত না। এক দিন ধীরে ধীরে বলিল 'নিরো। একটা কাজ করিতে পার?" নীরজা বলিল কি?" 'নিরো। তোমার জন্য লীলার জন্য, আমাকে বাঁচিতেই হইবে। একদিন সতীশের কাছে লীলাকে পাঠাতে পার?" নীরজা সাগ্রহে বলিল "আমিও যাই না কেন?' মোহিত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল তারপরে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "না, শুধু লীলাকে পাঠাও, সতীশ হাওড়ায় মুন্সেফি করে"। নীরজা বলিল, 'আমিও যাই না, ও কি সব বলতে পারিবে?" মোহিত নীরব হইয়া রহিল। তাহার প্রাণের মধ্যে তখন কি করিতেছিল কে বুঝিবে? বাঁচিতে ইচ্ছা নাই,

তথাপি বাঁচিতে হইবে। নহিলে নীরজার কি হইবে? লীলার কি হইবে?

পরদিন সকালে একটা চাদরে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া লীলাকে সঙ্গে লইয়া গাড়ী করিয়া নীরজা দেবরের বাসায় গেল। সিঁড়িতে উঠিতে আর পা উঠে না, তবু স্বামীর মুখ স্মরণ করিয়া, লীলার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে ওপরে উঠিল। দাসী বলিল 'কে গা? নীরজা কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না, সে আজন্ম সুখের কোলে লালিতা, আজ কি করিয়া বলিবে 'ও গো আমায় কিছু ভিক্ষা দাও'। নীরজাকে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া দাসী গিয়া গৃহিণীর কাছে বলিল, কে একটী বড় সুন্দরী মেয়ে মানুষ একটা ফুটফুটে মেয়ের হাত ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কর্ত্তা গৃহিণীতে তখন রহস্যালাপ করিতেছিলেন। কর্ত্তা বিরক্ত হইয়া বলিলেন "কেউ কিছু চাইতে এসেছে নয়ত আর কি?' তবুও সুন্দরী স্ত্রীলোকের নাম শুনিয়া গৃহিণী বলিলেন দেখেই আসিনা।

গৃহিণী আসিয়া দেখিলেন যেন একটা প্রস্ফুটিত পদ্মের কাছে একটা ছোট গোলাপের কলি দাঁড়াইয়া আছে। গৃহিণী তরুণবয়স্কা, মনে মনে রূপেরও গৌরব করেন, তবু তাঁহার মনে হইল এমন রূপ বুঝি আর কোথাও দেখেন নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন 'তুমি কে গা? কি জন্য এসেছ?" নীরজা কথা কহিতে চেষ্টা করিল, পারিল না। "মেয়েটী তো দিব্যি, তোমারই বুঝি?" নীরজা কথা কহিল। বলিল "হ্যা, আমারও এবং তোমারও,

তাই তোমার কাছে আজ কৃপাভিক্ষা করতে এসেছি।" কৃপাভিক্ষা কথাটা গৃহিণী বুঝিলেন, কিন্তু অন্য কথা না বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "তোমার মেয়ে আমার মেয়ে কিসে?" 'তুমি এর খুড়িমা হও, তা হলে কি তোমার মেয়ে হ'ল না?

গৃহিণী বড় বিস্মিতা হইলেন। সহসা বলিলেন "তোমাকেই বুঝি বটঠাকুর বিবাহ করেছেন?" নীরজা নতমুখে রহিল গৃহিণী বুঝিলেন, মুখে বিস্মিত ভাবের পরিবর্ত্তে বিরক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল, ঘৃণায় তাঁহার অধর ওষ্ঠ একটু কুঞ্চিত হইল। তার পরে তিনি বলিলেন "দেখা করতে এসেছ বুঝি?"

'না, ভিক্ষা করতে।'

তখন নীরজা সংক্ষেপে সকল কথা বলিল। তার পর সে বলিল "আমার উপর দয়া না কর তুমি এর উপর একটু দয়া কর।" নীরজা দুই হাতে মুখ ঢাকিল। গৃহিণী কিছুক্ষণ পরে বলিলেন "বাবুর কাছে যাও।" 'লীলাকে নিয়ে যাও। গৃহিণী অন্তরে একটু হাসিয়া লীলার দিকে চাহিয়া বলিলেন 'এস"।

লীলা পশ্চাতে পশ্চাতে গেল।

কর্ত্তা সতীশ বাবু শুনিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন 'পাপের ফল তো আছেই, তা মাগীটার এতে ভয় কি? আর একটা বিয়ে করলেই চলবে।" গৃহিণী একটু লজ্জিত হইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন "দেখছ না, এইটী তাঁর মেয়ে।" সতীশ একটু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। লীলা তখনি ছুটিয়া মাতার নিকটে গিয়া তাহার কোলের উপর পড়িয়া বলিল "মা, বাড়ী চল মা"। নীরজা

বসিয়াছিল, কন্যাকে কোলে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কর্ত্তার কথাটা তাহারও কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল।

গৃহিণী হাসিয়া লীলাকে বলিলেন "টাকা নাও।" লীলা মাতার কণ্ঠ দুই হস্তে বেষ্টন করিয়া মুখ ফিরাইল। গৃহিণী আবার বলিলেন 'টাকা নাও'। নীরজা হস্ত পাতিল। দশটা টাকা গৃহিণী তাহার হস্তে দিলেন। তার পরে নীরজা নতমুখে নামিয়া গিয়া শকটে আরোহণ করিল। গৃহিণী দাসীর দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন 'এই চোখে কত রকমের মানুষই দেখলাম। হিন্দুর মেয়ে ছি ছি ভাবলেও গায়ে জ্বর আসে।'

১৮

নবকিশোর বাবু এখন মহাভক্ত তাঁহার বাড়ীতে দোল দুর্গোৎসব অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া অতিথিশালা করিয়া দিয়া, জলাশয় খনন করাইয়া দিয়া তাঁহার আর তৃপ্তি কিছুতেই হইতেছে না। বৎসরে বৎসরে নব নব বিগ্রহ স্থাপন হয়। সন্ধ্যার পরে হরিশপুরে জমিদারের বিগ্রহ-মন্দিরের আরতির বাজনার শব্দে কর্ণ বধির হইয়া যায়। ধূপ ধূনার গন্ধে গ্রামখানি দেবালয়ের মত হইয়া উঠে। ষষ্টিবৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ নবকিশোর যৌবনের তেজে দীপ্ত হইয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ান, কোনও স্থানে কোনও অনাথ আতুর পড়িয়া থাকিবার যো নাই, কেহ ক্ষুধাতুর, তৃষ্ণাতুর থাকিতে পায় না,

নীরজা যে বৎসর বিধবা হয়, সেই বৎসর হইতে দুর্গাপূজা বন্ধ করিয়াছিলেন, তারপরে কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেই বৎসর হইতে মহোৎসাহের সহিত দুর্গাপূজা আবার আরম্ভ করিয়াছেন।

অতি প্রত্যূষে নবকিশোর গঙ্গাস্নানান্তে পট্টবস্ত্র পরিয়া উদ্যানে স্বহস্তে পুষ্প চয়ন করিতে করিতে মৃদুমৃদু গাহিতেছিলেন— দেখ্‌লি আমার কত বাজী, ওমা আর কি বাজীর বাকি আছে"। তখনও ভাল করিয়া আলোক প্রকাশ হয় নাই, গাছগুলি অন্ধকারে ঝোপ ঝোপ দেখাইতেছিল। পাখীগুলি গাছে গাছে কিচিরমিচির করিতেছিল মানুষ তখনও জাগে নাই। ফুল তুলিতে তুলিতে সহসা নবকিশোর চমকিত হইয়া উঠিলেন, নিকটে সহসা একটা মানুষের মত বোধ হইল। পরক্ষণেই তিনি দেখিলেন, তাঁহার পা দুইখানা কিসে জড়াইয়া ধরিয়াছে। নবকিশোর ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "কে রে?" কেহ উত্তর দিল না। নবকিশোর ব্যতিব্যস্ত হইয়া বসিয়া পড়িলেন শুনিলেন বড় জোরে জোরে নিশ্বাস পড়িতেছে, আর পা দুটা যেন কিসে ভিজিয়া যাইতেছে। নবকিশোর বুঝিলেন লোকটা কাঁদিতেছে। তাহার হস্ত ধরিয়া তুলিবার জন্য চেষ্টা করিতে করিতে বলিলেন "কে ভাই তুমি? আমার কাছে কি চাও?' লোকটা তখন উঠিয়া বসিল। নবকিশোর দেখিলেন স্ত্রীলোক, "কে মা তুমি? কি হয়েছে তোমার? কি চাও মা?' "দাদাবাবু'। বড় করুণকণ্ঠে একটা সুর বাজিয়া উঠিল। নবকিশোর শিহরিয়া উঠিলেন, সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। 'দাদাবাবু' এ কি

কথা, এ কার স্বর। রমণী আবার নবকিশোরের পা জড়াইয়া ধরিল। ডাকিল "দাদাবাবু'। তখন নবকিশোর তাহাকে টানিয়া পুষ্পবৃক্ষের ছায়াতল হইতে মুক্ত স্থানে আনিলেন। নত মুখে স্থিরনেত্রে চাহিয়া চাহিয়া চিনিলেন। তাই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। নীরজা উদ্ধমুখে যুক্তকরে বলিল "দাদাবাবু, আমি তোমার সেই নীরজা, এতকাল পরে তোমার ক্ষমা চাহিতে এসেছি। দাদাবাবু আমায় ক্ষমা করবেন না কি?" নবকিশোর বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় সরিয়া দাঁড়াইলেন। বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন, 'হতভাগিনি, এতদিন পরে এখানে এসেছ কেন?' নীরজা আবার তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিতে গেল নবকিশোর বলিলেন "ছুঁসনে'। নীরজা নতমুখে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল "দাদাবাবু তবে ছোব না। আমি তোমার অস্পৃশ্যা, তবুও তো আমি তোমার সেই নীরজা"। 'আমার নীরজা? আমার নিবোদিদি অনেক দিন মরে গেছে, তুই কে পাপিষ্ঠা তার কায়া নিয়ে আমাকে জ্বালাতে, আমার পুরোণো শোক জাগাতে এসেছিস?" "দাদাবাবু, দাদাবাবু, তোমার সেই নীরজার আজ সর্ব্বনাশ হচ্ছে তাই কিছু ভিক্ষা চাই, আমাকে বাঁচাও দাদাবাবু, তোমার দয়ায় কত লোক উদ্ধার হচ্ছে। আমি তোমার চোখে পাপিষ্ঠাই যদি হই, কত পাপিষ্ঠ ত তোমার দয়ায় বাঁচ্‌ছে, কত অস্পৃশ্য আতুরকে ত তুমি কোলে করে নাও শুনেছি, তাই মনে করে আমাকে কিছু ভিক্ষা দাও'। 'ভিক্ষা চাইতে এসেছ? তোমার স্বামীকে তোমার কন্যাকে বাঁচাইতে সাহায্য চাহিতেছ?" নীরজা নতমুখে,

রহিল। "আমার কাছে তুমি দয়ার প্রত্যাশা কচ্ছ? যখন তোমার পিতা ও তুমি আমার বুকে ছুরি মেরেছিলে আমার প্রাণে আগুন জ্বেলে দিয়েছিলে তখন কি কিছু দয়া করেছিলে? আমার কথা কি একবারও তোমাদের মনে হয়েছিল? বৃদ্ধ শোকতাপে জর্জ্জরিত বলে একটুও কি ক্ষমা করেছিলে? দুদিনের সুখের জন্য পিতৃপিতামহের ধর্ম্ম যখন ত্যাগ করেছিলে, তখন এ বুড়ার কথা একবার মনে করেছিলে কি?" নীরজা কাঁদিয়া বলিল "তুমি মহৎ, আমরা পাপিষ্ঠ, তুমি ক্ষমা করবে না ত কে করবে?" "মহত্ত্ব আমাতে নাই, আমিও মানুষ, নইলে বিমলা যখন পত্র লিখে ক্ষমা চেয়েছিল সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিল, জন্মের মত শেষ দেখা দেখতে চেয়েছিল, মহৎ হ'লে কি তখন চুপ করে থাকতে পারতাম? তুই নীরজা আজ ক্ষমা চাচ্ছিস আমার বিমলাচরণ, যার হতে তুই হয়েছিস, সেই মৃত্যুকালে ক্ষমা চেয়ে পায় নাই, আর তুই পাবি? ধর্ম্ম কি এত দুর্ব্বল? আমি কি এত মোহপরবশ?" "তবে কি ক্ষমা নাই, সেই স্নেহের কি একটুও অবশিষ্ট নাই দাদাবাবু?'—'না" বলিয়া নবকিশোর অট্টালিকা অভিমুখে চলিলেন। 'দাদাবাবু, দাদাবাবু ক্ষমা—।" নবকিশোর ছুটিয়া প্রাসাদের মধ্যে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

মোহিত নিজকক্ষে শুইয়া আছে। পার্শ্বে বসিয়া লীলা তাহার ক্ষুদ্র হস্তে পাখা লইয়া বাতাস করিতেছে। সহসা মোহিত বলিল "লীলা, গাড়ীর শব্দ হচ্ছে, দেখ্ দেখি তোর মা বুঝি এল"। লীলা গবাক্ষ দিয়া নীচে দেখিয়া বলিল "না বাবা, ও অন্য লোকের

গাড়ী।" এখন আর চাকর দাসী কেহই নাই। কেবল পুরাতন চাকর নিতাই কিছুতেই যায় নাই। তাহার এব লীলার কাছে মোহিতকে রাখিয়া নীরজা নবকিশোর বাবুর নিকটে দয়া ভিক্ষা করিতে হবিশপুরে গিয়াছিল। অর্থ নাই, এখন আর ডাক্তার আসে না, ঔষধ দিনাতে একবার কি দুইবার খাওয়ান হয়। আজ দুইদিন নীরজা গিয়াছে, তাহাও জুটে নাই। কোথা হইতে ঔষধ আসিবে? মোহিত শরীরের ভাবে বুঝিতেছে আর বেশী দিন বিলম্ব নাই। দেড় বৎসর সমানে যুঝিয়া আসিতেছে, আর পারে না। কোথায় সে অনন্ত শয্যা যেখানে শুইয়া এ শ্রান্ত ক্লান্ত প্রাণ খানা ঘুমাইয়া পড়িবে? আর যে সে এ দেহের ভার বহিতে পারে না। কাঁদিতে কাঁদিতে নিতাই আসিয়া সংবাদ দিল—"বাড়ী-ওয়ালা চারিমাসের ভাড়া না পাইয়া বাড়ীর ওপর নোটীস টাঙ্গাইয়া গেল। এখনি উঠিতে হইবে।' লীলা কাঁদিয়া উঠিল "নিতাই দাদা তবে কি হবে? নিতাই সান্ত্বনা দিয়া বলিল 'কেঁদ না দিদিমণি আমি একটী বাড়ী ঠিক্ করে আসি।" নিতাই চলিয়া গেল। মোহিত একবার মৃদুকণ্ঠে বলিল লীলা, নীরজা এলো কি?' মৃদুপদে ছায়ার মত নীরজা কক্ষে প্রবেশ করিয়া মোহিতের পাশে বসিল। মোহিত চাহিয়া বলিল 'নিরা এসেছ? আ'—লীলা এখন সব বুঝে, তাই ভয়ে ভয়ে মৃদুকণ্ঠে বলিল "মা।" মাতা বলিল 'চুপ কর।' লীলা বুঝিল মা নিরাশ হইয়া আসিয়াছে। ক্ষুদ্র বালিকা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিল, নীরজা ফিরিয়া চাহিল না। স্থিরনেত্রে স্বামীর

মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। মোহিত একবার চাহিয়া দেখিল লীলা কাঁদিতেছে ক্ষীণকণ্ঠে বলিল 'লীলা, কেঁদোনা মা। তোমার বাবাকে আর কাঁদাইও না। আর সে সইতে পারে না।'

লীলা মুছিয়া মুছিয়া চোক দুটা রাঙ্গা করিল। বাবার কষ্ট হচ্ছে তাই সে আর কাঁদিবে না।

নিতাই বাটী ঠিক করিয়া ফিরিয়া আসিল। পাল্কী আনিয়া মোহিতকে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া আনিয়া তাহাতে উঠাইল। লীলাও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পাল্কীর মধ্যে বসিয়া পিতাকে বাতাস করিতে লাগিল। পাল্কী চলিয়া গেল। নিতাই কয়েকখানা তৈজসপত্র ও খান কয়েক কাপড়ে একটা পুটুলী বাঁধিয়া বলিল মা "গাড়ী আনি?" নীরজা বলিল পয়সা কোথায় পাব?' নিতাই দৃঢ়কণ্ঠে বলিল 'আমার গায়ের আলোয়ান খানা বেচেছি।" সে পয়সায় দুদিনের দুধ বার্লি হবে চল নিতাই আমি হেটেই যাব। এখনি ত ষ্টেশন থেকে হেটেই এলাম। নীরজা অগ্রে অগ্রে চলিল। চক্ষু মুছিতে মুছিতে নিতাইও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

একখানা খোলার ঘরে মৃত্তিকার উপর একটা শয্যা পাতিয়া মোহিতকে শুয়াইতে গিয়া নীরজা দেখিল মোহিত মূর্চ্ছা গিয়াছে। মোহিতকে ক্রোড়ের উপর টানিয়া লইয়া অচল প্রস্তরমূর্ত্তির মত বসিয়া রহিল। চক্ষে এক ফোটা জল নাই, তবে বোধ হইল যেন চারি দিকে ভূমিকম্প হইতেছে, আর আশ্রয় পাইবার জন্য নীরজা মূর্চ্ছিত স্বামীকে ধরিয়া বসিয়া রহিয়াছে। নিতাইয়ের ও লীলার যত্নে কিয়ৎক্ষণ পরে মোহিতের জ্ঞান হইল। সে নীরজাকে

মৃদুস্বরে বলিল "তোমরা ভয় পেয়েছ? বুকে হঠাৎ কেমন একটা ব্যথা লেগেছিল।"

রাত্রি গভীর হইয়াছে। শ্রান্ত নিতাই ঘরের কোণে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, লীলা তাহার কোলের কাছে শুইয়া ঘুমাইতেছে। কক্ষের এক কোণে একটা লণ্ঠন জ্বলিতেছিল। শায়িত লোক-গুলার ছায়া মৃৎপ্রাচীর পড়িয়া মনে অকারণ ভীতির সঞ্চার করিতেছিল। মোহিত ডাকিল "নিরো"। নীরজা বলিল, "কি বল্‌ছ?" "একটু সরে এসো, তোমার মুখটা যে ভাল করে দেখ্‌তে পাচ্ছি না আর। নীরজা আরও সরিয়া আসিল। স্বামীর বুকের উপর হাত রাখিয়া স্থির নেত্রে চাহিয়া রহিল। মোহিত মৃদুকণ্ঠে বলিল "নিরো কাঁদছ?" নীরজা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "না।" 'কেঁদো না। পৃথিবী কদিনের জন্য? আবার তো আমাকে পাবে।"

নীরজার এতক্ষণে কান্না আসিল। তাহার মনের মধ্যে যে কত ভাবের তুমুল ঝড় বহিতেছিল তাহা ক্রমে বৃষ্টির আকারে পরিণত হইয়া মোহিতের বক্ষের উপর পড়িতে লাগিল। হঠাৎ তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল "আবার পাব কি?' মোহিত তাহাকে চুম্বন করিয়া বলিল এ কথা কেন?" 'আবার পাব কি? এ বিবাহ সিদ্ধ কি? আমার এ সন্দেহ কে মিটাবে? আর পাব কি?" মোহিত চক্ষু মুদিল। বহুক্ষণ নীরব থাকিয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিল "নিরো, কি উত্তর দিব জানি না। এ আমাদের প্রায়শ্চিত্ত কিনা, কে বল্‌বে।"

রাত্রি প্রভাত হইল। ধীরে ধীরে সূর্য্যকিরণ সেই কুটীরের মধ্যে

প্রবেশ করিল। মোহিত ডাকিল "লীলা।" লীলা পিতার নিকট গিয়া বলিল, "বাবা।" মোহিত বহুকষ্টে শীর্ণহস্ত তাহার মস্তকে রাখিয়া বলিল "এ জীবনে যদি একবারও তাঁহাকে ডেকে থাকি, তাঁহাকে ভক্তি করে থাকি, আশীর্ব্বাদ করছি তুই সুখী হবি।" লীলা ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

"নিরো, নীরজা, আর যে দেখতে পাই না। একটু সরে এস।" নীরজা মুখের কাছেই বসিয়াছিল। মোহিত মৃদুভাবে আপনার মনে বলিল "কাল পাল্কীতে উঠ্‌বার সময় বুকে ব্যথা লেগেছে, এটা বুঝি সামলাতে পারলাম না।" নীরজা নির্ণিমেষ চক্ষে মোহিতের চক্ষের গতি দেখিতেছিল।

"নিরো একটা কথা শোন"। নীরজা মস্তক নাড়িল।

তার পরে অতি ক্ষীণকণ্ঠে মোহিত বলিল 'তবে যাই নিরো?" অল্পক্ষণ থামিয়া বলিল "তাঁকে জিজ্ঞাসা করব এ কথা। এ বিবাহ সিদ্ধ কি না। তুমি আমার কি না। তাঁর চরণেই তোমাদের দিয়া গেলাম। পতিতপাবনই পতিতাদের দেখবেন,—আর না, নিরো।"

মুহূর্ত্তমধ্যে সব নীরব হইয়া গেল। এখনি যে এত কথা কহিতেছিল, সেই জিহ্বা আর শব্দ উচ্চারণ করিল না। তখনও তার শব্দগুলি বোধ হয় সেই কুটীরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

১৫

নবকিশোর বাবু একেবারে নিজের পূজার ঘরে গিয়া পূজা

করিতে বসিলেন। পার্শ্বস্থ গীতাখানি অন্যমনস্কভাবে তুলিয়া লইয়া পাতাগুলি উল্টাইতে উল্টাইতে একাদশ অধ্যায়ের 'বিশ্বরূপ দর্শন যোগের' কয়েকটি শ্লোক সহসা তাঁহার চক্ষে পড়িল। 'দংষ্ট্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি, কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈ যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগা তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগা।"—ভাল লাগিল না।—গীতা বন্ধ করিয়া কিছুক্ষণ চক্ষু মুদিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন, ভক্তিগদগদ কণ্ঠে গাহিতে চেষ্টা করিলেন "ত্বমাদি দেব পুরুষ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পর নিধানম। বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরমঞ্চ ধাম ত্বয়া তত বিশ্বমনন্ত-রূপ'। কিছুতেই তাঁহার মন স্থির হইল না। সে করুণ কণ্ঠস্বর আজ সমস্ত ডুবাইয়া দিতেছে—"দাদাবাবু দাদাবাবু। ক্ষমা কর।" জগতের কোন জ্ঞান, কোন বিবেক, কোন কিছুরই আজ সেই করুণ কণ্ঠস্বর ভুলাইবার ক্ষমতা নাই।

অন্যমনা হইবার জন্য নবকিশোর বাবু কক্ষ হইতে বহির্বাটীতে চলিয়া গেলেন। বাহিরের ফটকের নিকটে দাঁড়াইতেই তাঁহার মনে আসিল একদিন এমনি সময়ে এমনি একটা সুরে এখানেও ধ্বনিত হইয়াছিল "দাদাবাবু, আবার আমায় কবে আন্‌বে?'

যাহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রাণটা সে দিন বক্ষপঞ্জরের মধ্যে আছড়াইয়া পড়িয়াছিল, আজ সে আপনি ফিরিয়া আসিয়াছিল, পা জড়াইয়া ধরিয়া ক্ষমা ও করুণা ভিক্ষা করিয়াছিল। নবকিশোর বাবু রৌদ্রকরোজ্জ্বলা প্রকৃতির পানে চাহিয়া ভাবিলেন

'ক্ষমা? কিসের ক্ষমা? কে কাহার দোষের শাস্তি দিবে? মর্ত্তে ধর্ম্মকে কে কোথায় বাঁধিয়া রাখিয়াছে? ঐ দীপ্ত সূর্য্যের মতই কি যে কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া আপনার গন্তব্য পথে চলিয়াছে। সামান্য মর্ত্তের ধূলিজাল যে সে জ্যোতিস্বরূপকে স্পর্শও করিতে পারে না, কেবল ক্ষুদ্র মানবেরই দৃষ্টিকে আবরণ করে মাত্র। তবে অপরাধ কিসের? যে অন্ধ অবোধ সেই ধূলির জালে রুদ্ধদৃষ্টি হইয়া মানবপ্রকৃতির সারভূত দয়া, স্নেহ ও করুণাকে একেবারে বিসর্জ্জন দিতে পারে সেই অকরুণ নির্দ্দয়ের চেয়েও কি অন্যের অপরাধ অধিক?' নবকিশোর বাবু অস্থির হইয়া উঠিলেন, সেই রৌদ্রতপ্ত ভূমিতে বক্ষ পাতিয়া সহসা তিনি শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার কর্ণে তব সেই কণ্ঠধ্বনি হইতেছিল 'দাদাবাবু ক্ষমা কর।'

বহুক্ষণ পরে নবকিশোর বাবু যখন তাঁহার সদ্যপ্রতিষ্ঠিত দেবী মন্দিরের দালানে গিয়া বসিলেন তখন পুরোহিতপ্রমুখ সকলে বিস্মিত ভাবে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল। তাঁহার মুখের উপরে যেন একটা নূতন জিনিষের ছায়া পড়িয়াছে। দেবীর সম্মুখে তখন নিত্যকার মত চণ্ডীপাঠ হইতেছিল 'ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতু। যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ। যা দেবী সর্ব্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ। যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ক্ষমারূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ। যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্নেহরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ

নমোনম।" আজীবন কাল শ্রুত চণ্ডীর শ্লোক যেন অঞ্জলি একটা নূতন কথা বলিতেছিল। মোহিত, স্তব্ধ, নবকিশোর বাবু নীরবে বসিয়া শুনিয়া যাইতে লাগিলেন।

দিন পনের পরে সহসা একদিন প্রিয় বন্ধু মথুরবাবু বলিলেন "কালীঘাটে মাকে একদিনও দেখা হয় নাই, পূজা দিয়া আসা যাক্। আপনার মনটাও খারাপ আছে, সুস্থ হইবে চলুন যাওয়া যাক্"। নবকিশোর বাবু এক্ষণে কলিকাতায় প্রায় যাইতেন না, অন্য ভাবিলেন "যাই না কেন?"

কালীঘাটে মহা ভিড় হইয়াছে। কালীপূজান্তে বড় চন্দনের ফোটা কাটিয়া ও প্রসাদী মালা পরিয়া নবকিশোর বাবু দুই হাস্ত অর্থ বিতরণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তাঁহার চারি দিকে বালক বালিকা, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, যুবক যুবতীরা কোলাহল করিতেছিল। সহসা নবকিশোরের চক্ষু একটী বালিকার উপরে পড়িল। সে দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহার দান দেখিতেছিল, ছোট হাতখানি এক এক বার লইবার জন্য উঠিয়া তখনই নামিয়া পড়িতেছিল। নবকিশোর বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় চমকিত হইয়া উঠিলেন। এ কে। একি তাঁহার সেই নীরজা। মনে পড়িল এমনি বয়সে সে তাঁহার ক্রোড়ে ক্রোড়ে বেড়াইত। আজ সে কোথায়? ছুটিয়া নিকটে গিয়া উন্মাদের মত বলিলেন "তুই কি আমার নিরো দিদি? আবার কি তেমনিটি হয়ে এসেছিস?" বালিকা বিস্মিত হইয়া তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল। নবকিশোর বাবু একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন "তুমি ভিক্ষা নেবে না?" বালিকা কাঁদিয়া উঠিল। সে

রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "আমায় যে কেউ ভিক্ষা দিচ্চে না।" চকিতের মধ্যে নবকিশোর বাবু তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া বলিলেন 'আমি তোমায় দিব। তোমার আর কে আছে?" বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, নিতাই দাদা আছে, ওদিকে ভিক্ষা করতে গিয়াছে।' "তোমার মা নাই?" বালিকা ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল 'আছেন, কিন্তু তিনিও হয়ত বাবার মত চলে যাবেন গো। "কেন? তাঁর কি হ'য়েছে? বাবা যে দিন গেলেন, সেই দিন যে অজ্ঞান হয়েছেন, আর আমার সঙ্গে কথা ক'ন না। নিতাই দাদা বলে 'মাও চলে যাবেন'।' নবকিশোর বাবুর চক্ষে জল আসিল। যাহার মত ভাবিয়া বালিকাকে বক্ষে টানিয়াছেন তাহারও কি এমনি অবস্থা হইয়াছে? নবকিশোর বাবুর বোধ হইতেছিল পৃথিবী যেন চারিদিকে কাঁপিয়া উঠিতেছে। বালিকাকে নামাইয়া দিয়া বলিলেন 'তবে চল, তোমাদের ঘর দেখে আসি।' "তুমি কি আমার মাকে ভাল করে দেবে?' 'হাঁ।" নবকিশোর বাবু বালিকার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ইহাতে তাঁহার পরিচারকেরা ও সঙ্গীরা কেহ বিস্মিত হইল না। নবকিশোর বাবর তো এটা নিত্যকার কার্য্য।

কুটীরে প্রবেশ করিয়া নবকিশোর বাবু দেখিলেন তেমনি একখানা ছায়া পড়িয়া রহিয়াছে। মুহূর্ত্তে নবকিশোর বাবুর হৃৎপিণ্ডটা ফাটিয়া শব্দ হইল "নিরো, দিদি আমার।" সেই সময়ে নীরজা একবার চাহিল। দেখিল বহুকালের পরিচিত একখানা বক্ষ তাহাকে টানিয়া লইয়াছে। মুখের উপরে মুখ

রাখিয়া পরিচিত স্বরে ডাকিতেছে 'নিরো দিদি আমার।", 'দাদা বাবু।' 'কি, দিদি আমার?' 'লীলাকে যে তিনি দেখতে বলে গেছেন। আমি যে তা পারলুম না গো।' নবকিশোর বলিলেন "যাও দিদি তুমি যাও তুমি আর এ কোলে থেকো না, তোমার লীলা আমার কোলে এসে আমার প্রায়শ্চিত্ত করবে।" নীরজা চক্ষু মুদিল। নবকিশোর কোলের উপর তাহাকে রাখিয়া চাহিয়া দেখিতেছিলেন। বহুদিনের কথা মনে পড়িল। যে দিন নীরজা দের লইয়া আসিতে বিমলাচরণ গিয়াছিল, সেই দিন সেই সোপানের উপরে সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে এমনি একখানা মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন মুখ নিজের ক্রোড়ের উপর চকিতের ন্যায় ভ্রম হইয়াছিল। নীরজা আবার চাহিল। মুদ্রিত চক্ষু সবেগে বিস্ফারিত করিয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া বলিল আবার পাব কি? এ বিবাহ সিদ্ধ কি? তুমি আমার কি?' নবকিশোর বাবু চীৎকার করিয়া বলিলেন 'পাবি, নীরজা। সেই তোর স্বামী, এই তোর বিয়ে। আমি যে বিয়ে দিয়েছিলাম, সে কেবল তোর এই মরা মুখখানা দেখব বলে তোর লীলাকে নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করব বলে। নিরো, দিদি, তুই তোর স্বামীর কাছে যা, তুই বাঁচলে তো আমার পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হবে না।" নীরজা অজ্ঞানে মৃদু হাসিল। সত্যের আলোকে তাহার সন্দেহ যেন দূরে পলাইয়া গেল। বিশ্বদেবের চরণপ্রান্তে গিয়া যেন বলিল 'তুমি কৃপাময়, তুমি অন্তর্যামী, তুমি তো সব জান। আমার দ্রব্যে তুমি তো আমায় বঞ্চিত করিবে না"।

নীরজা ধীরে ধীরে প্রাণত্যাগ করিল। নন্দকিশোর বাবু লীলাকে টানিয়া লইয়া আবেগের সহিত তাহাকে বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিলেন।

সুখী

১

সবে প্রভাত হইয়াছে। ষ্ট্রেলস্ সহরের আদিম গলির সঙ্কীর্ণ অভ্যন্তরের অন্ধকার তখনো সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় নাই, তথাপি তাহার শ্রমজীবী অধিবাসিবর্গ সকলেই জাগরিত হইয়াছিল।—"ষ্টিফেন! ষ্টিফেন! ষ্টিফো!" অধীর কণ্ঠস্বর গলির সর্ব্বত্র ধ্বনিত হইল। শ্রমজীবীরা তাহাদের সহৃদয় জমীদার ষ্টিফেনের নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া কার্য্য হইতে মুখ তুলিয়া রাস্তার দিকে চাহিল। ষ্টিফো নবস অত্যন্ত খামখেয়ালি লোক। প্রভূত ধনের অধীশ্বর হইয়াও সে সর্ব্বদা নানাবিধ শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত থাকিত সেজন্য তাহাকে বড় কেহ বাহিরে দেখিতে পাইত না। সম্প্রতি সে কতকগুলি রৌপ্য সেট্ মূর্ত্তি নির্ম্মাণে নিযুক্ত। তাহার কারখানাটিও সেই গলির সমসাময়িক। উত্তরাধিকার সূত্রে তাহা ষ্টিফেনের হস্তগত হইয়াছে। সে তাহার একাদশ অধিকারী।

"ষ্টিফেন—ষ্টিফেন!" প্রিন্স হেনরী চীৎকার করিয়া ডাকি

লেন। রুক্ষস্বরে চাবুকের অগ্রভাগদ্বারা আঘাত করিয়া বলিলেন "লোকটা মরেছে নাকি?" পুরুষেরা নিজ কার্য্যে মন দিল। স্ত্রীলোকেরা অলস ভাবে দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া রহিল এবং বালিকাগুলা রাস্তায় জমায়েৎ হইয়া প্রিন্সকে দেখিতে লাগিল। যদিও হেনরী তাঁহার ভ্রাতা প্রিন্স্ রডলফ—যিনি কতকগুলি অসম্ভ্রমজনক জনরব সঙ্গে লইয়া সম্প্রতি ভ্রমণ হইতে ফিরিয়াছেন—তাঁহার মত সুন্দর নন তথাপি তিনি প্রিয়দর্শন যুবক। বাদামী রঙের ঘোটকীর উপরে তিনি উপবিষ্ট, তাঁহার নীলাভ চক্ষু সম্প্রতি উদ্বিগ্নতার প্রকাশক, পিঙ্গল বর্ণ কুঞ্চিত কেশ স্কন্ধের উপর লতাইয়া লতাইয়া পড়িয়াছে।—বালিকারা একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল। ষ্টিফেন স্মিথের শীঘ্র বাহিরে আসার সম্ভাবনা। সেও সুলভ দর্শন নয়।

বদ্ধদ্বার খুলিয়া ষ্টিফেন্ অত্যন্ত বীরপদে প্রিন্সের সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন জ্ঞাপন করিল। সে তাহার অভ্যাগতকে দেখিয়া বড় সুখী হয় নাই, কেন না সেণ্ট্ পিটরের নাকটির পালিশের উপরই তাহার মনটি তখন নিবদ্ধ। তথাপি হেনরী একজন রাজকুমার, ভদ্রলোক, এবং অভ্যাগত, অতএব ষ্টিফেন তাহার উপরে অন্যায় বিরক্ত হইল না।

'আপনি আজ খুব ভোরেই বেরিয়েছেন দেখ্‌ছি।"—ষ্টিফেন ঘোটকীর স্কন্ধে মৃদু মৃদু করাঘাত করিতে করিতে বলিল। "অত্যন্ত গুরুতর কারণেই বেরিয়েছি। "সিংহ" আজ আবার রেগেছেন। বড়ই মুস্কিল"। নবোদিত সূর্য্য কিরণ গলির ভিতরে

শুভ্র দেওয়ালে প্রতিফলিত হওয়ায় ষ্টিফেনের চক্ষুকে [illegible] এবং তাহার দীর্ঘ ঘন ঢেউখেলানো চুল ও স্বর্ণাভ [illegible] ক্রীড়া করিতেছিল। বামহস্ত চক্ষুর আবরণ স্বরূপ [illegible] ধরিয়া সেও ক্ষণেক চিন্তিত ভাবে রহিল। কেন না 'সিংহ' রাগিলে এমন কোন ঘটনা নাই যাহা তখন ষ্ট্রেলস সহরে অসম্ভাব্য। রাজা হেনরী বৃদ্ধ হইয়াছেন তথাপি তাঁহার ক্রোধের সময় 'সিংহ' নামের যথার্থতা সকলকে বিলক্ষণ উপলব্ধি করাইয়া দেন। ক্ষণপরে ষ্টিফেন প্রশ্ন করিল, আবার কি আপনার ভাই তাকে বিরক্ত করেছেন?' 'এবার আমার পালা ষ্টিফেন্। "এর কারণ জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? এর আমিইবা এতে আপনাকে কতটুকু সাহায্য করতে পারি?' তোমার টা অনেকের মধ্যেই প্যালেসে ডাক পড়বে। রাজার আংটির জন্য কি? সে আংটিতো এখনো তৈরী হয় নি।" না সেজন্য নয়—তাইবা কেন বলি, হ্যা একটা আংটির জন্যই এ ডাক ষ্টিফেন আজ তোমার বিবাহ।' ষ্টিফেন মৃদু হাসিয়া অবিচলিতভাবে উত্তর দিল সত্য নাকি? কিন্তু আমার জানবার আগেই তা আপনারা জেনেছেন দেখছি।" 'হেসো না। ব্যাপার বড়ই গুরুতর। ভেঙ্গে না বল্লে তুমি বুঝবে না, বলি শোন। আমার ভগ্নী অসরার সঙ্গিনী সম্ভ্রান্তা মহিলাদের মধ্যে একজনকে লক্ষ্য করেছ যার অত্যন্ত কালো চুল ও কালো চোখ? আমি তাঁর সে চোখের বর্ণনা করে উঠতে পারব না।" "কিন্তু তাঁর নামটা বলে উঠতে পারবেন অবশ্য?' 'তাঁর নাম হিল্‌ডা, হিল্‌ডা, ভন লয়েন

গ্রাম।' "কাউণ্টেস্ হিলডাকে চিনি, আমি তাঁর এক জোড়া ব্রেস্‌লেট তৈরী করেছি।" "তিনি অত্যন্ত সুন্দরী।' প্রিন্স হেনরী উচ্চস্বরে কথাটা বলিয়া ফেলিলেন যে রাস্তার জমায়েৎ বালিকারা তাঁহারা কার বিষয়ে এমন মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন জানিবার জন্য অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া উঠিল। ষ্টিফেন দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল—"হ'তে পারে, কেননা সৌন্দর্য্যটা মানুষের মনে মাত্র। যাক্—কিন্তু এটুকুতে আমি কিসে সন্তুষ্ট হতে পারি এখোনো বুঝলাম না মহাশয়।" "বুঝলে না? তোমার তারই সঙ্গে বিবাহ।' প্রিন্স হেনরী নত হইয়া ষ্টিফেনের কর্ণের কাছে মুখ রাখিয়া বলিতে লাগিলেন, 'ব্যাপারটা আরও একটু বিশদ ভাবে বলি তবে। আমি হিলডাকে ভালবাসি প্রাণ অপেক্ষা সে আমার প্রিয়, এবং তাকে ভিন্ন আর কাহাকেও যে বিবাহ করব না এ বাক্যও তাকে দিয়ে রেখেছি। 'সিস্টের" সম্মতিতে সে বিবাহের আশা নেই জেনেই কাল আমরা পালাচ্ছিলাম কিন্তু পালাবার সময় ধরা পড়ি। বাবা তো প্রথমটা রাগে পাগলের মত হ'য়ে উঠলেন যেন। শেষে একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে আমাদের উপর কি শাস্তি প্রয়োগ করা উচিত ভ্রাতা রডল্ফ এবং ভগ্নী অসরাকে নিয়ে সে বিষয়ে পরামর্শ করতে বসলেন। রডল্ফ্ শুধু হাসতেই লাগ্‌ল অসরা বিদ্রূপে হাসির সঙ্গে মেয়েটা বিয়ের জন্য যখন এত পাগল হ'য়ে উঠেছে তখন ওর একটা বিয়েই দিয়ে দেওয়া হোক্", এই প্রস্তাব করলে প্রশ্ন উঠ্‌ল, "কাকে ধরে বিয়েটা সম্পন্ন করা যায়?" অসরা বললে "যাকে হোক্। এ সহরের একটা কর্ম্মকার ধরেই হতে পারে। ষ্টিফেন্ নামে একজন

আছে তাকেই সম্মানটা দেওয়া হোক্।" রাজা
বলেন। আচ্ছ্ বিশপ সহরে উপস্থিত নেই তবু
অফ্‌মডেন ষ্টিনকে আজ বেলা বারোটার সময়
তত হতে আদেশ পাঠিয়েছেন। তোমায়ও নিয়ে
যাওয়া হবে এবং তার সহিত তোমার বিবাহ দেওয়াবেন।
কিন্তু ঈশ্বরের নামে শপথ করছি, যদি তুমি তাঁকে বিবাহ কর
আমি তোমায় হত্যা করব।" প্রিন্স হেনরী অত্যন্ত উত্তেজিত
হইয়া উঠিয়াছিলেন। সহসা থামিয়া ক্ষণকাল নীরবে রহিলেন।
পরে তাঁহার হস্ত ষ্টিফেনের হস্তে দিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন—
'তোমার উপর আমি এ অন্যায় রাগ করছি। কেননা তুমি
সম্পূর্ণই নির্দ্দোষ।' 'আপনি সেইটুকু মনে রাখিলেই যথেষ্ট
আমারও তাঁকে বিবাহ করার অভিলাষ নেই। তাঁর মত উচ্চ
বংশসম্ভূতা মহিলার পক্ষে একজন কর্ম্মকারের সঙ্গিনী হওয়াও
অত্যন্ত অপমানের বিষয়। আমি সামান্য লোক। তিনি নিশ্চয়ই
আমাকে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য করবেন। প্রিন্সও ষ্টিফেনের কথার
অনুমোদন করিতে গিয়া সহসা তাহার পানে চাহিয়া থামিয়া
গেলেন। ষ্টিফেন স্মিথ্‌কে শুধু সুন্দর মনুষ্য বলা চলে না।
অনেকে বলিত মহিলাদের প্রশংসাদৃষ্টির পাত্র রডলফ অপেক্ষাও
তিনি সৌন্দর্য্যে শ্রেষ্ঠ। তাহার সেই ছয়ফুটের উপরও দুই ইঞ্চি
দীর্ঘ শরীর, তদনুরূপ বিস্তৃত বক্ষ, বাহু ও অন্যান্য অবয়ব প্রিন্স
হেনরী ক্ষণেক চাহিয়া দেখিলেন। শুধু দৈহিক সৌন্দর্য্য মাত্র নয়,
তাহার অনন্যসাধারণ শক্তির কথাও ষ্ট্রেলস্ সহরে প্রকাশিত

আছে। তথাপি সে অত্যন্ত নম্র, ভদ্র এবং দয়ালু অত্যন্ত স্বর্ণ সহজে সে ক্রোধ করে না, কিন্তু যদি করে তাহারূপে অবিচলিত, অত্যন্ত বিপজ্জনক। স্ত্রীলোকের পরিবর্ত্তনশীল হৃদয়ের কথা প্রিন্সের একবার মনে হইল, একটা ভয় অজ্ঞাতে তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। তাঁহার মনে হইল কাউন্টেস হিলডা এই কর্ম্মকার ষ্টিফেনকে তাচ্ছিল্য নাও করিতে পারে হয়ত। হেনরী তাঁহার ভয়টা যদিও প্রকাশ করিলেন না তথাপি স্বীকার করিলেন যে একজন কাউন্টেসের পক্ষে এরূপ বিবাহ অত্যন্ত অসঙ্গত ব্যাপার। ষ্টিফেনের ন্যায় শ্রেষ্ঠ রূপবান গুণবান সহৃদয় ব্যক্তি পাত্র হইলেও এ অতি লজ্জাকর বিবাহ। ষ্টিফেন অত্যন্ত বিমনাভাবে গোটকীর স্কন্ধে হাত রাখিয়াই দণ্ডায়মান ছিল। অবশেষে বলিল "যাই হোক্ জানবেন এ বিবাহ হতেই পারে না। আমার পক্ষে হ'তেও এতে বাধা আছে। বাধা আছে? তুমি কি বিবাহ করেছ?'—প্রিন্স হেনরী ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন। না, কিন্তু বিবাহ না হলেও কাকেও ভালবাসতে পারি ত। সেও কি বাধা নয়? 'রাজা এ বাধা গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন কিনা সন্দেহ, তবু জিজ্ঞাসা করি তুমি যাকে ভালবাস সে কে? যে বালিকাগুলি আমাদের দেখ্‌ছে এদের মধ্যে কেউ?' না এর মধ্যের কেহ নয়।' ষ্টিফেন একটু বেশী মাত্রায় হাসিয়া উত্তর দিল। "তোমরা কি এবিষয়ে পরস্পরকে বাক্‌দানও করেছ?" 'আমি তাঁর উদ্দেশে করেছি তিনি অবশ্য তা করেন নি।' "সে তোমায় ভালবাসে?'

তাঁর কাছে আসা তাঁর পক্ষে অসম্ভব আমিও সে আশ[illegible] ন
[illegible] হয়।' [illegible] তোমার এ বাধা কেয়ারই করবেন না, [illegible]
[illegible] আর ঘণ্টার মধ্যেই লোক আসবে [illegible]
ষ্টিফেন্, তাকে তুমি রক্ষা কর।' রাজা যদি আমার অ[illegible]
না করেন তা'হলে কোন উপায়ে তাঁকে রক্ষা করতে পারি।"

তা আমি বলতে পারছি না, মস্তিষ্ক আমার অত্যন্ত বিচলিত। কেবল তোমায় অনুরোধ মাত্র করছি ষ্টিফেন তাকে তুমি বিবাহ করতে স্বীকৃত হইও না।

ষ্টিফেন মস্তক নাড়িয়া স্বীকার করিলেও প্রিয় হেরী অত্যন্ত বিষাদ মন্থর গতিতে চলিয়া গেলেন। ষ্টিফেনও বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিল এবং একটা প্রকাণ্ড নিশ্বাস ফেলিয়া নিজ কার্য্যে নিযুক্ত হইল। বহুক্ষণ পরে নিজ মনে একবার বলিল একথা যে কখনো প্রকাশ করা হবে তা ভাবিনি। কিন্তু এ বিবাহ অনিবার্য্য হলে যে অগত্যা বাধ্য হতে হবে।

এক কোয়ার্টারের মধ্যেই রাজার দুইজন গার্ড আসিয়া রাজাদেশ জানাইল ষ্টিফেনকে তাহাদের অনুসরণ করিয়া প্যালেসে যাইতে হইবে। ষ্টিফেনকে হাতমুখ ধুইবার বা বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিবার সময়ও তাহারা দিল না। এমন কি তাহার কটিদেশে লম্বিত তোয়ালে (আপ্রন) খানাও সেই ভাবে লইয়া তাহাকে রাজপ্রাসাদে যাত্রা করিতে হইল। কেবল সেন্ট পিটারের নাকটি সম্পূর্ণ হইয়াছিল এবং সেই জন্যই সে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দমনে যাইতে পারিয়াছিল।

প্রকাণ্ড সিংহাসনে 'সিংহ" বসিয়া আছেন। অত্যন্ত শীর্ণ এর বৃদ্ধ শরীর, মুখে বয়সের রেখা সকল গভীররূপে অঙ্কিত, চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট, কিন্তু তীব্র জ্যোতিশালী এবং [illegible] তাঁহার দক্ষিণে প্রিন্স্ রডল্ফ একখানা কোচে অর্ধশয়িত ভাবে বসিয়া কৌতুকের হাসি হাসিতেছেন। রাজার বামদিকে সৌন্দর্য্যে দর্শককে স্তম্ভিত করিয়া প্রিন্সেস্ অসরা তাঁহার তরুণ অরুণের ন্যায় রূপজ্যোতি বিকীরণ করিতেছেন। তাঁহার ওষ্ঠেও বিদ্রূপসূচক ঈষৎ হাস্য। প্রিন্স হেনরী রাজার সম্মুখে দণ্ডায়মান এবং তাঁহার অনতিদূরে অশ্রুপূর্ণ বদনা, বেপথুমতী, কাউণ্টেস্ হিল্ডা জনৈক সঙ্গিনীকে আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। প্রিন্সেস্ অসরার অন্যান্য সঙ্গিনীরাও নীরবে তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। বিশপ্ অব মডেন স্টিন্ বহুমূল্য পোষাকে সুসজ্জিত হইয়া উপস্থিত ক্রিয়ারম্ভে রাজার বাক্য মাত্রের অপেক্ষায় উপবিষ্ট আছেন। যদিও রাজার গত রাত্রের প্রচণ্ড ক্রোধ এখন অনেকটা শীতল হইয়া আসিয়াছে তথাপি অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবে বসিয়া তিনি শীর্ণ অঙ্গুলির দ্বারা শ্বেত শ্মশ্রু টানিতেছেন। ষ্টিফেন সসম্মানে নত ভাবে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে কৃত্রিম ভদ্রতার সহিত রাজা আরম্ভ করিলেন, 'ভদ্র ষ্টিফেন এল্ফ্বাগ প্রাসাদে তোমার গুণ সকলেই জানে, আমরা তোমার বিশ্বস্ততার"—ষ্টিফেন্ রাজাকে বাধা দিয়া সসম্মানে বলিল, 'আমি মহামহিম রাজাকে কোন বিষয়ে তুষ্ট করেছি এমন ত মনে হয় না, কেবল মাত্র প্রিন্স্ রডল্ফের সঙ্গেই আমার যা কিছু বাধ্যবাধকতা আছে।

তাঁর কাছে হাজার ক্রাউনের কিছু বেশীই প্র[illegible]
[illegible] হয়।"

[illegible] বলিয়া যাইতে লাগিলেন, তোমার বিশ্বস্ততায় সুখী [illegible] আমরা মনে করেছি একটি সম্ভ্রান্ত বংশীয়া মহিলার পা[illegible] দ্বারা তোমায় পুরস্কৃত করিব। ঐ দেখ উনি বেশ সুন্দরী নন কি? স্মিথ্ তুমি সৌভাগ্যবান। না না, তোমায় ধন্যবাদ দিতে হবে না তুমিই এরূপ পুরস্কারের উপযুক্ত। কিন্তু ঐ মহিলাটি এ সম্মানেরও উপযুক্ত নয়। তোমা অপেক্ষা উচ্চস্থানস্থিতা হইলেও সম্প্রতি তাঁর [illegible] খুব বেশী নয়। যাক্ তুমি তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ কর এবং সুখী হও।

বিকট হাস্যের সহিত রাজা তাঁহার বাক্য সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে হস্ত সঙ্কেতে কম্পিতা কাউণ্টেসকে নির্দ্দেশ করিলেন। নির্ব্বাক নিস্পন্দ এবং মৃতের ন্যায় বিবর্ণ হেনরীর পানে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি যেন জ্বলিতে লাগিল। বিশপ্ নত গম্ভীর ভাবে তাহার করণীয় কার্য্য আরম্ভ করিতে পারেন কি না রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

হ্যা, আর দেরী কিসের, বিবাহ আরম্ভ হোক্।' ষ্টিফেন বাধা দিয়া বলিল আমি এর জন্য বড় দুঃখিত হচ্চি। কেন না আমি ওকে ভালবাসি না। যাঁকে ভালবাসি না তাঁকে বিবাহ করতেই বা কিরূপে সম্মত হতে পারি?'

প্রিন্স রডল্ফ্ সজোরে হাসিয়া উঠিলেন, প্রিন্সেসের মুখেও বিদ্রূপের হাস্য খেলা করিতে লাগিল। অধিকতর অপমানিতা

প্রকাশ্যে ঙ্গিনীর স্কন্ধে মুখ লুকাইলেন। বৃদ্ধ রাজা নিকট এর বৃদ্ধ জন করিলেন। বেশ বেশ। কিন্তু তাতে বাধা কিসের। বিবাহে ভালবাসা হয় আসে নয় যায়। না। কি বল রডল্ফ? যখন তুমি আগে তাকে ভালবাস না তখন বিবাহের পর বাসবে। বুঝলে স্মিথ?' রাজা উত্তেজনাতিশয্যে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। একজন সামান্য কর্ম্মকারও যে কাউন্টেসের পাণিগ্রহণে ইতস্তত করিতেছে ইহাতে তিনি অত্যন্ত আমোদ বোধ করিলেন। কুবিনীতা বালিকাটাকে যে এতখানি অপমান করিতে পারা যাইবে ইহা তিনি ভাবিতে পারেন নাই। ষ্টিফেন তখন বলিল 'তা হ'লেও এ বিবাহ হ'তে পারে না। কেননা আমি অন্য একজন মহিলাকে একান্ত ভাবে ভালবাসি।" আমাদের অদ্য মোহকে এস্থলে সংযত রাখাই উচিত। কি বল রডল্ফ তাই ঠিক নয় কি? রডল্ফ হাসি চাপিয়া উত্তর দিলেন হ্যাঁ এস্থলে সে আপত্তি না তোলাই উচিত। প্রিন্সেস অসরার চক্ষু এতক্ষণ নিবিষ্ট ভাবে ষ্টিফেন স্মিথের আকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল, সহসা তিনি বলিলেন যা'ক্, তুমি যাকে ভালবাস তাকে কি বাক্‌দানও করেছ? 'মাননীয়া। আমি তাঁকে আমার এ ভালবাসার কথা বল্‌বারও সাহস রাখি না। রডল্ফ বলিলেন, "তাহ'লে তার এমন কিছু ক্ষতি হবে না। ভালবাস্‌লে ক্ষতি নাই বলাটাই, ক্ষতির কারণ।' রুডল্ফকে বাধা দিয়া প্রিন্সেস্ বলিলেন, "আমরা তোমার এ ভালবাসার কথা একটু বিস্তৃত ভাবে শুন্‌তে চাই। আমাদের কাছে সে কথা বলতে পাব্‌বে। এখানে তুমি

নিঃসঙ্কোচে বল।" রাজা কাউণ্টেস্‌কে আর এবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলেন না। বলি [illegible] অপেক্ষা যাকে তুমি পছন্দ করছ তার বিষয় বিস্তৃত [illegible] কিছু বল, সে কি কোন দোকানে কাজ [illegible]। অথবা সে লণ্ড্রেস কিম্বা দাসী? কাউণ্টেস। এগিয়ে এস এবং তোমার প্রতিদ্বন্দ্বিনীর কথা ভাল করে শোন।'

প্রিন্স হেনরী ক্রোধে এক পা অগ্রসর হইতেছিলেন কিন্তু বন্ধের ভয়ঙ্কর পাশবিক উল্লাসপূর্ণ দৃষ্টির পানে চাহিতে না পারিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া মুখে হাত চাপা দিলেন। ষ্টিফেন শান্তভাবে রাজার আদেশে অগত্যা বলিতে আরম্ভ করিল। তাহার স্বর সুস্পষ্ট এবং কোমল ভাবে ধ্বনিত হইতে লাগিল। 'তিনি কোন দোকানে কাজ বা ফুল বিক্রয় করেন না তিনি দাসীও নন। [illegible] তিনি উক্ত পদস্থ হলেও তাঁকে আমি এমনই ভালবাসতাম। একদিন—সেদিন আমাদের গলির মাথায় মেঘ ঘনতর হয়ে ছেয়ে গিয়েছিল। সেই মেঘাড়ম্বরের মধ্যে বিদ্যুতের মত তিনি অশ্বারোহণে আসতে আসতে আমার দ্বারের কাছে এসে থামলেন। তাঁর সঙ্গে অন্য একটি রমণীও ছিল। তাঁদের দেখে আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম।'

রডলফ্‌ বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, কই আমাকে দেখলে ত বেরিয়ে আস না।" ষ্টিফেন ঈষৎ হাসিয়া বলিয়া যাইতে লাগিল, তিনি একটা ব্রেসলেট মেরামত করবার জন্য আমার হাতে দিলেন। আমি মূঢ়ের মত বললাম, এতো ঠিকই আছে।' কেন

প্রকাশ্য আমার দৃষ্টি ছিল না। কিন্তু ভূমিতলস্থ কীটগুলোর এবং বৃদ্ধ ধর্ম প্রতিও দৃষ্টিপাত মাত্র না করে তথা নিমতিনি আমার এই বিদ্যাতের মতই অন্তর্হিত হলেন। তাঁর সম্বন্ধে এক্ষণ কাহিনী এইটুকু মাত্র। কিন্তু আমি সেই দিনই প্রতিজ্ঞা করলাম যতদিন আমার এ ভালবাসার কথা তাঁকে বলার প্রয়োজন না হবে বলবার সাহসও আমার না আসবে এবং বলার পরও তিনি যতদিন না আমার ভালবাসাকে তিনবার প্রত্যাখ্যান করবেন ততদিন আমি অন্য কাহাকেও বিবাহও করব না, ভালবাসাতো পরের কথা।"

প্রিন্স্ রডল্ফ্ বলিলেন, বন্ধু ষ্টিফেন। আমি দেখছি তুমি বেশ বুদ্ধিমানের মতই প্রতিজ্ঞা করেছ, অনেক প্রণয় এর অপেক্ষাও কঠিন শপথ করে।

ষ্টিফেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া বলিল, হ্যাঁ তা করে বটে। কিন্তু পালন করে কি?" রাজা বলিলেন যেতে দাও, ওকে আর ঘাটিও না। সহরের সকলেই তাদের ভবিষ্যৎ রাজাকে চেনে।'

রডল্ফ লজ্জিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, 'যাক্ তারা উচ্ছন্ন।' প্রিন্সেস অসরা ষ্টিফেনের পানে একটু ঝুঁকিয়া বসিয়া শুনিতে ছিলেন এবং কাউন্টেস হিলডাও সঙ্গিনার স্কন্ধ হইতে মুখ তুলিয়া ষ্টিফেনের পানে চাহিয়াছিল। অবশেষে প্রিন্সেস্ বলিলেন, এই রমণীর মত সে এত সুন্দরী হবে কি?' 'কুমারি! তিনি দীপ্তিমান সূর্য্যের সঙ্গে তুলনীয়া।' নিজের কথার

ওজনের দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না রাখিয়া রডলফ [illegible] —"আমার প্রিয় বোন যেমন সুন্দরী—এই [illegible] মেত্রে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ মহাশয়। তিনি ঐ রূপই [illegible] রাজা [illegible] বলিলেন, আবে ও কথা থাক মোটকথা এই কাউণ্টেসের চেয়ে সুন্দরী তো? ষ্টিফেন উত্তর দিল 'একথা আপনি আপনার পুত্র হেনরীকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। "যাই হোক তোমায় কাউণ্টেস সহ্য করতেই হবে। আমরা পৃথিবীতে যা চাই তা পাই না। হেনরী কি বল? পাই কি? পিতার বিদ্রূপপূর্ণ প্রশ্নে হেনরী কোন উত্তর দিলেন না। না মহাশয়। যতক্ষণ না সেই মহিলা আমার ভালবাসাকে তিনবার প্রত্যাখ্যান করবেন ততক্ষণ এ বিবাহ সম্ভবপর হবে না। রাজা বলিলেন তাহলে তাকে দিয়ে সেটা শীঘ্রই করাতে হবে কেন না লর্ড বিশপ্ এর আমরা সেজন্য অপেক্ষা করছি। তাকে ডাকতে পাঠাও ষ্টিফেন। তাকে দেখতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল হচ্চে। রডলফ্ হাসিয়া বলিলেন আমারো তাই মত। এর এতে হেনরীর পক্ষে শুভফলও দেবে। চাই কি ব্যাচারার এ ব্যারামটা সেরেও যেতে পারে।

প্রিন্সেস অস্‌রাও সম্মুখ দিকে আর একটু ঝুঁকিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, তার নাম বল, আমরা তাহলে তাকে আনতে পাঠাই। বাস্তবিক আমারও তাকে দেখতে বড় ইচ্ছা হচ্চে।" ষ্টিফেন রাজার পানে চাহিয়া আপত্তিসূচক স্বরে বলিল, 'তিনি যদি আমার ভালবাসাকে প্রত্যাখ্যান করেন তাহ'লে তো আপনার

প্রকাশ্যে বাধা হ'তেই হবে, কিন্তু যদি এমনই সম্ভব এর মধ্যে আমায় প্রত্যাখ্যান না করেন, তথাপি যদি আমাকে কাউন্টেসকে বিবাহ করতে বাধ্য করা হয় তাহ'লে, সে কথা বলে ত কোন ফল নেই, বর—' 'না বন্ধু যদি তোমায় তিনবার প্রত্যাখ্যান না করে তাহ'লে তোমার কাউন্টেসকে বিবাহ করতে হবে না। তুমি আর দেরী না করে নিজের ভাগ্যকে যত শীঘ্র পার মুক্ত কর।' ষ্টিফেন বৃদ্ধ সিংহকে অনেকটা শান্ত করিয়া আনিয়াছিল। তিনি সম্প্রতি ক্রীড়ার মত আমোদ অনুভব করিতেছিলেন। 'আপনার মহিমাময় নামের উপর নির্ভর ক'রে তার নাম আমি বলছি। যদিও আমার এ ভালবাসার কথা কখনো প্রকাশ করতে হবে এ আমি কখনো ভাবিনি।' ষ্টিফেনকে পুনর্ব্বার নীরব দেখিয়া অসরা বলিলেন "তার নামটি বললেই আমরা তাকে আনাই।" তাঁহার চক্ষু বিস্মিতভাবে একবার কাউন্টেস ও একবার ষ্টিফেনের পানে ফিরিতেছিল।

ষ্টিফেন দৃঢ়কণ্ঠে বলিল 'তবে তাই হোক্। সেদিন যিনি অশ্বারোহণে গলির মধ্যে গিয়াছিলেন তাঁর নাম অসরা এবং তাঁর পিতার নাম হেনরী। ষ্টিফেন যাহা বলিল সকলের তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে কয়েক মুহূর্ত্ত লাগিল। বৃদ্ধ রাজা তখন উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন, রডল্ফ্ হাততালি দিতে লাগিলেন এবং প্রিন্সেস্ অসরার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল প্রিন্স হেনরী, কাউন্টেস ও তাহার সঙ্গিনীরা বিস্ময়ে নির্ব্বাক্

ভাবেই রহিলেন। সকলের দৃষ্টির মধ্যে ষ্টিফেন [illegible] চলিত। বৃদ্ধ রাজা তাঁহার প্রবল হাস্যাবেগ দমনার্থে [illegible] অত্যন্ত আমোদিত ভাবে ষ্টিফেনের পানে চাহিলেন এবং পরে কন্যার [illegible] ফিরিয়া বলিলেন, 'অসরা।, সবই শুনলে ত। তুমি তিনবার প্রত্যাখ্যান না করলে আমাদের বন্ধু স্থি তার শপথ ভঙ্গ করতে পারছে না। তাহ'লে তুমি একটু শীঘ্রই বেচারাকে স্বাধীন এবং সুখী হ'তে দাও।' রমণীর হৃদয় অত্যন্ত রহস্যময়। প্রিন্সেস অসরা এতক্ষণ অবিচলিত ভাবে সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছিলেন কাহারো উপর তাঁহার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি দেখা যায় নাই কিন্তু ষ্টিফেন তাঁহাকে একবার মাত্র দেখিয়া এমন একান্ত ভাবে ভালবাসিয়াছে শুনিয়া তাহার প্রতি তাঁহার মনোভাব কোমল হইয়া আসিল। ষ্টিফেনের প্রতি সহসা তিনি একটা উচ্চ প্রশংসা বোধ করিলেন। এই লোকটা— এর সৌন্দর্য্যতত্ত্বজ্ঞ চক্ষু আছে বেশ বুঝা যাইতেছে। সে যাহা বলিল তাহার সেই সর্ব্বজনহাস্যকর মনোভাব সত্য হোক্ কিম্বা নাই হউক এরূপ ব্যক্তিকে একটা 'কালো চুল কালো চোখ অসুন্দর বালিকার সহিত আবদ্ধ করা সম্পূর্ণ অন্যায়। এলফ্‌বাগের সকলের ন্যায় তিনিও লোহিত বর্ণ এবং কালো চুল বা চোখ পছন্দ করিতেন না। রাজার কথার উত্তরে তিনি সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন —

"এই লোকটাকে আমার প্রত্যাখ্যান জ্ঞাপনের অপমান সহ্য করতে হবে। এর কথায় কর্ণপাত করাই কি আমার

প্রকাশ্যে বা নয়।" "সে যখন প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছে তখন তোমায় এটুকু করতেই হবে।" 'বেশ। আমি এক্ষণি প্রত্যাখ্যান করলাম।' বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্সেস্ অন্য চোখ ফিরাইলেন। "একবার।' শান্ত নম্রস্বরে এই কথাটি মাত্র উচ্চারণ করিয়া ষ্টিফেন তাহার স্থির দৃষ্টি প্রিন্সেসের মুখের উপর স্থাপিত করিল। অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিলেও অসরা তাহার সে দৃষ্টি অনুভব করিতে পারিতেছিলেন। সে দৃষ্টি যেন তাঁহার চক্ষুকে আকর্ষণ করিয়া তাহার দিকে ফিরাইয়া দিতেছিল। প্রিন্সেস আবার ক্রোধপূর্ণ স্বরে বলিলেন, 'আমি ওকে প্রত্যাখ্যান করছি।' বলার সঙ্গে সঙ্গে পুনর্ব্বার তিনি অন্যত্র দৃষ্টি ফিরাইলেন। ষ্টিফেন স্থির দৃষ্টি তাঁহার মুখের পানে নিবদ্ধ রাখিয়া তাঁহার তৃতীয় বার প্রত্যাখ্যানের অপেক্ষায় অধিকতর নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। রাজা বলিলেন, 'দুবার বলা হ'য়েছে আর একবার হলেই হয়।" রডলফ অস্পষ্টভাবে বলিলেন, এই একবারেই মুস্কিল বাঁধায় হয়ত"—কেননা স্ত্রী চরিত্রাভিজ্ঞতায় তিনি 'অনারের সহিত উত্তীর্ণ।' ভগ্নীর বর্ত্তমান হৃদয়ের ভাব তিনি কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছিলেন। প্রিন্সেসের পানে চাহিয়া একটু হাসিয়া পিতাকে বলিলেন "আমার সন্দেহ হচ্চে এই স্মিথটি ভারি তুখোড় লোক। আমার ভাইকে না চটিয়ে অথচ আপনার আদেশ পালনের ভাণে কাউণ্টেস্‌কে নেবার জন্যই সে এই জাল তৈরী করেছে। সে বেশ বুঝে, যে অস্‌রা তাকে প্রত্যাখ্যান করবেই, তাই এর মধ্যে অস্‌রার নাম জড়িয়েছে।

"বাস্তবিক তুমি কি চালাক্ লোক মাষ্টার ষ্টিফেন? [illegible] ছিল।" "মহাশয়! এতে বিন্দুমাত্র চা[illegible] [illegible] বলিলেন 'ঠিক্ ঠিক্। লোকটা আচ্ছা [illegible] কিন্তু [illegible] সৌভাগ্য হ'তে তাকে বঞ্চিত করতে অস্‌রা তুমিও করো না। আর একবার প্রত্যাখ্যানটা সেরে ফেল।" প্রিন্সেস্ অস্‌রার মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল। রডল্ফের বাক্যে তাঁহারও মনে সংশয়ের মেঘ ঘনাইয়া আসিল। ষ্টিফেন যাহা বলিল তাহা সত্যই কিম্বা সে কাউণ্টেসকে নিরাপদে পাইবার জন্যই এই চাতুরী খেলিয়া তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া লইতেছে তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল। বিশপ তাঁহার বাক্য মাত্রের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া সহসা তিনি আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন এবং দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইয়া ষ্টিফেনের পানে চাহিলেন। চাহিবামাত্র তাঁহার মুখ পুনর্ব্বার আরক্ত হইয়া উঠায় তাহা হইতে এমনই জ্যোতি চ্ছুরিত হইল যে তাঁহার পিতা ভ্রাতা পর্য্যন্ত বিস্মিত হইলেন। অস্‌রাকে এত সুন্দর যেন তাঁহারাও কখনো দেখেন নাই। প্রিন্সেস কোমল স্বরে বলিলেন, আমি আর একদিন শেষবার প্রত্যাখ্যান করব। দুবার প্রত্যাখ্যানই তার পক্ষে যথেষ্ট।" বলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অন্য কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইলেন। 'বিবাহ তো হ'তে পারে না তা হ'লে।" "আচ্ছা আজ স্থগিত থাক্। কাউণ্টেস্‌কে নজরবন্দী রাখ্‌তে হবে, কেন না সে

খাঁচায় পেয়া থাকলে এই নির্ব্বোধটা (রাজা পুত্র হেনরীর প্রতি) নির্দ্দেশ করিলেন) কোথাও পালাতে পারবে না। অসরা শীঘ্র সম্ভব হেনরীকে তৃতীয় বার প্রত্যাখ্যান করলে না 'বিশপকে ডাকিয়ে আনিয়ে বিবাহ দেওয়াবো।' হেনরী রাজাকে প্রশ্ন করিল, আমার প্রতি এখন কি আজ্ঞা? রাজা বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন তুমি ত জামাই হবে। শেষে বলিলেন তুমি বাড়ী যাও। যতদিন না আবার ডাকতে পাঠাই, ততদিন যেমন ছিলে তেমনি থাক।

রাজাকে অভিবাদনান্তে হেনরী বাটী গিয়া অত্যন্ত চিন্তিত ভাবে একটা নকসা আঁকিতে বসিল। প্রিন্স হেনরী এবং কাউন্টেসকে কোন উপায়ে সুখী করিতে পারা যায় কি না এই চিন্তা অনবরত তাহার মনে লাগিতে লাগিল কিন্তু তাহার কোন উপায় খুঁজিয়া পাইল না। প্রিন্সেস অসরার সুন্দর কান্তি তাহার সর্ব্ব চিন্তার উপরে বিদ্যুতের মত খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। বাকী দিনটা তাহার এই সব চিন্তার মধ্যে অতি শীঘ্রই কাটিয়া গেল কেন না মাথা ও মন যখন উভয়েই ব্যস্ত থাকে তখন সময়ের কোন পরিমাণ থাকে না।

২

প্রিন্সেস অসরা তাঁহার শয়নকক্ষে অশান্ত ভাবে পদচারণা করিতেছিলেন। ডিনার শেষ হইয়াছে, রাত্রি প্রায় আটটা। অক্টোবর মাস শেষ হওয়ায় ইতিমধ্যেই বেশ অন্ধকার হইয়া

উঠিয়াছে। তিনি বিশ্রামার্থ শয়নকক্ষে আসিয়াছেন, কিন্তু বিশ্রাম করিতে পারিতেছেন না। অদ্ভুত এই লোকটা ষ্টিফেন স্মিথ। [illegible] লাফের অপেক্ষা সুন্দর বটে। হেনরী এই কালোচোখো [illegible] কি করে ভালবাস্‌লে? এর চেয়ে একটা কালো যুবকে ভালবাস্‌লেই বা ক্ষতি কি ছিল। এই বন্ত স্মিথ কিন্তু কি জন্য এ কাণ্ডটা করলে? রডলফ্ যা বল্লে তাই ঠিক্। এটা ষ্টিফেনের চালাকি ভিন্ন কিছু নয়। কিন্তু যখন সে সেই ষ্ট্রীট দিয়ে আমার অশ্বারোহণে যাওয়ার কথা বল্‌ছিল তখন তার চোখে এমন একটা ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল যা লোকে চালাকিতে আনতে পারে না। তাহলে কি সত্যই লোকটা—? না এ অসম্ভব। আমি প্রার্থনা করছি যেন এ মিথ্যাই হয়, কেননা সে নির্ব্বোধ ব্যাচারাকে আমি অসুখী দেখ্‌তে ইচ্ছা করি না। নির্ব্বোধ? না সে কখনই নির্ব্বোধ নয়। নিশ্চয়ই এটা তার প্রতারণা ছলনা। এই দাম্ভিক জয়াচোর আমার নাম ব্যবহার কর্‌তে কি করে সাহস পেলে? এলস্‌বাগের অন্য কোন কন্যার নাম উচ্চারণ করলেই ত সে পারত। রডলফ যা বল্লে সত্য যদি তাই হয়, লোকটাকে চাব্‌কানো উচিত। তবে কি সত্যই তার প্রতারণা? ঈশ্বর জানেন কি এ।' প্রিন্সেস তাহার হস্তস্থ গজদন্তনির্ম্মিত পাখার শিল্পগুলা ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া অবশেষে তাহার অনাচ্ছাদিত ডাটটা মেজেয় ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। নিজ মনে বলিলেন, আমি যতক্ষণ না জানতে পারিব ততক্ষণ তো সুস্থির হ'তে পারব না দেখ্‌ছি। আমি

যাও এ। তাকে জিজ্ঞাসা করিব আমার নাম সে কেন করেছে।' ভিত্তিস্থ বৃহৎ দর্পণের নিকটে তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন, এতবার অন্য মনে সেই দিকে দৃষ্টি পড়িল। সহসা মৃদু হাস্য তাঁহার অনুপম অধরোষ্ঠকে ঈষদ্ভিন্ন করিল। সে হাসিটি জয়সূচক। বুঝিতে পারিছি। তবু একথা তার নিজ মুখে শুনিতে চাই আমি।'

কর্মচারীরা চলিয়া যাওয়ার পরে ষ্টিফেন তাহার কক্ষে একাকীই বসিয়াছিল। আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন। টিপি টিপি বৃষ্টি পড়ায় গলিটি সম্পূর্ণ জনশূন্য এবং নীরব। সহসা দ্বারে মৃদু আঘাত হইল। এত আস্তে যে প্রথমে সে গাহ্য করে নাই কিন্তু পুনর্ব্বার শব্দ হওয়ায় ষ্টিফেন উঠিয়া দ্বার মুক্ত করিবা মাত্র একটি শীর্ণ দীর্ঘ আকৃতি তাহার পাশ কাটাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এবং তাহার বাহু ধরিয়া তাহাকে নীরবে ফিরিতে ইঙ্গিত করিল। দ্বার পুনর্ব্বার বন্ধ করিয়া ষ্টিফেন ফিরিয়া দেখিল, সে একজন নারীর সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দীর্ঘ ভ্রমণকালীন বোরকে তাহার সর্ব্বাঙ্গ এবং আচ্ছাদিত যে মুখও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। স্বাগত মহাশয়া। ষ্টিফেন একখানা চেয়ার টানিয়া তাহার অভ্যাগতাকে বসিতে বলিল। এখন তাহার প্রভাতের মত বেশ ছিল না। তাহার পরিধান একটি সুশ্রী কাটের ব্রাউন বর্ণের স্যুট এবং পায়ে এক জোড়া রেশমের মোজা ছিল। সে যেন কাহারও অপেক্ষাতেই ছিল।

আগন্তুক রমণী একটু পরে মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিলেন "তুমি কি

জান আমি কে?" ষ্টিফেন সসম্মানে উত্তর দিল—"মাননীয়া।" মুখ ঢাকা থাকলেও সূর্য্যের উদয় বুঝতে কাহারও বাকী থাকে না। অবগুণ্ঠনের এক কোণ অপসৃত হইয়া একটি চক্ষু সভয় উল্লাসে ষ্টিফেনের পানে উজ্জ্বল রশ্মি বিকীরণ করিল। অসরা বলিলেন আমি যে এসেছি এ কেউ জানে না। এবং তুমিও জান না যে আমি কেন এসেছি।

আমায় তৃতীয় বা উত্তর দেবার কি সময় হয়েছে?' যদিও ষ্টিফেন অসম্মানিত ভাবে দূরে দাঁড়াইয়াছিল কিন্তু এই কথা বলিবার সময় অজ্ঞাতসারে সে একপদ অগ্রসর হইল। না, উত্তর দিতে নয় বরং প্রশ্ন করতেই এসেছি। কিন্তু এখন ভাবছি এসে ভারি নির্ব্বোধের কাজ করেছি। তোমার কথার সত্য মিথ্যায় আমার কি ক্ষতি বৃদ্ধি হতে পারে?' কুমারী। আপনার প্রশ্ন করিবার মত এমন কিছু ত হয়নি।" আমি বিদায়ের কথা ভাবছি। তার সৌন্দর্য্য যে কেউ কেউ পছন্দ করে তার প্রমাণ আমার ভাই হেনরী। হেনরী তাকে সুন্দরী ভাবলেও সত্য কি সে তাই?

ষ্টিফেন বাধা দিয়া বলিল আমরা অবশ্যই প্রিন্সের মতের সম্মান রাখব। আমরাও স্বীকার করব হিলডা খুব সুন্দরী। অবগুণ্ঠনটা পার্শ্বে খানিক সরাইয়া প্রিন্সেস প্রশ্ন করিলেন—'আমরাও এই গুরুত্বপূর্ণ মতের অংশীদার? আমরা সামান্য লোক। আমরা রাজকুমার বা রাজকুমারীদের সঙ্গে কোন বিষয়েই অংশী হ'তে পারি না কুমারি। আমাদের যা মত তা

তাঁদের সমক্ষে উচ্চারণও করা উচিত নয়।" 'কিন্তু তাদের নাম নিয়ে যথেচ্ছ ব্যবহার করা তো উচিত? যদিও সে স্থলে অন্য একটা কার নাম ব্যবহার করলেও অনায়াসে চল্‌তে পারত — কুমারি! সে স্থলে আর কারও নাম আদৌ চলত কি? অস্‌রা ব্যগ্র অথচ গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন তা হ'লে তুমি এই জন্যই —এই মতলবেই এটা করেছ?' না, কিন্তু আপনি কোন কথার বিষয় বলছেন?' ষ্টিফেন নিজ মুখে কথাটা উচ্চারণ না করিয়া পাশ কাটাইতেছে দেখিয়া অস্‌রা ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন তুমি যে জন্যই একাণ্ড ক'রে থাক, আমি তা গ্রাহ্য করি না। আমি তা এত ভালরূপে জানি কুমারি যে আশ্চর্য্য হচ্চি আপনি আমায় সে কথা বল্‌তে নিজে এসেছেন?'

প্রিন্সেস উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ইতস্তত পদচারণা করিতে লাগিলেন। ষ্টিফেন নীরবে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। যেন ভগবান এই একটি মাত্র উদ্দেশ্যেই তাহার চক্ষুদ্বয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অস্‌রা প্রথমে যেন নিজ মনেই বলিতে লাগিলেন কথাটা যদিও এমন কিছু নয়, তবু আমার এর সত্য মিথ্যা অনুসন্ধানে কোন একটু সখ হ'য়েছে, ষ্টিফেন। আমি জিজ্ঞাসা করছি তোমায়, তুমি আজ যা বলেছ তা কি প্রতারণা মাত্র না বাস্তবিকই? হেনরীর ক্রোধ বাঁচিয়ে হিলডাকে পাবার জন্যই কিম্বা—কি?—উত্তর দাও আমায়। আমি আর বেশীক্ষণ সময় নষ্ট করতে পারব না।' কুমারি। এ তুচ্ছ বিষয়ে কেন আপনি বিচলিতা হচ্চেন? যদি মিথ্যা মনে ক'রে থাকেন বা বিরক্তি

বোধ করেন আর একবার 'না' বললেই ত সব গোল মিটে যাবে?" তুমি তখন কাউণ্টেসকে বিয়ে করবে?' আমি কি রাজার আদেশ অগ্রাহ্য করতে পারব?" 'কিন্তু আমি তিলোত্তমার জন্য বড় চিন্তিত হচ্চি। তার মত একজন উচ্চপদস্থা মহিলাকে এইরকম জোর করে একজন কর্ম্মকারের সঙ্গিনী ক'রে দেওয়া বড়ই অন্যায় হচ্চে।" "বাস্তবিকই বড় অন্যায়। আমিও বহুক্ষণ ধরে একথা চিন্তা করেছিলাম। তারপরে—' এই চালাকি খেলালে? প্রিন্সেস্ সক্রোধে এই প্রশ্ন করিলেন। ষ্টিফেন একথার কোন উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ পরে মৃদুস্বরে বলিল 'যদি তিনি প্রিন্স হেনরীকে ভালবাসেন এবং প্রিন্সও তাঁকে ভালবাসেন তবে কেন তাঁদের বিবাহ হতে পারে না?' প্রিন্সের যে তার অপেক্ষা অনেক উচ্চবংশে জন্ম। 'ভগবান যে আমায় কোন বংশগৌরব দেননি সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিচ্চি। সুখী হচ্চি যে আমার যাকে খুসী আমি সচ্ছন্দে বিবাহ করতে পারব। প্রিন্সেস অসরা ক্ষণেক নিশ্চল নেত্রে ষ্টিফেনের পানে চাহিয়া সনিশ্বাসে বলিলেন তুমি নিজেকে এতখানি মুক্ত এবং সুখী মনে করছ ষ্টিফেন? তাহার মুখে তখন আর কোন আবরণ ছিল না অবগুণ্ঠনটা মুখের চারি পাশে সরিয়া যাওয়ায় মুখখানি ফ্রেমে আঁটা একখানি অতুলনীয় চিত্রের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছিল। 'শীঘ্রই সে রকম মনে করব যে মুহূর্ত্তে আপনি আমায় আর একবার প্রত্যাখ্যান করবেন।" অধীর স্বরে প্রিন্সেস্ বলিয়া উঠিলেন, 'তুমি আমার কথার উত্তর দেবে না?" "আপনি

কাল ঠিক ওই সময়ে কাউন্টেস হিল্‌ডাকে নিয়ে এখানে আর একবার আসবেন, এবং তাহ'লে তখন আমি উত্তর দেব।

প্রিন্সেস ক্রুদ্ধ স্বরে বলিলেন, তুমি বুঝি আমাদের পরস্পরকে তুলনা করবার ইচ্ছা করেছ? আমি আমার নির্দ্দিষ্ট সময় ভিন্ন একথার তো উত্তর দিতে পারব না। তবে আপনি যদি বিরক্ত হন এতে, আর একবার প্রত্যাখ্যান করলেই এখনি সব কথার শেষ হয়ে যাবে। প্রিন্সেস্ উচ্চকণ্ঠে বলিলেন 'আমার যখন খুসী হবে তখন আমি তোমায় প্রত্যাখ্যান করব। ষ্টিফেন অবিচলিত শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে বলিল— তাহ'লে কাল কাউন্টেসকে আনবেন তো? আমি তার জন্য অত্যন্ত লজ্জিত হচ্চি, আমিই তার এ দুর্দ্দশার কারণ। যদিও এ বিষয় দেবার কথাটা আমি ঠাট্টা করেই বলছিলেম, ষ্টিফেন।' কুমারি। এখনো তা সংশোধন করবার উপায় আছে।" প্রিন্সেস বিস্মিত ভাবে কিছুক্ষণ ষ্টিফেনের পানে চাহিয়া রহিলেন কিন্তু সে আর কিছু না বলিয়া নীরবে তাঁহার পানে চাহিয়াই রহিল ক্ষণপরে ষ্টিফেন বলিল, অনেক দেরী হ'য়ে গেছে। আপনার আর বেশীক্ষণ এখানে থাকা উচিত নয়। আমি কি আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসব?' না, যদি কেউ দেখতে পায় হাসা করে ষ্টিফেন স্মিথের সঙ্গে কে যাচ্চে? আমি একাই যাব। তুমি কিন্তু আমার কথার উত্তর দিলে না, ষ্টিফেন।' আপনিও আমায় প্রত্যাখ্যান করলেন না—কুমারি।' 'কাল যখন আমি কাউন্টেসকে নিয়ে আসব তখন উত্তর দেবে?' তখন নিশ্চয়

দেবী প্রিন্সেসকে দ্বারাভিমুখে যাইতে দেখিয়া ষ্টিফেন তাঁহার বহির্গমনের জন্য দ্বার মুক্ত করিয়া এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার পার্শ্ব অতিক্রম করিয়া যাইবার সময় অসরা বলিলেন, এবং তখন আমিও তোমায় প্রত্যাখ্যান করিব হয়ত। উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি দ্রুতবেগে অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। তখনো টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে, পথও জনশূন্য।

ষ্টিফেন দ্বার বন্ধ করিয়া ক্ষণেক স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। বার দুই ললাট ও চক্ষের উপরে হস্তাবমর্ষণ করিল, যেন সে একটা স্বপ্ন হইতে সহসা জাগরিত হইয়াছে। তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার নাসাপথ হইতে কয়েকটা দীর্ঘ নিশ্বাসও প্রবাহিত হইল। শেষে সে একটু হাসিয়া শয়নের জন্য প্রস্তুত হইল।

৩

পরদিন রাত্রি নয়টার সময় রাজপ্রাসাদে ভয়ানক হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সিংহবিক্রম গর্জ্জন করিতে করিতে প্রাসাদময় ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং অমাত্য, রক্ষী, পারিষদ ও পরিচারকগণ সভয় কম্পিত দেহে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ব্যাপার এই, প্রিন্সেস অসরা এবং কাউণ্টেসের কক্ষ শূন্য এবং প্রিন্স হেনরীকেও দুই ঘণ্টার মধ্যে কেহ দেখে নাই।

সমস্ত প্যালেস্ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধানের পর একদল রক্ষী

সৈন্য ষ্ট্রেলস্ সহরের নানা বিভাগের কর্ম্মচারিদিগকে রাজ আদেশ জ্ঞাপনার্থ প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইল এবং তাহাদের মধ্যে পাঁচ জন দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া সহরের পাঁচটি গেট বন্ধ করাইবার আদেশ লইয়া গেল যেন "ছাড়পত্র' ভিন্ন কোন পুরুষ, স্ত্রীলোক বা বালক সহরের বাহিরে যাইতে না পারে। রাজ সৈন্যেরা সহর তোলপাড় করিতে আরম্ভ করিল। প্রত্যেক বাটীর দ্বারে দ্বারে আঘাত করিয়া নৈশ ভোজন শয়ন বা গল্পে ব্যাপৃত অধিবাসীর দ্বার যদি শীঘ্র মুক্ত না পাইল, তো না বলা না কহা তৎক্ষণাৎ দ্বার ভঙ্গ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল। প্রত্যেক বাটীর প্রত্যেক বিভাগ এমন কি সামান্য ছিদ্রটি পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে বাকী রাখিল না। এইরূপে সমস্ত সহরকে সন্ত্রস্ত এবং আলোড়িত করিয়া ক্রমে তাহারা ষ্টিফেন নবসের বাসস্থানে আসিল।

ঠক্ ঠক্ ঠক্। নায়ক তরবারীর হাতল দ্বারা দ্বারে আঘাত করিলে সেই শব্দের প্রতিধ্বনি মাত্র ফিরিয়া আসিল। গৃহ নিস্তব্ধ নীরব। জানালাগুলি পর্য্যন্ত এরূপ নিবিড় ভাবে বন্ধ যে গৃহমধ্যস্থ আলোকরেখাটিও বাহিরে প্রকাশ পাইতেছে না। সার্জেণ্ট পুনর্ব্বার দ্বারে আঘাত করিয়া বিরক্তির সহিত বলিল 'লোকটা ঘুমিয়েছে হয়ত। এসো দরজাটা ভেঙ্গে ফেলা যাক্। দ্বার পরীক্ষা করিয়া দেখিল বড় বড় লৌহ কীলকের ঘন সন্নিবেশ সুন্দর ওক্ কাষ্ঠ নির্ম্মিত পুরু ভারী দরজা, ভাঙ্গাটা বড় সহজসাধ্য নয়। অধিকতর বিরক্ত ভাবে বলিল, "আ যদিও ইচ্ছা

করলেই এটা এখনি ভেঙ্গে ফেলতে পারি কিন্তু লোকটা কোন জবাব করে আমাদের উত্তর দেবে না মনে করেছে নাকি? ষ্টিফেন। ষ্টিফেন। এই ও ষ্টিফেন।'

বাটীর মধ্য হইতে কোন উত্তর পাইবার পূর্ব্বেই অন্য দিক হইতে একটা শব্দ আসিয়া তাহাদের কর্ণকে আকৃষ্ট করিল। ষ্টিফেনের পরবর্ত্তী বাটীর (ইহাও ষ্টিফেনের সম্পত্তি এবং একজন ফলবিক্রেতা তাহাতে বাস করে) অভ্যন্তর হইতে অগ্নির বিস্ফোরণ শব্দ শোনা গেল এবং জানালা দরজা দিয়া প্রচুর ধূমরাশি বহির্গত হইতে দেখা গেল। বাটীর অধিবাসীরাও সাহায্যের জন্য চীৎকার করায় সার্জেন্ট তাহার সাঙ্কেতিক বাঁশীতে ফুঁ দিয়া আগুন আগুন বলিয়া চীৎকার করিল এবং তাহার সঙ্গীরা একখানা মইয়ের চেষ্টায় দৌড়িল। প্রিন্স ও কাউণ্টেসের সন্ধানের পূর্ব্বে এই বিপন্ন পরিবারকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য নতুবা এখনি তাহারা পুড়িয়া মরিবে। সেখানে ক্রমশ জনতা পক্ষীভূত হইয়া মহা গণ্ডগোল বাধাইল ষ্টিফেন দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া 'ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিল এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিল ফলবিক্রেতা ও তাহার পরিবারবর্গ মই বাহিয়া নিরাপদে নীচে নামিয়া আসিতেছে। সার্জেন্ট তাহাকে নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইতে দেখিয়া বলিল, আগুন ক্রমশ ছড়িয়ে যেতে পারে। তোমার বাড়ীতে যদি কেউ থাকে তাদের বাইরে আসতে বল।" ষ্টিফেন একবার অগ্নির পানে চাহিয়া বলিল, "ঠিক্ বলেছ। আমি তিনজন শিক্ষানবীশের সঙ্গে আজ অনেক রাত পর্য্যন্ত কাজ করেছিলাম, তারা এখনো

আমার বাড়ীতেই আছে। বাটীর দিকে মুখ ফিরাইয়া ডাকিল, ছোক্‌রা, তোমরা বেরিয়ে এসো, আগুন ক্রমশ বাড়তে পারে।" সা জ্জুণ্ট আবার অগ্নি নিভাইবার চেষ্টায় মন দিল।

ষ্টিফেনের আহ্বানে তিনটি বালক বাহিরে আসিল। তাহাদের মধ্যে একজন অতিশয় লম্বা। তাহারা আপ্রেটিস্‌দের মত চামড়ার পায়জামা, আপ্‌রণ, এবং খাটো টুপী পরিহিত। তাহারা এক মুহূর্ত্ত মাত্র অগ্নির পানে চাহিয়া ষ্টিফেনের অনুসরণ করিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল এবং দ্রুতপদে কয়েকটি ন্যাচা কোণা রাস্তা অতিক্রম করিয়া উন্মুক্ত স্থানে আসিয়া পৌঁছিল। দীর্ঘাকৃতি আপ্রেটিসটি বলিল, আমার ভয় হচ্ছে, সব গেট হয়ত বন্ধ হয়ে গেছে। ষ্টিফেন আগুন হল কি করে? কয়েক বোঝা খড়, কাট এবং গোটা কতক ক্রাউনেই এই অগ্নিকাণ্ড হয়েছে। যাক্, গেটের দিকেই যাবেন কি?

হ্যা, চেষ্টা করে দেখা যাক্, পরে যা হয়। প্রিন্স্ হেনরী কাউণ্টেসের হাত ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তৃতীয় আপ্রেন্টিসটি নীরবে ষ্টিফেনের পাশে পাশে যাইতে যাইতে একবার মৃদুস্বরে বলিল "তাহলে সেকথা মিথ্যা নয় ষ্টিফেন?

কুমারী। একবিন্দুও মিথ্যা নয়, সব সত্য কথা।" প্রিন্সেস্ অসরা একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, আমি জানিনে এবেশে আমি কি করে প্যালেসে ফিরে যাব।"

"আগে আপনার ভ্রাতা এবং কাউণ্টেস্ নিরাপদ হোন্, পরে সে ভাবনা।"

তাহারা নিকটস্থ একটি গেটে পৌঁছিয়া দেখিল দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু সেই সময়ে একদল অশ্বারোহী সৈন্য সেই গেটের নিকট উপস্থিত হইল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত অপরাধীদের সন্ধান না পাইয়া তাহারা সহর ছাড়িয়া পলাইয়াছে ভাবিয়া রাজা সহরের বাহিরে অনুসন্ধানের জন্য একদল অশ্বারোহী সৈন্য পাঠাইয়াছেন। ষ্টিফেন অগ্রসর হইয়া দেখিল কর্ণাণ্ডাট্ তাহার পরিচিত সে সাজ্জ তাহার সহিত গল্প জুড়িয়া দিল এবং আপ্রেণ্টিস তিনটিও তাহার পাশে পাশে অগ্রসর হইতে লাগিল। কর্ণাণ্ডাট্ও স্বজাতির সাগ্রহ আলাপে খুসী হইয়া অনুসন্ধানকারী সারিবন্দী সৈন্যের একে একে বহির্নির্গমনে যতটা সময় লাগিল ততক্ষণ পরিচিত ভাবে বাক্যালাপ করিতে লাগিল। সৈন্য নির্গমন শেষ হইলে কর্ণাণ্ডাট্ও গেটের মধ্যে অর্দ্ধপ্রবিষ্ট হইয়া বিদায় সম্ভাষণার্থ অবনত হইয়া ষ্টিফেনের হাত ধরিল। ষ্টিফেন তাহার অপ্রেণ্টিস দোসাদের সহিত এমন করিয়া ধরিল যে কর্ণাণ্ডাটকে দাঁড়াইয়া অশ্ব থামাইতে হইল। শিক্ষার্থী তিনটি ধীরে ধীরে গেটের নিকট হইতে নিকটতর হইতেছিল।

কর্ণাণ্ডাট্ হাসিয়া বলিল, হয়েছে হে আর নয়। আমরা জন্মের মত ছাড় ছাড় হচ্ছি না। এমন কথা বলবেন না মহাশয়, এমন কথা বলবেন না। ভগবান তা না করেন যেন। ষ্টিফেন এখনো তাহার হাত ধরিয়া আছে। নাও এখন ছাড়। দ্বাররক্ষীরা আমার অপেক্ষা করছে।"

তাহলে আর দেরীতে কাজ নেই, নিতান্তই চললেন

তবে? এই—এই থাম থাম আরে মরেছে, হতভাগা ছোড়া দুটো কি করে।' ষ্টিফেন যতক্ষণ চেচাইতে ছিল ততক্ষণ শিক্ষানবীশ দুটী অর্দ্ধমুক্ত দ্বারপথ দিয়া তীর বেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বাহিরের অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া গেল। ষ্টিফেন মহা ক্রোধে গালাগালি করিতে লাগিল 'বদমাইস্ ছোড়া দুটা। একটি সম্ভ্রান্ত মহিলার একটা জিনিস আজ রাত্রেই শেষ করতে হবে। পাজীরা কাল সকাল নইলে আর ফিরছে না। মাইনে কাটলে তবে হতভাগারা জব্দ হবে।' কমাণ্ডাণ্ট হাসিতে হাসিতে বলিল "বন্ধু ষ্টিফেন। আমি যে তোমার লোক দুটোকে ধরে দিতে পারছি না সেই জন্য দুঃখিত হচ্চি। আমায় বড় মাছ ধরতে যেতে হচ্চে। যা হোক্ ছোড়া দুটা ছেলে মানুষ, বেশী শাস্তি দিও না যেন।' ষ্টিফেন গম্ভীর মুখে বলিল সে তখন দেখা যাবে। কমাণ্ডাণ্ট্ চলিয়া গেলে তাহার পশ্চাতে গেটও বন্ধ হইল।

প্রিন্সেস দুঃস্বরে বলিলেন 'তারা পলাতে পারবে ত ষ্টিফেন?'

'তাদের হৃদয় ভালবাসায় পূর্ণ অতএব অসদ্ভাব হবে না এর পিছনে রাজার প্রচণ্ড ক্রোধ, কুমারি। এরূপ স্থলে দাঁড়ালে সকলেই অতি সত্বর পালাতে পারে। তাঁরাও আশা করি পারবেন।" বন্ধ গেটের পানে চাহিয়া প্রিন্সেস্ বলিলেন, হাঁ সম্ভব বটে। তারা এখন কি সুখী হবে, ষ্টিফেন। কিন্তু আমি কি করলাম।"

ষ্টিফেন্ কোন উত্তর দিল না। তাহারা নীরবে ষ্টিফেনের

বাটীর অভিমুখে ফিরিয়া চলিল। হয়ত তাহারা প্রিন্স্ ও কাউন্টেসের চিন্তা ভিন্ন অন্য কিছু ভাবিতেছিল। বাটী পৌঁছিয়া ষ্টিফেন প্রিন্সেস্‌কে কক্ষমধ্যে গিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে বলিল, কেননা তখনি তাঁহাকে প্যালেসে যাইতে হইবে। তিনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন এবং ভ্রাতার পলায়নের কি প্রকার সাহায্য করিয়াছেন তাহা অন্তত রাত্রের মধ্যে যাহাতে প্রকাশ না পায় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। অস্‌রা নীরবে তাহার আদেশমত কক্ষ মধ্যে গেলে সে তাহার প্রকাণ্ড লাঠি লইয়া বাটীর দ্বারে দাঁড়াইল। তাহার মস্তক প্রায় চৌকাঠ স্পর্শ করিল এবং স্কন্ধ যুগল দুই দিকের দরজা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া দ্বারপথ প্রায় রুদ্ধ হইয়া গেল।

পার্শ্বস্থ গৃহের অগ্নি তখন নিভিয়াছে। অল্পক্ষণ পরেই সার্জেন্ট এবং চারিজন রক্ষী তাহার দ্বারে আসিয়া তাহাকে দ্বার ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইতে বলিল।

ষ্টিফেন না নড়িয়া বলিল 'তোমরা যাদের খুঁজছ তারা এখানে নেই। তবু আমরা একবার দেখব। এক পার্শ্বে সরে দাঁড়াও বলি।'

প্রিন্সেস্ অস্‌রা গৃহমধ্য হইতে সার্জেন্টের কথা শুনিতে পাইলেন। তিনি দ্বারপথে বাহিরের পানে চাহিয়া মহাভয়ে চীৎকার করিয়া বলিলেন 'ওদের আস্‌তে দিও না ষ্টিফেন। যেমন করে পার ওদের বাধা দাও।

আপনি ভয় পাবেন না, ওরা কিছুতেই ভেতরে ঢুকতে পাবে না।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে ষ্টিফেন তাহার লাঠিটা আরও দৃঢ় ভাবে ধরিল

সার্জেণ্ট বলিল 'এই শেষ বার বলছি তুমি আমাদের রাস্তা ছাড়বে কিনা?

ষ্টিফেনের চক্ষুদ্বয় জ্বলিয়া উঠিল। তাহার স্বভাব অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় ছিল বটে কিন্তু নিজের দুর্জয় শক্তি তার কাহারো অবিদিত ছিল না। বহু লোকের উপকার। সে শক্তির সে পরীক্ষা লইয়া রাখিয়াছিল কেবল নিজ কার্য্য কখনো সে শক্তি ব্যয়িত করে নাই। আজ প্রিন্সের অসহায় সম্ভ্রম রক্ষা সে নিজেকে চতুর্গুণ বলশালী বোধ করিল। দাসের উপর দণ্ড দিয়া বলিল আমার প্রভুদের উপর কিছু তোমরা ভেবেছ কি করতে পারবে। বেশ, তা হোক্ সার্জেণ্ট তরবারি খুলিল এবং রক্ষীরা তাহাদের টাঙ্গির মত এক প্রকার অস্ত্র খুলিয়া দাঁড়াইল। সার্জেণ্ট চীৎকার করিল রাস্তার ভয় নাই। এবং মুক্ত তরবারি হস্তে ষ্টিফেনকে আক্রমণ করিল।

সার্জেণ্টের তরবারি ষ্টিফেনকে স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই ষ্টিফেন বৃহৎ সুদৃঢ় যষ্টি তাহার স্কন্ধের উপর পড়িয়া সার্জেণ্টের হস্তকে অকর্ম্মণ্য করিয়া দিল। রক্ষীদের চীৎকারে তথাকার অধিবাসীরা বাহিরে আসিয়া দেখিল ষ্টিফেনের দ্বারে একটি ছোট খাটো উপস্থিত হইয়াছে। ষ্টিফেনের চক্ষুদ্বয় অগ্নির মত জ্বলিতেছে তাহার বিশাল দেহ যেন দ্বিগুণ বিশালতর হইয়া দ্বারপথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে সেই জন্য আক্রমণকারীদের আরও

অসুবিধা হইতেছিল। তাহাদের আঘাত ষ্টিফেনকে স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই ষ্টিফেনের সুদীর্ঘ যষ্টি তাহাদের উপর পড়িতেছে। দেখিতে দেখিতে দুই জন রক্ষীও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। প্রিন্সেস নিজ বেশ পরিয়া বহির্কক্ষে আসিয়াই এই ব্যাপার দেখিতে পাইলেন। তিনি স্তম্ভিত ভাবে একদৃষ্টে ষ্টিফেনের এই অসাধারণ বীরত্ব দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় সজোরে উঠিতে পড়িতে লাগিল চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। অত্যন্ত বিচলিত ভাবে তিনি যেন নিজ মনেই উচ্চারণ করিলেন "আমি ত তোমায় বার—শো বার সে কথা বলিনি।" প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন বা অন্য কোন কথা তাঁহার মনে রহিল না। তিনি কেবল নিশ্চল দৃষ্টিতে দ্রাবিড় বীরের আকৃতি দেখিতে লাগিলেন এবং রক্ষিবর্গের চীৎকার মাত্র মধ্যে মধ্যে তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল।

দুই ঘণ্টার মধ্যে পলাতকদের কোন সংবাদ না পাইয়া রাজা ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া পড়িলেন। অকর্ম্মণ্য রক্ষীগুলার উদ্দেশে গালি দিতে দিতে বড়ভাইকে সঙ্গে লইয়া নিজেই তাহাদের সন্ধানার্থ বাহির হইয়া পড়িলেন। দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া সমস্ত সহর পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। পথে যে কর্ম্মচারী বা সৈনিক তাঁহাদের সম্মুখে পড়িল রাজা তাহাকেই গালাগালি দিলেন। গেটে গেটে সংবাদ লইলেন সে রাত্রে কেহই বাহিরে যায় নাই কেবল এক দ্বারপথে তাহার প্রেরিত সৈন্যদলের বহির্গমনকালে ষ্টিফেন্ স্মিথের দুই জন আপ্রেন্টিস ছিটকাইয়া বাহিরে পলাইয়াছে। রাজাও এ সংবাদটা গ্রাহ্য করিলেন না এবং ঘুরিতে

ঘুরিতে ক্রমে ষ্টিফেনের বাসস্থানের গলিতে প্রবেশ করিলেন। সহসা এক বৃহৎ জনতা তাঁহাদের গতিরোধ করিল। রাজা দ্বিগুণ ক্রোধে চীৎকার করিলেন, ব্যাপার কি? কিসের ভিড় এখানে?" রাজাকে দেখিয়া সকলেই সর্ব্বাগ্রে ব্যাপারটা বলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠায় বহু কণ্ঠের একটা গণ্ডগোল এবং আগুন" দাঙ্গা" এই অসম্বদ্ধ বাক্য দুটি মাত্র রাজার কর্ণে প্রবেশ করিল। রডনফ্ হাসিতে হাসিতে অশ্বের উপর প্রায় শুইয়াই পড়িলেন। রাজা সক্রোধে তরবারি টানিয়া চীৎকার করিলেন, রাস্তা ছাড়। বলার সঙ্গে সঙ্গেই অশ্বকে জনতার উপরে সবেগে চালিত করিলেন। প্রজার সভয় আর্ত্তনাদে কর্ণপাত মাত্র না করিয়া এইরূপে জনতাকে অতিক্রম করিয়া তিনি ষ্টিফেন স্মিথের দ্বারদেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রডনফ যথাসাধ্য প্রজাকে বাঁচাইয়া অগত্যা তাঁহার অনুসরণ করিতেও একটু পিছাইয়া পড়িলেন।

ষ্টিফেন তখনো লাঠি হস্তে দ্বারপথ আবৃত করিয়া দণ্ডায়মান। তিনজন রক্ষী দ্বারপ্রান্তে পড়িয়া আছে এবং ছয় জন বাহির হইতে তাহার সহিত যুঝিতেছে। রক্ষীদের চীৎকারে তাহাদের আরও চারি জন সঙ্গী জুটিয়াছে কিন্তু তাহারা ষ্টিফেনকে একপদও স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই। ষ্টিফেনের যষ্টি বোঁ বোঁ শব্দে চক্রাকারে তাহার সম্মুখে ঘুরিতেছে, আহত মস্তক হইতে শোণিত ধারা গণ্ড বাহিয়া পড়িতেছে, তাহাতে তাহার দৃক্‌পাত মাত্র নাই। কিরূপে এই ছয় জনকে হটাইয়া গলির কিছু দূরে লইয়া যাইবে এবং প্রিন্সেস ইত্যবসরে অপসৃত হইবেন এই চেষ্টাতেই একঘণ্টা হইতে

সে এইরূপে যুঝিতেছে। আক্রমণকারীদের ক্লান্ত ভাব এবং সাহায্যার্থ ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপে সে আশা পাইতেছিল যে আরও কিছুক্ষণ এইভাবে চালাইতে পারিলে তাহারা হটিতে পারে।

অন্যরা তাহার পশ্চাতে ইতমধ্যে সেই ভাবেই দাঁড়াইয়া আছেন। একটি লোক তাঁহার জন্য এতগুলা সশস্ত্র লোকের সঙ্গে যুঝিতেছে, তাঁহার লজ্জা রক্ষার জন্য নিজের জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়া দিয়াছে এই দৃশ্যে তাহার মনে নানা ভাবের স্পন্দন তুলিতেছে। তাঁহার হস্তযুগল পরস্পর সম্বদ্ধ মুখকান্তি দৃঢ়তাব্যঞ্জক, চক্ষুযুগল অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনজনিত উচ্চ প্রশংসায় উজ্জ্বল এবং অশ্রুপূর্ণ। রাজা আসিয়া এই ব্যাপার দেখিলেন এবং যখন শুনিলেন যে ষ্টিফেন তাঁহার কর্মচারীদের অনুসন্ধানে বাধা দিয়া এইরূপে যুদ্ধ বাধাইয়াছে এবং তিনজনকে আহত করিয়াছে তখন তাঁহার ক্রোধাগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। নিজ সৈন্যগণকে উদ্যমহীন দৃষ্টে ভীরু কাপুরুষ বলিয়া গর্জ্জন করিয়া মুক্ত তরবারি হস্তে এমন সহসা অশ্বকে সম্মুখে চালিত করিলেন যে রডল্ফ্ তাঁহাকে বাধা দিবারও অবকাশ পাইলেন না। তাঁহার অশ্ব নিরস্ত্র রক্ষিগণকে ডিঙ্গাইয়া ষ্টিফেনের সম্মুখীন হইল এবং ষ্টিফেনকে যুদ্ধার্থ আহ্বান বা দ্বার ছাড়িয়া দিবার অবকাশ মাত্র না দিয়া তিনি ষ্টিফেনের প্রতি ধাবিত হইলেন। প্রিন্সেস গৃহমধ্য হইতে পিতার সেই কালান্তক মুখ দেখিয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদে বসিয়া পড়িলেন এবং দুই হস্তে মুখ ঢাকিলেন।

ষ্টিফেন রাজাকে তাহার প্রতি ধাবমান দেখিলেন তিনি

তাহাকে সময় দিলেও সে দ্বার ছাড়িত কিনা সন্দেহ, সে অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক এবং তাহার প্রিয়তমা অস্রার নিকট সে এই প্রতিজ্ঞাই করিয়াছে। তাহার এত চিন্তা করিবারও অবসর ছিল না, কেননা এক মুহূর্তের মধ্যেই রাজা তাহার উপরে আসিয়া পড়িবেন। ষ্টিফেন তাহার লাঠিটি ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া সেই দ্বার রোধ করিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল কেননা রাজাকে আঘাত করা বা ভিতরে প্রবেশ করিতে দেওয়া দু'টার একটাও তাহার পক্ষে অসাধ্য।

রাজা ষ্টিফেনের নিকটে পৌঁছিলেন এবং সে যে লাঠি ফেলিয়া দিয়াছে ক্রোধাবেগে তাহা লক্ষ্য না করিয়া তাহার উপর তরবারি ষ্টিফেনের বক্ষে বসাইয়া দিলেন। ষ্টিফেন বিচলিত হইল এবং পরক্ষণেই হাটুর উপর ভর দিয়া বসিয়া পড়িতেই বক্ষ হইতে সবেগে প্রবাহিত রক্তধারা প্রস্তরময় চোকাঠে পড়িল। রাজা অশ্বরশ্মি আকর্ষণ করিয়া ষ্টিফেনের পানে চাহিলেন। রডল্ফ আসিয়া পৌঁছিলেন এবং অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া ষ্টিফেনের হাত ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিলেন একি ষ্টিফেন? কি ব্যাপার এ —

ষ্টিফেন অতি কষ্টে বলিল, আপনি আর রাজা মাত্র ভিতরে চলুন। আর কেউ না যায় যেন।"

ষ্টিফেনকে দুই হস্তে ধরিয়া তুলিয়া রডল্ফ পরম যত্নে ও স্নেহ করিলেন অগত্যা রাজাও অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তাহাদের অনুসরণ করিলেন। দ্বার রুদ্ধ করা হইল।

[illegible] কক্ষমধ্যে প্রিন্সেস নতভাবে বসিয়া দুই হস্তে নিজের মুখ [illegible]য়া রহিয়াছেন। কন্যাকে তদবস্থিতা দেখিয়া বিস্ময় রাজার ক্রোধের স্থান গ্রহণ করিল। তাঁহার মুখ হইতে কেবল অস্‌রা। এই শব্দটি মাত্র বহির্গত হইল। রডল্‌ফ ষ্টিফেনকে উপবেশন করাইতে করাইতে অস্‌রা কিরূপে এখানে আসিয়াছে সে বিষয়ে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। অস্‌রা কোন উত্তর দিলেন না একবার মাত্র মুখের উপর হইতে হস্ত অপসৃত করিয়া ষ্টিফেনের পানে চাহিলেন এবং তাহাকে রক্তাক্ত ও আহত দেখিয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া পুনর্ব্বার দুই হস্তে মুখ ঢাকিলেন।

রডল্‌ফের হস্তে দেহের ভর রাখিয়া বসিয়া ষ্টিফেন্ ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনা বলিতে লাগিল। প্রিন্সেস্ অস্‌রা কিরূপে তাহার দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া প্রিন্স্ হেনরী ও হিলডার সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন কিরূপে সে প্রিন্স্ হেনরীর নিকট গিয়া সমস্ত পরামর্শ করিয়া আসে এবং সে দিন কিরূপে তাঁহাদের শিক্ষানবীশ সাজাইয়া সহরে প্রবেশিত করিয়া দেয় এবং প্রত্যাবর্ত্তনের পর কি জন্য এই যুদ্ধ বাধে সমস্তই বলিল, কেবল যে বিক্রেতাকে সে উৎকোচ দিয়া অগ্নি ভাণ করাইয়াছিল তাহাই মাত্র বলিল না, সেজন্য ভবিষ্যতেও সে বেচারা কোন বিপদে পড়ে নাই। সমস্ত ঘটনা বলিতে বলিতে ষ্টিফেন অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া রডল্‌ফের হস্তের উপর ভর রাখিতে লাগিল। রডল্‌ফ নিজ কটিদেশ হইতে খানিকটা বস্ত্র ছিঁড়িয়া

লইয়া তাহার ক্ষত হইতে রক্তপাত বন্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া নিষ্ঠুর বৃদ্ধ রাজা হাসিয়া বলিলেন "লোকটা খুব বড় আচ্ছা চালাকী খেলেছে। কিন্তু ফাঁসিতে মরার চেয়ে এরকম মৃত্যু ওর পক্ষে শোচনীয়। রডনফ রক্ত বন্ধ করিতে চেষ্টা ক'রোনা। যদি কে বাঁচাও আমি নিশ্চয় ওকে ফাঁসীতে লটকাবো।"

ষ্টিফেন মৃদু হাসিয়া বলিল "ভয় পাবেন না মহাশয়। প্রিন্স্ আমাকে বাঁচাতে পারবেন না। যদিও আপনি সত্তর বৎসর অতিক্রম করেছেন তথাপি আপনার আঘাত অব্যর্থ সোজা ও স্থির লক্ষ্য।' তোমার মত বদমাইসদের পর সেটা আরও স্থির লক্ষ্য। রাজা ষ্টিফেনের কথায় একটু খুসী হইলেন কেননা তাঁর পর রডনফকে বলিলেন, লোকটাকে একটু স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পার তো দাও। বোধ হয় ষ্টিফেনের জীবনে কোন লোকের উপরে এই প্রথম দয়া প্রদর্শন।

ষ্টিফেনের শক্তি ক্রমেই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল। তাহার চক্ষুদ্বয় প্রিন্সেস অসরার পানে নিবদ্ধ দেখিয়া রাজা কোমল স্বরে তাহাকে আহ্বান করিলেন "অসরা, এদিকে এসে আমার একটু সাহায্য কর। রডনফ স্বভাবত নিষ্ঠুর ছিলেন না। ষ্টিফেনের উপর তিনি স্নেহানুভব করিলেন।

অসরা ষ্টিফেনের নিকট আসিলেন এবং দেওয়ালে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া বসিয়া তাহার মস্তক ক্রোড়ের উপরে তুলিয়া লইলেন। ষ্টিফেন একদৃষ্টে তাহাকে দেখিতেছিল, এক্ষণে তাহার ওষ্ঠে মৃদু

[illegible] উঠিল। আবার সবেগে শোণিত ধারা নির্গত হইয়া তরবারি শ্বেত বোক্ রঞ্জিত করিয়া তুলিল এবং তাহার প্রবাহিত [illegible] ধারা ঐ ফর্নের মুখের উপরে পড়িতে লাগিল।

[illegible] নর জীবন অথবা মৃত্যু কি যে তাঁহার প্রার্থনীয় তাহা [illegible] বুঝিতে পারিলেন না। বাঁচিলেও তাহার সহিত মিলনের [illegible] আশা নাই এবং রাজার হস্তে তাহার নিস্তারও নাই। [illegible] তাহার হৃদয় চিরদিনের জন্য বিষাদ সাগরে নিমগ্ন [illegible] তিনি [illegible] পারিতেছিলেন।

[illegible] পিতার [illegible] বিয়া কিছুদূর লইয়া গিয়া [illegible] স্বরে [illegible] এমন কিছু মারাত্মক ব্যাপার আমাদের [illegible] [illegible] লোকটা এখনি [illegible], আর অসহায় অল্প [illegible] কিছুদিন নরকে থাকিলে সব [illegible] যাবে। বর [illegible] সময়ে [illegible] [illegible] পারে। [illegible] একটু এক্যা [illegible] [illegible] রাজা [illegible] করিতে অন্যদিকে সরিয়া [illegible]। [illegible] বিচলিত হইয়াছিলেন, কেননা তাহারা [illegible] [illegible] তাহাদের সন্তান [illegible] করিবার জন্য [illegible] পাঠাইতে [illegible]। [illegible] আরারের পানে চাহিয়া [illegible] কুমারি। কারণ না তারা নিশ্চয় এতক্ষণ নিরাপদ হইয়াছেন এবং আশা করি ভবিষ্যতে রাজা তাদের উপর [illegible] ক্রোধ করিবেন।

[illegible] আমি তাদের জন্য আর ভাবছিনা [illegible]। ভাস্বরে অসীরা [illegible] করিলেন।

ষ্টিফেন আবার ক্ষণকাল পরে বলিল 'আমি হিলডাকে পাবার জন্য প্রতারণা করিনি, কুমারি। যা বলেছি তাতে বিন্দুমাত্রও চাতুরী নেই। সে দিন আপনি এই পথ দিয়ে যান, সেই মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তলে আপনার অশ্বারূঢ় মূর্ত্তি দেখার পর সর্ব্বদাই দেখা আমার হৃদয় জাগরূক ছিল এবং এতদিন বাঁচতাম কি না ভাবে জেগে থাকতে।"

আমি আর সে সন্দেহ করছিনা ত ষ্টিফেন। এর সেজন্যে কাঁদছ না।

আবার কিছুক্ষণ থামিয়া ষ্টিফেন বলিল আমি বলছি বলে কি তবে কাঁদছেন কুমারি?' ষ্টিফেন। তা কি তুমি বুঝতে পারছ না? প্রিন্সেস বন্ধ করে উত্তর দিলেন। বে কি আমি ইচ্ছা করেন যে আমি বাঁচি? না তাও করিনা কি কি বলব আমি জানি না। ষ্টিফেনের অন্তর আবার সুন্দর প্রতিভা হল। কয়ে বলিল তবে ষ্টিফেনের লোকের বাড়ী পরম পিতা সমরাবাদে একটু বোধ হল এই ই তার পরিচয়।

যে ব্যক্তি একথা বলিতেছে সে [illegible] পণ্ডিত তথাপি [illegible] গণ্ডদেশ লোহিত ভাব ধারণ করিল। তিনি ষ্টিফেনের [illegible] পানে আর চাহিতে না পারিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইলেন এবং তাহার কথার কোন প্রত্যুত্তরও দিলেন না। ষ্টিফেন চাহিয়া চাহিয়া ঈষৎ ক্ষীণস্বরে বলিল আমি মরি বা বাঁচি রাজকন্যার তাতে কাঁদবার কথা কি থাকতে পারে?

প্রিন্সেস তথাপি কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, এবং তাঁহার মুখে শোণিতাভা ফুটিয়াই রহিল। ষ্টিফেন তাহার মস্তক আর একটু নিবিড় ভাবে অসরার ক্রোড়ে পাতিত করিল এবং চক্ষুদ্বয় অসরা অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার হস্ত প্রিন্সেসের হস্ত গ্রহণের চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া অসরা নিজ হস্তে তাহার হস্তকে গ্রহণ করিলে ষ্টিফেন অতি গম্ভীরে বলিল— কুমারি! আপনি আমায় প্রথম বার—শেষ বার প্রত্যাখ্যান ত করেন নি।

অসরার চক্ষু অন্যদিক হইতে ফিরিয়া আসিয়া ষ্টিফেনের চক্ষুর উপর সবদ্ধ হইল। বহুক্ষণ যেন সে দৃষ্টি পরস্পরের আলিঙ্গন করিয়া রহিল। সেই কয় পল যেন তাহাদের কাছে জীবনে মরণে এক মিলন সবই সম্ভব রূপে প্রতিভাত হইতেছিল।

অসরা ষ্টিফেনের মস্তকের উপর হস্ত অবনত করিয়া গাঢ়স্বরে বলিল না আমি তোমায় শেষবার—প্রথমবার প্রত্যাখ্যান করিনি ষ্টিফেন।

এর আর কখনো না?

না।' অসরার অধর ধীরে ধীরে ষ্টিফেনের অধরোষ্ঠ স্পর্শ করিল। ষ্টিফেনের অধর আবার উচ্ছ্বাস দেখা দিল। সে প্রিন্সেস অসরার দিকে পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া নিজের মস্তক অরুণ নিবিড়ভাবে তাঁহার ক্রোড়ে নিবিষ্ট করিল। আর কোন কথা কহিল না, গভীর সুখের হাস্য অধরে লইয়া ষ্টিফেন স্থির নীরব সুখে চির নিমগ্ন হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে অসরা অধর দ্বারা আর একবার তাহার

বর্ণ [illegible] ললাট স্পর্শ করিলেন এবং অতি ধীরে ধীরে তাহার মস্তক [illegible] নামাইয়া রাখিয়া তাহার পিতা ভ্রাতা যেখানে বসিয়াছিলেন সেই স্থানে গিয়া বলিলেন তাঁর [illegible] হইয়াছে।

রাজা উত্তর দিলেন সকলের পক্ষেই মঙ্গল হ'ল এবং রাস্তার লোক সরাইতে তিনি রক্ষীদিগকে আদেশ করিলেন। [illegible] পরিষ্কার হইলে তাহাকে অবগুণ্ঠন দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া এবং নিজ অশ্বে আরোহণ করাইয়া রক্ষীরা তাহাকে হস্তী [illegible] চড়িয়া গেলেন। প্রিন্সেস যে স্থানে গিয়াছিলেন তাহাকে [illegible] জানিতে পারিল না। প্রিন্সেস [illegible] নিরাপদে পলায়ন করিয়া [illegible] কাটে [illegible] করিয়াছিলেন। [illegible] রাজার [illegible] হইল। তাহারা [illegible] আসিলেন। [illegible] নর [illegible] কাহিনী [illegible] সমাধির উপরে একটি [illegible] স্তম্ভ [illegible] করিলেন। [illegible] তারিখ [illegible]

[illegible] খোদিত [illegible] দ্বারা [illegible] নিজ নাম [illegible] লিখিয়া [illegible] বলের জন্য [illegible]।"

[illegible] নির্ধারিত [illegible] দিন পর একটি অশ্ব [illegible] সেই স্তম্ভ দেখিতে আসিলেন এবং [illegible] নর সমাধির উপরে বসিয়া প্রার্থনা করিলেন। অনেক [illegible] পরে উঠিয়া চারিদিক দেখিতে দেখিতে প্রিন্সেস [illegible] স্বহস্তে খোদিত [illegible] জন্য [illegible] অক্ষর কয়টি পাঠ করিলেন এবং মস্তক অবনত করিয়া

সমাধির উপরে চুম্বন করিয়া [illegible] স্বরে বলিলেন, প্রণয়ীর জন্য প্রণয়ী। সঙ্গে সঙ্গে কয়েক বিন্দু মুক্তাপ্রভ অশ্রু বিন্দু [illegible] নিজ হইতে [illegible] আকর্ষণ করিয়া লইল।

[illegible] তিনি তাহার পরে [illegible] চলিয়া গেলেন। পাছে কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারে এই ভয়ে আর কখনো অসরা সেখানে [illegible] না। [illegible] রাত্রে শয়নকক্ষের গবাক্ষ মুক্ত করিয়া যে নিস্তব্ধ অন্ধকার ব্যথিত হৃদয়কে সান্ত্বনা দেয় এবং [illegible] সমস্ত [illegible] বাথে [illegible] সাথী করিয়া কাঁদাইয়া [illegible] বলিতেন — তোমায় [illegible] বার করিনি। [illegible] যে [illegible] দেখাইয়াছে [illegible] অদৃষ্টপূর্ব এবং তাহার আত্মবিসর্জন [illegible] অনন্যসাধারণ। [illegible] স্ত্রী [illegible] নিকটে [illegible] পবিত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সাধারণের চক্ষে তাহার এ [illegible] প্রেম অসঙ্গত উন্মত্ততা ভিন্ন আর কিছুই নহে [illegible] এই [illegible] উন্মত্ততার [illegible] প্রিয়সখী [illegible] হৃদয়কে [illegible] করিয়া [illegible]।

বিপুল আয়োজন বিরাট অনুষ্ঠান

আট আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

[illegible] প্রভৃতি মহাদেশের [illegible] সংস্করণ — [illegible] নানাবিধ [illegible] প্রকাশিত [illegible] কিন্তু [illegible] সকল [illegible] অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যের পুস্তকাবলীরই [illegible] সংস্করণ [illegible] বাঙ্গালাদেশের [illegible] কারণ চিত্ত [illegible] বিপুল প্রকাশিত পুস্তকগুলি [illegible] [illegible] আমার [illegible] দিয়া [illegible] অধিক [illegible] ছাপা [illegible] প্রভৃতি [illegible] কারণ এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত [illegible] বাঙ্গালাদেশে [illegible] আর বাঙ্গালাদেশের লোক-সংখ্যা [illegible] — [illegible] আট আনা [illegible] — [illegible] [illegible] আমার [illegible] ছাপিবার [illegible] [illegible] বাঙ্গালা কেন — [illegible] বাঙ্গালী মাত্রেরই এ আট আনা সংস্করণ [illegible] নিদ্রিত [illegible] যাহা [illegible] স্থায়িত্ব [illegible] [illegible]।

[illegible] অর্থ [illegible] হইবে না [illegible] করিয়া [illegible] প্রকাশ [illegible] করিয়া [illegible] সাধারণের সহায়তা [illegible] করিয়াছি। [illegible] নিদ্রিত থাকিলে আমার [illegible] সংস্করণ ছাপাইয়া অধিক ব্যয়ভার বহন করিতে [illegible]।

এই গ্রন্থমালায় প্রকাশিত

গ্রন্থাবলী

১। অভাগী—শ্রীজলধর সেন প্রণীত। ([illegible] স্করণ
২। ধর্ম্মপাল—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।
৩। পল্লীসমাজ—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ([illegible]
৪। কাঞ্চনমালা—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত।
৫। বিবাহবিপ্লব—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত।
৬। চিত্রালি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।
৭। দুর্ব্বাদল—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত।
৮। শাশ্বতভিখারী—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রণীত।
৯। বড়বাড়ী—শ্রীজলধর সেন প্রণীত।
১০। অরক্ষণীয়া—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।
১১। ময়ূখ—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।
১২। সত্য ও মিথ্যা—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল প্রণীত।
১৩। রূপের বালাই—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত।
১৪। সোণার পদ্ম—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত
১৫। লাইকা—শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী প্রণীত।
১৬। আলেয়া—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী প্রণীত।
১৭। বেগম সমরু—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত
(যন্ত্র)

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা।

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

দিদি	১॥০,	বাধাই	২৲
অপূর্ণার মন্দির	১৲,	,,	১॥০
অটক			১॥০

ডাকব্যয় স্বতন্ত্র

প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।